CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৮ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 9 September 2022 ■ আগরতলা ৯ সেপ্টেম্বর ২০২২ ইং ■ ২৩ ভাদ্র ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রাজনৈতিক সন্ত্রাসে উত্তপ্ত বিশালগড়

সিপিএমের ক্যাডার বাহিনীর হামলায় বিজেপির তিন কর্মী গুরুতর আহত

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৮ সেপ্টেম্বর।। ডেপুটেশনের নামে সিপিএমের সন্ত্রাসে আতঙ্ক নগরীতে পরিণত হয় বিশালগড়। বৃহস্পতিবার দুপুরে সিপিএমের শতাধিক কর্মীকে নিয়ে বিশালগড় মহকুমা শাসকের কাছে ডেপুটেশনের উদ্দেশ্যে মিছিল শুরু করে সিপিএম। মিছিলের সম্মুখভাগে ছিলেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী, বিশালগড়ের বিধায়ক ভানু লাল সাহা, মহকুমা সম্পাদক পার্থপ্রতিম মজুমদার সহ আরো কয়েকজন। পেছনের সাড়িতে ছিল কমলাসাগর, বিশালগড়, চড়িলাম, গোলাঘাটি প্রভৃতি এলাকা থেকে বাছাই করা কিছু ক্যাডার।

তাদের মাথায় ছিল হেলমেট, মুখে কালো কাপড় বাঁধা। উদ্দেশ্য যে ছিল গন্ডগোল পাকানো তা প্রথম থেকেই অনুমান করা যাচ্ছিল। যদিও মিছিলের অনুমতি না থাকায় পুলিশ মিছিল আটকে

দেয়। রাস্তার মধ্যে দাবী সনদ গ্রহণ করে মহকুমা শাসকের প্রতিনিধি। এর পর মিছিলটি অফিসটিলা বাজার থেকে ঘুরে মহকুমা সিপিএমের মহকুমা দপ্তরে চলে আসে। এর পরই শুরু হয় নারকীয় সন্ত্রাস। হাতে লাঠি রড শাবল ইত্যাদি অস্ত্র নিয়ে শুরু হয় দাপাদাপি। এমন সময় বিজেপির কার্যকর্তা প্রনয় কুমার দাস, বিশ্বজিৎ দত্ত রঞ্জিত নমঃ মোটরসাইকেলে চেপে বাড়িতে যাচ্ছিলেন। তাদের পেয়ে মারমার ধরধর করে সঙ্ঘবদ্ধ আক্রমণ শুরু করে। মারাত্মকভাবে জখম হয় বিজেপির তিন কার্যকর্তা। তারা বাইক ফেলে প্রাণ বাঁচাতে দৌড়ে স্থানীয় হাসপাতালে আশ্রয় নেয়। সিপিএমের ক্যাডারবাহিনী লাঠি সোটা,শাবল নিয়ে হাসপাতালে গিয়েও তান্ডব চালায়।

মোটরসাইকেলটি ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেয়। পরবর্তী সময়ে গোটা ঘটনাটি নিয়ন্ত্রণে আনে পুলিশ। পুলিশকেও লাঠি উঁচিয়ে আক্রমণের চেষ্টা করে ক্যাডারবাহিনী। খবর পেয়ে বিশালগড়ের বিজেপির কার্যকর্তারা ছুটে যান ঘটনাস্থলে। গিয়ে পুলিশের সহায়তায় আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করান। বিকালে অভিযুক্তদের নাম ধাম দিয়ে বিশালগড় থানায় মামলা দায়ের করেছে বিজেপি। অভিযুক্তরা হলেন হিমাদ্রি ঘোষ, তপন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সেনা জওয়ানের বিরুদ্ধে গৃহবধূকে ধর্ষণের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর।। ধর্ষণের ঘটনা ঘটলো উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর মহকুমাধীন নোয়াগাঙ এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, দুই সন্তানের জননীর স্বামী শিলংয়ে কর্মসূত্রে রয়েছেন। ২৫ বছরের মহিলা দুই সন্তানকে নিয়ে এখানে থাকেন। তার স্বামীর অনুপস্থিতির সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ৩৪ বছরের বাগবাতাইলিখিম সালাম মহিলাকে ধর্ষণ করে।

ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তে এই এলাকায় তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এলাকাবাসীরা মহিলার সমর্থনে প্রথমে বাগবাসা আউটপোষ্টে মামলা নথিভুক্ত করতে যান। সেখান থেকে ধর্মনগর মহিলা থানায় যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। সে অনুযায়ী ধর্মনগর মহিলা থানায় মামলা দায়ের করা হয়। মামলা নথিভুক্ত করে মহিলা থানার ওসি শিপ্রা দাস জানিয়েছেন, অভিযুক্ত নাকি আর্মিতে চাকুরীরত। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে তদন্ত নেমেছে ধর্মনগর মহিলা থানার পুলিশ।

এদিকে এলাকার মহিলারা এই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন। উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করা না হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হবেন বলে হুশিয়ারি দিয়েছেন। ধর্মনগর মহিলা থানা সূত্রে জানানো হয়েছে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের জন্য প্রয়োজনীয় সব ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

দিল্লীতে ইন্ডিয়া গেইট চত্বরে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোসের মূর্তির আবরণ উন্মোচন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ছবি পিআইবি।

শিক্ষকের বেত্রাঘাতে গুরুতর অসুস্থ পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর।। শিক্ষকের মারে গুরুতর আহত পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র। আহত ছাত্র হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনা মোহনপুরস্থিত ফটিকছড়া জেবি স্কুলে। অভিযুক্ত শিক্ষকের নাম সঞ্জীব দাস। আহত ছাত্রের নাম অতুল সরকার।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, মোহনপুর আই এস -এর অধীন পশ্চিম ফটিকছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ফটিকছড়া জে বি স্কুলের শিক্ষক সঞ্জীব দাস নামে এক শিক্ষকের মারে অতুল সরকার নামে পঞ্চম শ্রেণীর এক ছাত্র আহত হয়। পরবর্তী সময়ে ছাত্রটি অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। এ বিষয়ে জানা যায় বুধবার গরমের কারণে ছাত্রটি বিদ্যুতিক ফ্যানের স্যুইচ দিতে গেলে সঞ্জীব দাস নামে এক শিক্ষক বাঁশের বেত দিয়ে পর পর আঘাত করেন। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধর্মনগরে রেলওয়ের জায়গাতে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ঘর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর।। রেলওয়ের জায়াগায় প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর ৩ দিনের মধ্যে ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দিলেন রেল কতৃপক্ষ। ঘটনা ধর্মনগর মহকুমার অন্তর্গত নদীয়াপুর রেলওয়ে স্টেশন সংলগ্ন এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা গেছে , ৫৫ বাগবাসা বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত পূর্ব হুরুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ২ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা মজিফুর রহমান নামে জনৈক ব্যক্তির সরকারী ঘর রেলওয়ে দপ্তরের জায়গায় নির্মান করা হয়।

এই খবর পেয়ে রেলওয়ে দপ্তরের পক্ষে আধিকারিকরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে তিন দিনের মধ্যে ঘরটি ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দিয়ে যান। রেলওয়ে দপ্তরের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে একটি মামলাও করা হবে বলে সুত্রের খবর। এদিকে সংশ্লিষ্ট এলাকায় খবর নিয়ে জানা গেছে পূর্ব হুরুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের একে পর এক দূর্নীতির ঘটনা প্রকাশ্যে আসতে শুরু হয়েছে। রেলওয়ে দপ্তরের জায়গায় প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর নির্মান, এটা পূর্ব হুরুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পাহার সমান দূর্নীতি একটা অঙ্গ মাত্র।

উক্ত পঞ্চায়েত এলাকায় রেগার কাজ থেকে শুরু করে, কাজ শেষ হলে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কংগ্রেসের উদ্যোগে ভারত জুড়ো আন্দোলন রাজধানী আগরতলায়। ছবি নিজস্ব।

চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে কঠোর হল বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর।। চাকরিচ্যুত ১০৩২৩ শিক্ষকদের কৌশলী চালের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিল রাজ্য শিক্ষা দপ্তর। শিক্ষা দপ্তরের যুগ্ম সচিব চাঁদনি চন্দ্রন প্রতিটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক, সহকারি প্রধান শিক্ষক এবং শিক্ষক ইনচার্জদের উদ্দেশ্যে বৃহস্পতিবার একটি নোটিশ জারি করেছেন।

নোটিশে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে কোন চাকরিচ্যুত শিক্ষককে তাদের পূর্বের কর্মস্থলে যোগদানের আবেদন যাতে গ্রহণ না করা হয় এবং স্কুলের এটেন্ডেন্স রেজিস্টারে যাতে দস্তখত করতে দেয়া না হয়। প্রসঙ্গত, ১০৩২৩ শিক্ষকরা সম্প্রতি বিভিন্ন স্কুলে গিয়ে প্রধানশিক্ষকদের কাছে আবেদন করছেন তাদেরকে পুনরায় কর্মস্থলে যোগ দেয়ার অনুমতি দিতে। সেই সাথে এটেন্ডেন্স রেজিস্টারে দস্তখত করা হচ্ছে। আগামীকাল ৯ সেপ্টেম্বর চাকরিচ্যুত শিক্ষকরা আবার বিদ্যালয় চলো অভিযানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বোধজংনগরে দুস্কৃতিদের দ্বারা আক্রান্ত শাসক দলের দুই সমর্থক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর।। দুষ্কৃতিদের দ্বারা আক্রান্ত শাসক দলের দুইকর্মী। ঘটনা বোধজংনগর পঞ্চায়েতটিলা এলাকায়। আহতরা হলেন প্রসেনজিত দাস এবং গৌতম দাস। দুষ্কৃতিকারীরা সিপিআইএম দলের বলে অভিযোগ আহতদের।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, বোধজংনগর পঞ্চায়েতটিলা এলাকার বাজার থেকে বাড়ি ফিরছিলেন প্রসেনজিত দাস এবং গৌতম দাস। তখনই ২০-৩০ জনের একদল দুষ্কৃতী লাঠি সাটা নিয়ে তাদের পথ আটকায় বলে অভিযোগ। মূলত শাসক দলের কর্মী হওয়াতেই তাদের উপর হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ আহতদের। ঘটনায় গুরুতর আহত দুই কর্মী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

দুষ্কৃতিকারীরা প্রত্যেকেই সিপিআইএম দলের কর্মী ছিল বলে অভিযোগ আহতদের। ঘটনাকে কেন্দ্র করে বোধজংনগর থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। তবে বিরোধীদের উপর হামলা হুজ্জতির জবাব দিচ্ছে বিরোধীরা, এমনই বক্তব্য রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের। তবে কি সাড়ে চার বছর পর প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে বামেরা? প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট মহলে।

ইংরেজী মাধ্যম স্কুলে নেই ইংরেজী বিষয়ের শিক্ষক, প্রতিবাদে সড়ক অবরোধ হেজামারায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর।। বিষয় শিক্ষকের দাবিতে বৃহস্পতিবার হেজামারায় মূল সড়ক অবরোধে বসে হেজামারার সুরেন্দ্রনগর ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন ধরে নেই ইংরেজি বিষয়ের শিক্ষক। সেই কারনেই অবরোধে নামে ছাত্রছাত্রীরা। যার জেরে বন্ধ হয়ে পড়ে আগরতলা থেকে খোয়াই ও কমলপুর জন চলাচল। দুর্ভোগ পোহাতে হয় যান চালক ও যাত্রীদের। টানা দু ঘণ্টা অবরোধ চলার পর উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের নির্দেশে অবরোধ মুক্ত হয় রাস্তা।

ছাত্রছাত্রীদের বক্তব্য তাদের বিদ্যালয়ে ইংরেজি বিষয়ের কোন শিক্ষক বা শিক্ষিকা নেয় দীর্ঘদিন যাবৎ। ছাত্রছাত্রীদের এই দাবিকে সমর্থন জানিয়ে অবরোধস্থল থেকে দীপঙ্কর দেববর্মা নামের এক অভিভাবক জানালেন ২০১৫ সালে বিদ্যালয়টি শুরু হবার পর থেকেই ইংরেজি বিষয়ের কোন শিক্ষক নেয়। তাছাড়াও রয়েছে বিদ্যালয়টিতে নানান সমস্যা। এমনকি বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের আওতাধীনে থাকার পরও সুরেন্দ্রনগর ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়টিতে ছাত্রছাত্রীদের মিড ডে মিল খাওয়ার নেয় কোন ডাইনিং রুম।

এইসব বিভিন্ন দাবি নিয়ে চলতে থাকে অবরোধ। টানা দুই ঘন্টা এই সড়ক অবরোধ চলার পর অবশেষে হেজামারা আর ডি ব্লকের ভিডিও -র আশ্বাসে সড়ক অবরোধমুক্ত হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে যান চলাচল। তবে দাবি পূরন না হলে পুনরায় বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে বলে হুশিয়ারি দিয়েছেন ছাত্র ছাত্রীরা।

নেশা সামগ্রী সহ আটক গাড়ি চালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৮ সেপ্টেম্বর।। গোপন সূত্রের ভিত্তিতে গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে প্রচুর পরিমাণে হিরোইন সহ আটক একজন। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন হাওয়াই বাড়িস্থিত নাকা পয়েন্টে বৃহস্পতিবার বিকেলে। সংবাদে জানা যায় প্রচুর পরিমাণে হিরোইন নিয়ে টি আর ০৬ এ ০৫৮২ নম্বরের একটি গাড়ি আগরতলা থেকে তেলিয়ামুড়া দিকে আসছিল। সেই সময় ট্রাফিক পুলিশের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জনজাতিদের সার্বিক বিকাশে সরকার গুচ্ছ পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর।। রাজ্যের জনজাতি অংশের জনগণের আর্থসামাজিক অবস্থার মানোন্নয়নে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পগুলি রাজ্যে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে রূপায়ণ করা হচ্ছে। জনজাতি অংশের জনগণকে এই প্রকল্পগুলি সম্পর্কে আরও সচেতন করার লক্ষ্যে প্রচারের উপর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। তবেই বেশি সংখ্যক জনগণ এইসব প্রকল্পের সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে।

আজ সচিবালয়ের ২ নং সভাকক্ষে জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। সভায় জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের পর্যালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, পরিকাঠামো, সংস্ক’তি ইত্যাদির উন্নয়নে রাজ্য সরকার গুচ্ছ পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করছে। দেশের প্রধানমন্ত্রীও দেশের জনজাতি অংশের জনগণের সার্বিক কল্যাণে কাজ করছেন যা বিগত দিনে সেভাবে পরিলক্ষিত হয়নি। রাজ্যের জনজাতি কল্যাণ দপ্তর যে সমস্ত কাজ করছে তা সংবাদমাধ্যম সহ সামাজিক মাধ্যমেও প্রচারের আলোয় নিয়ে আসতে হবে।

সভায় জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের প্রধান সচিব পুনীত আগরওয়াল জানান, রাজ্যের জনজাতি অংশের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে ২০২০-২১ এবং ২০২১-২২ এই দুই অর্থবর্ষে আরও ৮টি একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল বিদ্যালয়ের ম’রি পাওয়া গেছে। এরমধ্যে ৩টির নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে এবং বাকিগুলির জন্য জায়গা চিহ্নিত করে তা নির্মাণ সংস্থার কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। তিনি জানান, ২০২১-২২ অর্থবর্ষে জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মাধ্যমে ২৬ হাজার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাতীয় আইনী বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠবে শিক্ষা দপ্তরের নিজস্ব জায়গাতেই ঃ শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর।। শিক্ষা দপ্তরের নিজস্ব জায়গাতেই রাজ্যে জাতীয় আইনী বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠবে। এক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রী বা অভিভাবকদের কোন ধরণের বিভ্রান্তি বা সমস্যা হওয়ার অবকাশ নেই। আজ সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ।

তাঁর আশ্বাস, বর্তমানে টিআইটি-তে পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের পঠন পাঠনে কোন সমস্যা হবেনা। আইন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিল্ডিং না হওয়া পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীরা তাদের নির্দিষ্ট জায়গায় ক্লাস করতে পারবে।

এদিন শিক্ষামন্ত্রী জানান, বর্তমান রাজ্য সরকার রাজ্যে এডুকেশন্যাল হাব গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। নরসিংগরস্থিত টিআইটি চত্বরে শিক্ষা দপ্তরের জায়গায় জাতীয় আইনী বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার উদ্যোগ নিয়েছে।সাথে তিনি যোগ করেন, জাতীয় আইন বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার জন্য রাজ্য বাজেটেও অর্থের সংস্থান রয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী আরও জানিয়েছে, রাজ্য সরকার চাইছে শিক্ষার সার্বিক পরিকাঠামো উন্নয়ন করার জন্য।

CMYK

জাগরণ আগরতলা ■ বর্ষ-৬৮ ■ সংখ্যা৩৪০ ■ ৯ সেপ্টেম্বর ২০২২ ইং ■ ২৩ ভাদ্র ■ শুক্রবার ■ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

ব্যাংক সংযুক্তি করনের অন্তরালে আর্থিক নিরাপত্তা বিপন্ন

ব্যাংক সংযুক্তিকরণের দুর্ভোগ এখন শুরু হইয়াছে। সাধারণ গ্রাহক উপলব্ধি করিতেছেন সংযুক্তিকরণের ফলে তাঁহাদের সমস্যা কীভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৩টা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক মিলিয়া গিয়া পাঁচটায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। যেসব ব্যাংক সংযুক্তিকরণের পর নাম বদলাইয়া ফেলিয়াছে, তাহাদের গ্রাহকের পাসবুক আপডেট আপাতত বন্ধ। মিলিতেছে না নবগঠিত ব্যাংকের চেকও। যদি ধরিয়াও নেওয়া হয় গ্রাহকদের দুর্ভোগ সাময়িক, সংযুক্তিকরণের ধাক্কা টের পাইবেন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও উদ্যোগপতিরা। বাজারে যখন ঋণের জোগান কমিবে, তখন আসল সংকট তৈরি হইবে। সেক্ষেত্রে স্পষ্ট হইবে ব্যাংক সংযুক্তিকরণের প্রভাব।কিন্তু তাহার চাইতে আরও বড় বিপদ আসিতে পারে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের বেসরকারিকরণের সিদ্ধান্তটি। এবারের বাজেটে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ ঘোষণা করিয়াছিলেন, দু'টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের বেসরকারিকরণ হইবে। সদ্য চারটি মাঝারি মাপের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের নাম শোনা গেল, যাহাদের মধ্যে থেকে দু'টির বেসরকারিকরণ হওয়ার কথা। নির্মলা সীতারমণের বাজেটের পর যেভাবে কর্পোরেট লবি ব্যাংক বেসরকারিকরণের সিদ্ধান্তকে দু'হাত তুলিয়া স্বাগত জানাইয়াছে, তাহাতে সরকারের পিছু হটিবার কোনও লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। নির্মলার বাজেটকে অর্থনীতিবিদদের একাংশ অতিমারীর মধ্যে 'সাহসী বাজেট' আখ্যা দিয়াছেন। সাহসী এই অর্থে যে, এই প্রথম বাজেটে দেশের কোনও অর্থমন্ত্রী রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক বেসরকারিকরণের কথা ঘোষণা করিতে পারিলেন।ব্যাংক সংযুক্তিকরণের পর বেসরকারিকরণের পদক্ষেপ এমন সময়ের অপেক্ষা মাত্র। ব্যাংক জাতীয়করণের প্রভাব ভারতের সমাজ-জীবনে কতটা প্রসারিত ছিল, তাহার পরিমাপ মনে হয় অসম্ভব। জাতীয়করণের আগে পর্যন্ত ব্যাংক 'ফেল' করা ছিল এক নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। একেকটা ব্যাংক ফেল মানে, কোটি কোটি মানুষের জীবনের সমস্ত সঞ্চয় খোয়া যাওয়া। ১৯৬৯ সালের ১৯ জুলাই তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ১৪টি ব্যাংকের জাতীয়করণ ঘোষণা করিয়াছিলেন। এই জাতীয়করণের সিদ্ধান্ত একধাক্কায় দেশের অর্থনীতির মুখচ্ছবিটাই যে বদলাইয়া দিয়াছিল, তাহা অস্বীকারের কোনও সুযোগ নাই। জাতীয়করণের পরেই দেশের মানুষ বুঝিতে পারিয়িছিল ব্যাংকিং ব্যবস্থা কী জিনিস। জাতীয়করণের পরই গ্রামে গ্রামে পৌঁছিয়াছিল ব্যাংকের শাখা। জাতীয়করণের পরেই কৃষক থেকে শুরু করিয়া ছোট ব্যবসায়ীরা ব্যাংকের ঋণ পাইতে শুরু করিয়াছিল। যাহার প্রভাব অর্থনীতিতে অপরিসীম। গ্রাম ও দেশের প্রান্তিক মানুষকে মাথা তুলিয়া দাঁড় করাইয়াছিল ব্যাংক জাতীয়করণ। ব্যাংক জাতীয়করণের সুফল অর্থনৈতিকভাবে দেশ আজও ভোগ করিতেছে। যে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক দেশের অর্থনীতির বুনিয়াদ তৈরি করিয়াছিল, তাহাকেই আজ বিক্রি করিয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছে আর্থিক সংস্কারের নামে। দেশে যদি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক না থাকে, তাহাহলে প্রত্যন্ত গ্রামে গ্রামে গিয়া শাখা খুলিবে কে? দেশের বড় অংশের মানুষ কি ফের ব্যাংকিং ব্যবস্থার বাইরে চলিয়া যাইবে? রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক না থাকিলে ছোট ব্যবসায়ী ও কৃষকরা ঋণের জন্য কাহার কাছে যাইবে? আবার কি তাহা হইলে মহাজনের শোষণ ফিরিয়া আসিবে? এই প্রশ্নগুলির জবাব ছাড়াই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের বেসরকারিকরণের কথা ভাবা হইতেছে। আর, এই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের বেসরকারিকরণের সিদ্ধান্তকেই একটি বড় সংস্কারি সিদ্ধান্ত হিসাবে দেখানোর চেষ্টা চলিতেছে। দেশের ব্যাংক-ব্যবস্থার সংকটের নেপথ্যে রহিয়াছেন যে বড় বড় কর্পোরেট সংস্থার মালিক, তাহা প্রমাণিত সত্য। এটা কাহারও অজানা নয় যে, বিদেশে ফেরার ঋণখেলাপি বিজয় মালিয়া, মেহুল চোকসি, নীরব মোদি দেশের কর্পোরেট জগতেরই প্রতিনিধি ছিলেন। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের অনাদায়ী ঋণের ৫০ শতাংশ বড় বড় কর্পোরেট সংস্থার হাতেই রহিয়াছে। যে 'ননপারফর্মিং অ্যাসেট' তথা এনপিএ-র জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের পরিচালন ব্যবস্থাকে দায়ী করা হইতেছে, তাহার মূলে যে দেশের কর্পোরেট ব্যবস্থার হাত, সেকথা কেন উল্লেখ করা হইতেছে না? যে কর্পোরেটাইজেশনের কথা বলে ব্যাংকিং ব্যবস্থার বেসরকারিকরণ হইতেছে, সেই কর্পোরেট ব্যবস্থাই কিন্তু আজ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংককে দুর্বল করিতেছে। এ এক অদ্ভুত দুষ্টচক্র! এই চক্রকে ভাঙার চেষ্টা না-করিয়া শুধুমাত্র রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের বেসরকারিকরণ আগামী দিনে ভারতের অর্থনীতির পক্ষে ভয়াবহ হইতে পারে।রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক মানে আজও দেশের সাধারণ মানুষের একমাত্র সামাজিক সুরক্ষা। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের বেসরকারিকরণের মধ্য দিয়ে মনে হয়, দেশের কোটি কোটি মানুষ সামাজিক নিরাপত্তার একমাত্র রক্ষাকবচ হারাইতে চলিয়াছেন।

গুয়াহাটি মেডিক্যালে গ্রেফতার ভুয়ো নিউরোসার্জন প্রণবজ্যোতি

গুয়াহাটি, ৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল (জিএমসিএইচ)-এ গ্রেফতার করা হয়েছে জনৈক ভুয়ো চিকিৎসককে। আজ বৃহস্পতিবার সকালে রোগীর স্বাস্থ্য পরীক্ষার সময় আটক করা হয়েছে ভুয়ো ডাক্তার প্রণবজ্যোতি দাসকে। ভাঙাগড় থানা সূত্রে জানা গেছে, ভুয়ো পরিচয়পত্র বানিয়ে রোগীর চিকিৎসা করতে এসেছিল ধৃত প্রণবজ্যোতি দাস। এর আগেও জিএমসিএইচে সে এসে রোগী দেখেছে বলে নাকি পুলিশের জেরায় স্বীকার করেছে প্রণবজ্যোতি। কেবল তা-ই নয়, মাঝেমাঝে এইমস-এও সে যাতায়াত করার কথা প্রদত্ত স্বীকারোক্তিতে বয়ান দিয়েছে ধৃত প্রণবজ্যোতি। সে নিজেকে নিউরোসার্জন বলে পরিচয় দিত বলে পুলিশ সূত্রের খবর। পুলিশ জানিয়েছে, প্রণবজ্যোতি দাস নামের ভুয়ো চিকিৎসক জিএমসিএইচ-এর সার্জিক্যাল বিভাগে রোগীর পরীক্ষা করছিল। সে সময় রোগীর আত্মীয়দের সন্দেহ হয়। তাঁরা খবর দেন নিকটবর্তী ভাঙাগড় থানায়। থানা থেকে আসে পুলিশ। পরবর্তীতে তাকে ভাঙাগড় পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন জিএমসিএইচ কর্তৃপক্ষই। এদিকে জিএমসিএইচ কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গেছে, তার সঙ্গে মজুত পরিচয়পত্রে গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে নিয়োজিত বলে লেখা রয়েছে। ২০১৫ সালের ভুয়ো পরিচয়পত্রে জিএমসিএইচ-এর নিউরোলজি বিভাগের সহকারী চিকিৎসক বলে অনুমোদন দেখানো হয়েছে। ভুয়ো চিকিৎসক প্রণবজ্যোতি দাস এর আগে এইমস-এ কর্মরত ছিল বলেও নাকি বিভিন্ন জনকে বলেছিল।

ধান কেনাবেচা নয়, নেশার আসর বসে কিষান মান্ডিতে, বোলপুরে অভিযোগ দিলীপের

বীরভূম, ৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : ধান কেনাবেচার বদলে কিষান মান্ডিগুলিতে নেশার আসর বসে বলে এ বার অভিযোগ করলেন বিজেপি-র সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষ। বৃহস্পতিবার বোলপুরের শ্রীনিকেতন কিষাণ মান্ডিতে গিয়েছিলেন তিনি। সেখানকার মাছ বিক্রেতা এবং সবজি বিক্রেতাদের সঙ্গে কথাও বলেন। তার পরই এমন মন্তব্য করেন দিলীপবাবু। তাঁর অভিযোগ, "কিষাণ মান্ডিগুলি সমাজবিরোধীদের আড্ডার জায়গা হয়ে উঠেছে। কৃষকদের থেকে ধান কেনার বদলে সেখানে নেশার আসর বসে, ফূর্তি হয়।" শুধু তাই নয়, কেন্দ্রীয় সরকারের টাকায় তৈরি কিষাণ মান্ডিগুলির সঠিক ব্যবহারই রাজ্য সরকার করতে পারছে না বলেও এ দিন অভিযোগ তোলেন দিলীপবাবু। তিনি বলেন, "কোটি কোটি টাকা খরচ করেছে কেন্দ্র। অন্তত ৭০-৮০টি বাজার রয়েছে বাংলায়। আমি ঘুরে ঘুরে দেখেছি। যত সমাজবিরোধীদের আড্ডা হয়, মদ খাওয়া, ফূর্তি হয়। " দিলীপবাবু বলেন, "শুধু বিল্ডিং দেখিয়ে ভোট তুলছে।কোথাও কোনও কাজ হয় না। অনেক জায়গায় সবজি মান্ডি লেখা রয়েছে। কিন্তু সবুজ সাথীর সাইকেল রাখা হয়েছে। জঙ্গল হয়ে গিয়েছে। এগুলি তো পাইকারি বাজার। এখানে পাইকারি হারে ধান চাল বিক্রি হওয়ার কথা। কিন্তু রোজের বাজার বসে গিয়েছে। সবজি, মাছ বিক্রি হচ্ছে।"

বুড়িয়ে যাওয়া ঠেকানো সম্ভব?

শহীদুর রশীদ ভূঁইয়া

মৃত্যু চিরন্তন বলেই পৃথিবী এত সুন্দর। ফলে অনিবার্য মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা ছাড়া কোনো উপায় নেই। বয়ঃপ্রাপ্তি জীবনের এক অনিবার্য পরিণতি। একেও বর্জন করার কোনো উপায় নেই। তবে বয়ঃপ্রাপ্তি দেহের ওপর, মনের ওপর যে ভিন্ন মাত্রার রেখাপাত সৃষ্টি করে এবং দেহ ও মনকে ক্রমেই নাজুক করে তোলে, একে কি খানিক ঠেকিয়ে রাখা যায় না? এই প্রশ্নের জবাব খুঁজতে হলে শুরুতেই জানা দরকার, জীবনকাল ও বয়ঃপ্রাপ্তি ঘটার প্রক্রিয়াটি কী।

কোনো জীব যত দিন বাঁচে, সেটি হলো সেই জীবের জীবনকাল। মানুষের জীবনকাল হলো একটি জটিল বৈশিষ্ট্য, যার পেছনে কাজ করে বহু ফ্যাক্টর। পারিবারিক ইতিহাস, জীবনাচরণ, রোগশোক এবং বসবাসের পরিবেশসবকিছু মিলে মানুষ কত দিন বাঁচবে কিংবা মানুষের জীবনকাল কত দিন হবে, তা নির্ভরশীল। এসব ফ্যাক্টরের পরিবর্তন ঘটলে কোনো একটি জনসমষ্টির গড় জীবনকালেও পরিবর্তন ঘটে। উদাহরণ হিসেবে বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ুর হিসাবটা এখানে নিয়ে আসা যায়। ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু এখন সর্বাধিক, যা ৭১ দশমিক ৬ বছর।

এই যে গড় আয়ু বৃদ্ধি ঘটেছে, আমাদের জনগোষ্ঠীর তা ঘটেছে কতিপয় ফ্যাক্টরের পরিবর্তন ঘটার কারণেই। এই সময়কাল আমাদের পয়োনিষ্কাশনব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটেছে, মানুষ পরিষ্কার---পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে সচেতন হয়েছে এবং পাশাপাশি জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন ঘটেছে। জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের মধ্যে রয়েছে শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস তথা নিরাপদ প্রসব প্রযুক্তির প্রসার ও আমাদের জনগোষ্ঠীর গড় আয়ু বৃদ্ধির পেছনে কাজ করছে। গোটা বিশ্বের মানুষের গড় আয়ু বেড়েছে। আর তা বাড়ার পেছনে রয়েছে খাওয়ার জল বিশুদ্ধকরণ ও বোতলজাত জলের ব্যবহার, বর্জ্য পানির শোধন, ব্যাপক টিকাদান কমসূচি এবং স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়ন ও এর পরিসীমা বৃদ্ধি। স্বাস্থ্যরক্ষাবিষয়ক পরিবেশের উন্নয়নের পাশাপাশি আধুনিক জীবনযাপনের নানা উপাদান। যেমন: খাবার, ব্যায়াম এবং আর্থসামাজিক অবস্থার ও জীবনকালের ওপর প্রচণ্ড প্রভাব রয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব মানুষ নিয়মিত ব্যায়াম করে, যাদের খাদ্যে নিম্ন মাত্রার স্যাচুরেটেড চর্বি থাকে এবং অপ্রয়োজনীয় ঝুঁকি নেওয়া থেকে যারা বিরত থাকে, তারা বেশি দিন বাঁচে। এই ধরনের জীবনযাপন হৃৎপিণ্ডের রোগ ও ক্যানসার সৃষ্টির ঝুঁকিও হ্রাস করে। তাহলে কি বলা সম্ভব, জীবনকাল আংশিক হলেও জিন দিয়ে নিয়ন্ত্রিত? অর্থাৎ জীবনকালও কি বংশগত একটি বৈশিষ্ট্য?

নানা রকম পর্যবেক্ষণ থেকে এই দুটি প্রশ্নের জবাব আসে হ্যাঁ—বোধকই। বহু পরিবার নিয়ে পরিচালিত গবেষণা থেকে দেখা গেছে, লম্বা সময় বেঁচে থাকা কিছুটা হলেও বংশগত। সে কারণে জেনেটিক বা জিনগত। বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার প্রক্রিয়া জীবনের ওপর দৃশ্যমান ও অদৃশ্য বহু রকম পরিবর্তন নিয়ে আসে। মানুষের জীবনে নানা দিক থেকে এসব পরিবর্তন সাধিত হয়। জীবনের প্রথম দুই দশক ধরে, জন্ম থেকে সাবালকত্ব পর্যন্ত, বয়ঃপ্রাপ্তি শারীরিক বৃদ্ধি ঘটায় ও পরিপক্বতা নিয়ে আসে এবং মেধার বিকাশ ঘটায়। এসব পরিবর্তন স্পষ্টভাবেই লক্ষ করা যায় এবং জীবনের বাকি সময়ের তুলনায় এটি ঘটে তুলনামূলকভাবে খানিকটা দ্রুতই। দৈহিক পরিপক্বতা অর্জনের পর মানুষের দেহে বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার লক্ষণ ধীরে ধীরে প্রকাশ পেতে শুরু করে, যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আরও স্পষ্টতর হতে থাকে।

দীর্ঘ সময় যাদের সূর্যালোকে এবং ঘরের বাইরে কাটাতে হয়, আগেভাগেই তাদের চামড়া শক্ত হতে শুরু করে এবং মুখমণ্ডল ও দেহে ভাঁজ পড়তে দেখা যায়। মানুষের অনুভূতিগুলো যেমন: দৃষ্টি, শ্রবণ, স্বাদ এবং গন্ধ, দিনে দিনে সূক্ষ্মভাবে তা হারাতে থাকে। দৃষ্টিশক্তির পরিবর্তনের কারণে অনেক বয়স্ক মানুষের চশমা ব্যবহার করতে হয়। চুল পড়ে যেতে শুরু করে এবং চুলের রং বদলাতে থাকে। কম পরিশ্রম করে যেসব মানুষ, তাদের ওজন বাড়তে থাকে। চল্লিশের কোঠায় পড়লে নারীদের অনেকের ঋতুস্রাব বন্ধ হয়। এটা তাদের সন্তান ধারণক্ষমতা শেষ হওয়ার লক্ষণ। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিগোচর হয় তেমন পরিবর্তনগুলো হলো, সময়ের সঙ্গে হাড়ের ঘনত্ব কমতে থাকা (বিশেষ করে মেয়েদের), মানসিক তীক্ষ্ণতা হ্রাস পাওয়া এবং স্মরণশক্তি লোপ পাওয়া।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ করে বয়স্ক মানুষের নানা রকম রোগশোক দেখা দেয়। মানুষের দেহে যে স্বাভাবিক পরিবর্তনগুলো বয়স্ক মানুষের হৃৎপিণ্ডের রোগ, ক্যানসার, স্নায়বিক রোগ ডেমেনসিয়া, গেঁটে বাত, অন্ধত্ব এবং শ্রবণসমস্যা দেখা দেয়। জিনগুলো ও পরিবেশগত ফ্যাক্টরগুলোর মধ্যে আন্তক্রিয়ার ফলে বয়স বাড়লে এসব জটিল রোগ দেখা দেয়। উদাহরণ হিসেবে আলঝেইমারস রোগের কথা বলা যায়। এই রোগের ফলে যেখানে রোগীর মগজে পরিবর্তন আসে। ফলে তার ভাবনা ও স্মরণশক্তি স্বাভাবিক অবস্থায় বয়স বাড়লে যে পরিবর্তন হয়, তার চেয়ে অনেক বেশি হ্রাস পায়। এটি হলো ষাটোর্দ্ধ বয়সের মানুষের সবচেয়ে সাধারণ ডেমেনসিয়ার রূপ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অত্যন্ত বিরল এলিলসমূহ আলঝেইমারস রোগ সৃষ্টির পেছনে ভূমিকা রাখে। বলা বাহুল্য, সাধারণ অনেক জিনের এলিলসমূহ নানা রকম রোগের ঝুঁকি বাড়িয়ে তোলে। পরিবেশগত ফ্যাক্টর যেমন বিষাক্ত পদার্থের কারণেও বয়ঃপ্রাপ্তির সময় বেশি প্রভাব দেখা যায়। প্রোগেরিয়া নামে বিরল এক রোগ আছে। এর কারণে দেহের টিস্যু স্বাভাবিকের চেয়ে সাত গুণ দ্রুত বয়ঃপ্রাপ্ত হয়। এ রকম ক্ষেত্রে ২০ বছরের কম যার বয়স, তাকে দেখতেও অনেক বয়স্ক লাগে।

বিজ্ঞানীরা অবশ্য বলছেন, রোগ সৃষ্টির পেছনে যেসব জিন রয়েছে তারা নয় বরং কিছু জিনই বয়ঃবৃদ্ধির বিষয়গুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে। এ রকম ধারণা তাঁরা দুই রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে পেয়েছেন। অন্যান্য জীবে পরিচালিত গবেষণা আর কোনো কোনো মানব পরিবারের সদস্যদের দীর্ঘ জীবনকাল অর্জন করার বিষয় থেকে তাঁরা এ ধারণা করেছেন। ইস্ট এবং গোলকৃমি নিয়ে পরিচালিত এক গবেষণা দেখা গেছে, ১০টির বেশি জিন দীর্ঘজীবন এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার সঙ্গে জড়িত। অতিসম্প্রতি ফল-মাছির ওপর পরিচালিত এক গবেষণা থেকেও একই রকম জিনের অস্তিত্ব জানা গেছে। এদের সঠিক কাজ কী, সেটি এখনো জানা যায়নি। তবে এদের এক বা একাধিক জিন যে বিপাকীয় হার কমিয়ে দেয়, তা বোঝা গেছে। ইঁদুর নিয়ে পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা গেছে যে খাদ্য গ্রহণ কমানো হলে বিপাক হ্রাস পায় আর তাতে বাড়ে জীবনকাল। মানুষে সরাসরি এ রকম জিনের সন্ধান লাভ করা প্রায় অসম্ভব। কারণ, মানুষের দীর্ঘজীবন লাভের ওপর জিনের যে প্রভাব, তা পরীক্ষামূলকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। ফলে দীর্ঘজীবন লাভের ওপর জিনের প্রভাব জানতে হলে নানা রকম ব্যাপক পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা পরিচালনার প্রয়োজন রয়েছে। দীর্ঘজীবন লাভকারী বহু ব্যক্তির ওপর গভীর পর্যবেক্ষণ করে তাঁদের জীবনাচরণ, চিকিতার ইতিহাস এবং শেষ পর্যন্ত বংশগতির কী কী বিষয় তাঁদের সবার একই রকম রয়েছে, তা বিবেচনা করার প্রয়োজন রয়েছে। শতবর্ষী মানুষের ওপর অনেক পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। সেসব পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, ৯০ বছরের বেশি জীবনকালের সঙ্গে অনেক জিনের ভিন্নতা রয়েছে। যেমন দেহের প্রতিরক্ষা সিস্টেমের হিউম্যান লিউকোসাইট অ্যান্টিজেন, অ্যাপোলিপোপ্রোটিন, অ্যানজিওটেনসিন কনভার্টিং এনজাইম, প্লজমিনোজেন অ্যাকটিভেটিং ইনহিবিটর ও। (PAI১) এবং P৫৩- এর সম্পর্ক জড়িত। এসব জিনের কিছু রূপ যেমন: APOE– ACE এবং P৫৩ যথাক্রমে আলঝেইমারস রোগ, হৃৎপিণ্ডের রোগ এবং ক্যানসারের ঝুঁকির সঙ্গে জড়িত।

মানুষের দেহকোষে নিউক্লিয়াসের বাইরেও মাইটোকন্ড্রিয়ায় রয়েছে ডিএনএ এবং জিন। প্রতিটি মানবকোষে রয়েছে একাধিক মাইটোকন্ড্রিয়া। আবার প্রতিটি মাইটোকন্ড্রিয়ায় রয়েছে একাধিক মাইটোকন্ড্রিয়াল ডিএনএ (mtDNA)। মাইটোকন্ড্রিয়া হলো কোষের 'শক্তিঘর'। কারণ, মাইটোকন্ড্রিয়া চিনি, চর্বি এবং অন্যান্য জ্বালানি অক্সিজেনের সাহায্যে দহন করে শক্তি উতাদন করে থাকে। অক্সিডটিভ ফসফোরাইলেশন প্রক্রিয়ায় মানবকোষের মাইটোকন্ড্রিয়াতে অধিকাংশ শক্তি উতাদিত হয়। এই প্রক্রিয়ায়, মাইটোকন্ড্রিয়ার ভেতরের ঝিল্লির ভেতরে থাকা সিরিজ প্রোটিন কমপ্লেক্সের মধ্য দিয়ে ইলেকট্রন পরিচলিত হয়। এসব ইলেকট্রন পরিচলন শক্তি অবমুক্ত করে। সেই ঝিল্লির মধ্যে সংরক্ষিত থাকে এবং ADP-কে ATP-তে রূপান্তরের জন্য ব্যবহৃত হয়। অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন বিষাক্ত অক্সিজেনকে জলেতে রূপান্তরের কাজটি করে। এটাই মানুষের জন্য একটি প্রতিরক্ষামূলক জীবজ সুবিধা দেয়। আবার এই অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন মানুষের ক্ষতির কারণও হয়। এ প্রক্রিয়ায় তৈরি হয় রি---অ্যাকটিভ অক্সিজেন স্পিসিস। যেমন: সিঙ্গলেট অক্সিজেন ও হাইড্রোক্সাইল মূলক। এগুলো কোষের ভেতরকার জাতীয় পদার্থ, প্রোটিন এবং DNA-এর ক্ষতি করে।

ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইনের মধ্য দিয়ে পরিবাহিত প্রায় শতকরা ২ ভাগ ইলেকট্রন থেকে রি---অ্যাকটিভ অক্সিজেন স্পিসিস উতাদন করে। দেহে কোনো রোগ দেখা দিলে বা বয়ঃপ্রাপ্তি ঘটলে প্রচুর পরিমাণ রি---অ্যাকটিভ অক্সিজেন স্পিসিস উতাদিত হয়, যা কোষের সামগ্রিক অবনতি ঘটায় এবং বয়স বৃদ্ধির প্রক্রিয়ারও তাতর্যপূর্ণ একটি ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে।

দেহে উৎপাদিত মুক্ত মূলকগুলোর ক্ষতিকারক প্রভাব কাটিয়ে ওঠার জন্য দেহের নিজস্ব প্রতিরক্ষাব্যবস্থা রয়েছে। দেহের কোনো কোনো ব্যবস্থা মুক্তমূলক তৈরিতে বাধা দেয়। ক্যাটালেজ, গ্লুটাথিওন পাব ---অক্সিডেজ দেহে উৎপাদিত এসব এনজাইম এ ধরনের কাজ করে। দেহের আরেক রকম প্রতিরক্ষাব্যবস্থা আছে। এরা মুক্তমূলক থেকে আরও মুক্তমূলক তৈরি হওয়ার যে প্রবণতা রয়েছে, সেটাতে বাধা দেয় বলে মুক্তমূলক থেকে মুক্তমূলক উৎপাদনবাহিত হয়। সুপার---অক্সাইড ডিসমিউটেজ, ভিটামিন ই, ইউরিক অ্যাসিড এসব এনজাইম এবং উপাদান শেষোক্ত কাজগুলো করে। মানুষের বয়স যত বাড়তে থাকে, মুক্তমূলক উতাদনে বাধা দেওয়া প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ক্রমেই দুর্বল হতে থাকে বলে মুক্তমূলক উৎপাদন দিন দিন বাড়তে থাকে। ফলে বয়ঃপ্রাপ্তি সংঘটিত হয় এবং দেহে বয়ঃপ্রাপ্তির নানা মাত্রার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

বয়স বাড়লে মুক্তমূলক বাড়ে বলে মানুষকে অ্যান্টি---অক্সিডেন্টসমৃদ্ধ খাবার গ্রহণ করতে হয়। নানা রকম রঙিন শাকসবজি ও ফলমূলে প্রচুর পরিমাণ অ্যান্টি---অক্সিডেন্ট উপাদান বিদ্যমান রয়েছে। এক রকম নয় বরং প্রতিদিন খাবারের সঙ্গে নানা রকম রঙিন শাকসবজি ও ফলমূল খেলে অর্থাৎ নানা রকম অ্যান্টি---অক্সিডেন্ট গ্রহণ করলে মুক্ত মূলকের আগ্রাসন হ্রাস পাবে এবং দেহ সতেজ থাকবে। এতে যে বয়ঃপ্রাপ্তি বন্ধ হয়ে যাবে, তা নয়, তবে দেহের সতেজতা ধরে রাখতে এবং সুস্থ---সবল জীবনযাপনের জন্য অ্যান্টি---অক্সিডেন্টসমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণ বয়স বাড়ার সঙ্গে অতি জরুরি।

মানুষের বয়ঃবৃদ্ধি এবং এর সঙ্গে জড়িত শারীরিক পরিবর্তনের একাধিক কারণ বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি উদ্ঘাটন করতে পেরেছেন। বয়স বাড়ার কারণে মানুষের যেসব শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন ঘটে, তা প্রায় একই রকম। মানুষের দৈহিক ও মানসিক পরিবর্তনের যেসব কারণ রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে, তার একটি হলো কোষের মধ্যস্থ ডিএনএর ক্ষয়। ডিএনএকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য প্রতিটি ডিএনএ অণুর প্রান্তে রয়েছে একেকটি ক্যাপ বা ঢাকনা। এসব ক্যাপই ডিএনএ অণুকে সুরক্ষিত রাখে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই ক্যাপ বা ঢাকনার ক্ষয় হতে থাকে। তাই এরা ক্রোমোজোমগুলোর দিতে পারে না। আমাদের দেহের মধ্যে অসংখ্য কোষ রয়েছে। এসব কোষের কাজের বিভাজন রয়েছে। সব কোষের আচরণ একই রকম নয়, তবে তা স্থানভেদে সুনির্দিষ্ট। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ডিএনএর মধ্যে থাকা জিনের প্রকাশে ক্রমেই খানিক পরিবর্তন ঘটতে থাকে। এর ফলে কোষের আচরণও পাল্টে যেতে থাকে। মানুষের দেহে কোনো কোষের ক্ষয় পূরণের জন্য নতুন নতুন কোষ সৃষ্টি হয়। বয়স বাড়লে কোষের সংখ্যা বৃদ্ধি করার ক্ষমতা হ্রাস পায়। দেহের ভেতর শর্করা বা চর্বিজাতীয় খাদ্য পরিপাকের মাধ্যমে দেহে প্রয়োজনীয় শক্তি উৎপাদিত হয়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেহের পরিপাক করার ক্ষমতা কমতে থাকে। দেহে শক্তির কারখানা হলো কোষের মাইটোকন্ড্রিয়া। বয়স বাড়তে থাকলে মাইটোকন্ড্রিয়ার কর্মক্ষমতা হ্রাস পেতে থাকে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেহের স্টেমসেলের শক্তি কমতে থাকে। ফলে এদের পুনরুতাদনক্ষমতা হ্রাস পায়। স্টেমসেল হলো অপরিস্ফুরিত কোষ, যা থেকে বিশেষায়িত পরিস্ফুরিত কোষ সৃষ্টি হয়। তা ছাড়া দেহের কোষগুলোর মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ রক্ষা করার কৌশল বিদ্যমান থাকে।

সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে স্থায়ী চাকরির পরিসর

প্রবীর মজুমদার

সেটার ফর মনিটরিং ইন্ডিয়ান ইকোনমি (CMIE)-র অনুসারে ভারতে ২০২২ সালের মে থেকে জুন মাসের মধ্যে কাজ হারিয়েছেন ১.৩ কোটি মানুষ। মে মাসে ভারতে ৪০.৩ কোটি উপার্জনকারী ছিলেন। জুন মাসে তা কমে দাঁড়িয়েছে ৩৯ কোটিতে। গ্রামীণ ক্ষেত্রে রোজগার হারিয়েছেন ৮০ লক্ষ মানুষ, ২৫ লক্ষ মাস মাইনের মানুষ কর্মসংস্থান হারিয়েছেন। বাকিটা অসংগঠিত ক্ষেত্রে। ভারতে মোট কর্মহীন ৭.৮ শতাংশ । কর্মহীনের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি বেড়েছে অসম, হরিয়ানা এবং রাজস্থানে। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কর্মসংস্থানহীন রাজাগুলি হল বিহার, তেলেঙ্গানা এবং হিমাচলপ্রদেশ। রাজাগুলোর কর্মসংস্থানের অবস্থা বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যাবে, ভারতের কর্মসংস্থানের হার গত দশ বছর ধরেই উত্তরোত্তর খারাপ হয়েছে এবং তার পিছনে নরেন্দ্র মোদি সরকারের শ্রমনীতির বিরাট অবদান। তার উপরে ক্রমাগত সরকারি সংস্থা বেচে দেওয়ার প্রবণতা ভারতের নির্মাণ ক্ষেত্রকে দুর্বল করেছে। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে ভারতীয় রেল ৩৯, ০০০ রেলগাড়ির চাকা চিন থেকে আমদানি করার বরাত দিয়েছে। অবস্থা অনেকটা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মতোই। ভারত থেকে লৌহ আকরিক যাবে সারা বিক্রি হবে! ভারতের আমদানি শুধু জুন ২০২২-এই ৫.৩ লক্ষ কোটি টাকায় গিয়ে পৌঁছেছে, যা সর্বকালীন রেকর্ড। রফতানি ৩.২১ লক্ষ কোটির। অর্থাৎ ঘাটতি ২ লক্ষ কোটি টাকার বেশি। টাকার রেকর্ড দামের পতন সেই কারণেই। এই অর্থনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। একদিকে কোম্পানিগুলি কর্মী সংকোচন করে মুনাফা বাড়িয়ে শেয়ার মার্কেটে নিজেদের শেয়ারের দাম চড়িয়ে দেখাবে এবং ভারতীয় ব্যাঙ্ক গুলো থেকে টাকা নিয়ে তাদের দেউলিয়া করে ছাড়বে। অন্যদিকে কর্মী সংকোচন ভারতীয়দের ক্রয়ক্ষমতা কমিয়ে দিচ্ছে। ভাল, সেখানে কিছু হাইওয়ে, বড় বড় মল ইত্যাদি তৈরির মাধ্যমে কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে। কিন্তু সেগুলো স্থায়ী কর্মসংস্থানের জায়গা নয়। সেতু ও হাইওয়ে (এবং বিমানবন্দর) তৈরির যে উন্নয়ন মডেল নরেন্দ্র মোদি সরকার আমাদের সামনে পেশ করেছে, তাতে পরিকাঠামোর বাহুল্যে ভারত অচিরেই শ্রীলঙ্কায় পরিণত হয়ে যাবে কিনা, সেই আশঙ্কা থাকছেই। এই সময়ে কিছু প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন চলে আসছে। ১) ভারতে নির্মাণের জোয়ার আনার জন্য "মেক ইন ইন্ডিয়া" স্লোগান এখন আর মোদির মুখে শোনা যায় না কেন? ২) ভারতের নিরাপত্তার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ বন্দর ও বিমানবন্দরগুলো আদানি গোষ্ঠীর হাতে কেন? ৩) অগপথের মতো প্রকল্প গ্রামীণ কর্মসংস্থান এবং গ্রামীণ অর্থনীতির ক্ষতি করবে না? বিশেষ করে ইতিমধ্যেই যেসব রাজ্যে কর্মসংস্থানের অবস্থা খারাপ? তৃতীয় প্রশ্নটা কেন অত্যন্ত জরুরি, তা একটু তলিয়ে দেখা যাক। মোদি সরকার মনে করে, কারোর কাছে ১০-১২ লক্ষ টাকা পুঁজি থাকলেই সে স্বাধীন ব্যবস্থা করতে পারে। কিন্তু ঘটনা তা নয়। মোদির নিজের রাজ্য গুজরাতে যে ধরনের ছোট ব্যবসা করার সংস্কৃতি আছে, তা বাকি ভারতে নেই। কেন্দ্রীয় সরকারের বনু বিজ্ঞাপিত প্রকল্পের নাম "অগ্নিপথ সেনা নিয়োগ প্রকল্প। এই প্রকল্পের মাধ্যমে স্থল, আকাশ ও নৌসেনা নিয়োগ হবে। একথা কারও অজানা নয়, ভারতে সরকারি চাকরির প্রধান দুই উৎস সেনাবাহিনী ও ভারতীয় রেল। নয়া উদারনৈতিক অর্থনীতির নিয়ম মেনে রেলের যে কর্পোরেটকরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে তাতে রেলের শুন্যপদের সংখ্যা ধীরে ধীরে অবলুপ্ত করে দেওয়া হচ্ছে। শুধু বিগত দুই বছরে কেলে ২ লক্ষ পদ চিরকালের জন্য বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে। এই অবস্থায় সাধারণ যুবকদের কাছে সেনাবাহিনীই একমাত্র ভরসার জায়গা রয়েছে। শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত শ্রেণির লোকেরা যতই সেনার চাকরিকে দেশপ্রেমের মোড়কে গৌরবান্বিত করার চেষ্টা করুক না কেন, আদতে এইসব পরিবারের সন্তানরা কেউই সাধারণ সৈনিকের কাজ করেন না। ভারতে সন্তানেরা, কারণ অন্য চাকরির সুযোগ তাদের কাছে খুব একটা অবশিষ্ট থাকে না। আর এই চাকরির ক্ষেত্রে উচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতার চেয়ে অনেক বেশি দরকার শারীরিক সক্ষমতা। সেনার চাকরি এই গরিব মানুষদের কাছে এক আর্থিক নিরাপত্তা ও সামাজিক সম্মানের প্রতীক। যারা গ্রামভারতের অবস্থা সম্পর্কে কণামাত্র অবহিত, তারা জানে হাজার বলে দীর্ঘদিন ধরে কঠোর শারীরিক অনুশীলন করে। আমরা যদি প্রতিবাদের ভরকেন্দ্রগুলি সেক্ষেত্রে অগ্নিপথ প্রকল্পে সেনাবাহিনীতে কাজ করে অবসর নেওয়া ব্যক্তির টাকা ভুল জায়গায় খরচ হয়ে যেতেই পারে। তার উপরে রোজগারের কোনও গ্যারান্টি নেই। কারণ ইতিমধ্যে অবসরপ্রাপ্ত সেনাবাহিনীর সম্ভব হয়নি। নতুনদের কী করে হবে? এই মুহূর্তে ভারতে কর্মসংস্থানের চিত্রটাও অনুঘটকের কাজ করেছে। গত পঞ্চাশ বছরে বেকারির হার সর্বোচ্চ। জিএসটি, কোভিড, বিমুদ্রীকরণ পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। সমস্ত পাবলিক সেক্টরে নতুন নিয়োগের ওপর অঘোষিত নিষেধাজ্ঞা জারি রয়েছে। এই অবস্থায় কর্মসংস্থানের একটা বড় উৎসকে ঠিকাকরণের এই পরিকল্পনাকে যুবসমাজ প্রত্যাখ্যান করবে এটাই স্বাভাবিক। এই প্রকল্পের একটা অঘোষিত উদ্দেশ্য হল পেনশন ও আনুষঙ্গিক খরচ কমানো। নয়া উদারবাদী অর্থনীতির নিয়ম মেনে স্থায়ী চাকরিকে ঠিকাকরণে রূপান্তরের যে পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় ও রাজ্যস্তরে নেওয়া হয়েছে, অগ্নিপথ তার আরেকটি প্রয়োগ মাত্র। ভারতের অর্থনীতি স্থায়ী সরকারি ও বেসরকারি খাতের চাকরি থেকে চুক্তিভিত্তিক চাকরি এবং স্ব-কর্মসংস্থানে চলে যাচ্ছে। স্থায়ী চাকরির পরিসর ধীরে ধীরে সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে। ভারতের গড় চুক্তিকর্মী মাসে মাত্র ১৮০০০ টাকা আয় করে, যেখানে মানুষের মাথাপিছু গড় আয় ১৫০০০ টাকার কম। স্বনিযুক্তদের একটা বড় অংশ মাসে মাত্র ৬০০০ থেকে ৭০০০ টাকা আয় করে। এই কারণেই মাথাপিছু আয়ের নিরিখে ভারতের স্থান ১৯৪টি দেশের মধ্যে ১৪৪তম! গত ৫০-৬০ বছরে ক্ষুদ্র, মাঝারি এবং সমবায়ভিত্তিক শিলের মাধ্যমে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির ফলে ভারতের ৮৫ শতাংশ দরিদ্র মানুষের জীবনযাত্রার মান কিছুটা হলেও উন্নত হয়েছিল। কিন্তু বিজেপি সরকার তার স্বৈরাচার, ভুলভাবে জিএসটি আরোপ, নোটবন্দিকরণ এবং একের পর এক জনবিরোধী নীতির মাধ্যমে মাত্র আট বছরে এই পুরো ব্যবস্থাটাকে ধ্বংস করে দিয়েছে। চিত্র মোদি সরকারের যে রূপ তুলে ধরছে, তা মোদি সরকারকে কেন্দ্র করে সংবাদমাধ্যমের তৈরি ভাষ্যের থেকে ঢের আলাদা। অর্থনীতির গভীর রোগকে প্রচারের মোড়কে ঢেকে রাখা হচ্ছে। যা একদিন না একদিন দৈত্যাকার সংকট হয়ে দৃশ্যমান হবেই এবং সেদিন সবাইকে গেরুয়া বসনে মুড়ে দিলেও অরাজকতা আটকানো যাবে না।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

নতুন যুগের সূচনা, ইন্ডিয়া গেটে ”কর্তব্য পথ” উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : সেন্ট্রাল ভিস্তা পুনঃউন্নয়ন প্রকল্পের অংশ হিসাবে বৃহস্পতিবার ইন্ডিয়া গেটে ”কর্তব্য পথ” উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।
উদ্বোধনের আগে প্রধানমন্ত্রী মোদী পুনর্নির্মাণ প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত কর্মীদের সাথে আলাপচারিতা করেন এবং তাদের বলেন, তিনি ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসের প্যারেডের জন্য সেন্ট্রাল ভিস্তা পুনর্নির্মাণ প্রকল্পে যারা কাজ করেছেন তাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাবেন। তিনি পরিমার্জিত সেন্ট্রাল ভিস্তা অ্যাভিনিউতে একটি প্রদর্শনীও দেখেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী আজ ইন্ডিয়া গেটের কাছে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর একটি বিশাল মূর্তিও উন্মোচন করেছেন। ২৮ ফুট উচ্চতার জেট ব্ল্যাক গ্রানাইট মূর্তিটি ইন্ডিয়া গেটের কাছে ক্যানোপির নীচে স্থাপন করা হবে। বছরের পর বছর ধরে রাজপথ এবং সেন্ট্রাল ভিস্তা অ্যাভিনিউর পার্শবর্তী অঞ্চলগুলি পরিকাঠামোর উপর চাপ সৃষ্টি করে। পিএমও বলেছে, এতে পাবলিক টয়লেট, পানীয় জল, রাস্তার আসবাবপত্র এবং পর্যাপ্ত পার্কিংয়ের মতো মৌলিক সুবিধার অভাব রয়েছে। তদুপরি, অপর্যাপ্ত সাইনবোর্ড, জলের বৈশিষ্ট্যগুলির দুর্বল রক্ষণাবেক্ষণ এবং এলোমেলো পার্কিং ছিল। দীর্ঘ ২০ মাস পর সংসদ ভবন সংলগ্ন বিজয় চক থেকে ইন্ডিয়া গেট পর্যন্ত ৩ কিলোমিটার দীর্ঘ রাজপথ খুলতে চলেছে। এর নামই হয়েছে ‘কর্তব্য পথ’। সাধারণ মানুষের চলাফেরার জন্য মোট সাড়ে ১৬ কিলোমিটার ঝকঝকে রাস্তা নতুন করে তৈরি করা হয়েছে। আমজনতার জন্য ‘কর্তব্য পথ’ খোলা হবে ৯ সেপ্টেম্বর। ১২০০ গাড়ি পার্কিং করা যাবে সেখানে।

রানি এলিজাবেথের স্বাস্থ্য নিয়ে শঙ্কা

লন্ডন, ৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : ভাল নেই রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ। তার শারীরিক অবস্থা ভাল না থাকার কথা জানিয়ে বৃহস্পতিবার বাকিংহাম প্যালেস এক বিবৃতিত দেয়। সেখানে বলা হয় স্কটল্যান্ডে চিকিৎসা তত্ত্বাবধানে আছেন ৯৬ বছরের রানি। রানির শারীরিক অবস্থার খবরে উদ্বিগ্ন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লিজ ট্রাস। উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বিরোধী লেবার পার্টিও।
বৃহস্পতিবার বাকিংহাম প্যালেস এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ব্রিটেনের সবচেয়ে বেশি সময় ক্ষমতায় থাকা রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ স্কটল্যান্ডের বালমোরাল দুর্গে গ্রীষ্মকালীন ছুটি কাটাচ্ছেন। সেখানে তিনি ভালই ছিলেন। বৃহস্পতিবার সকালে রানির স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর চিকিৎসকরা উদ্বেগ জানান। ব্রিটিশ রানিকে তারা তত্ত্বাবধানে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। প্রিন্স চার্লস এবং দ্য ডাচেস অফ কর্নওয়াল ক্যামিলা বালমোরালে গেছেন। প্রিন্স উইলিয়াম শিগগিরই সেখানে পৌঁছাবেন।
প্রসঙ্গত, দুই দিন আগে মঙ্গলবার বালমোরাল দুর্গে কনজারভেটিভ নেতা লিজ ট্রাসকে প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ দেন রানি। প্রথা অনুযায়ী, বাকিংহ্যাম প্যালেস থেকে এই আয়োজন করা হলেও, রানির ৭০ বছরের শাসনামলে এবারই প্রথম স্কটল্যান্ড থেকে নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করতে হয়। কারণ হিসেবে বলা হয়, হাঁটাচলায় সমস্যা দেখা দেয়ায়, ভ্রমণের ঝক্কি নিতে চাচ্ছেন না রানি।
রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের অসুস্থতার খবরে টুইটে নতুন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লিজ ট্রাস লেখেন, ‘গোটা জাতি রানির শারীরিক অবস্থার খবরে উদ্বিগ্ন হবে। ‘আমি এবং ইংল্যান্ডের সব মানুষ মহামান্য রানি এবং তার পরিবারের পাশে আছি।’ এ খবরে বিরোধী লেবার পার্টির নেতা কেয়ার স্টারমার উদ্বেগ জানিয়ে দ্রুত রানির সুস্থতা কামনা করেছেন।

চ্যাংরাবান্ধা স্টেশন পরিদর্শন করলেন রেলের আলিপুরদুয়ারের ডিআরএম

চ্যাংরাবান্ধা, ৮ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : কোচবিহার জেলার চ্যাংরাবান্ধা স্টেশন পরিদর্শন করলেন রেলের আলিপুরদুয়ারের ডিআরএম দিলীপ কুমার সিং। বৃহস্পতিবার স্টেশন পরিদর্শনে তাঁর সঙ্গে রেলের অন্য কর্মকর্তারাও ছিলেন। এদিন তিনি চ্যাংরাবান্ধা স্টেশন ঘুরে রেলের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে খোঁজ খবর নেন। স্টেশন চত্বরে রেলের পড়ে থাকা জায়গায় বেশকিছু পরিকাঠামো গড়ার পরিকল্পনা নিয়েছে রেল। সেখানে গুদাম ঘর, একসঙ্গে অনেকগুলি ওয়াগন যাতে দাঁড় করিয়ে রাখা যায় সেইজন্য নতুন করে আরও লাইন পাতা ইত্যাদি কাজ করা হবে। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী ইতিমধ্যেই রেলের পড়ে থাকা নিচু জায়গা মাটি দিয়ে ভরাট করে উঁচু করার কাজ শুরু হয়েছে। এই কাজও এদিন ঘুরে দেখেন ডিআরএম। সম্প্রতি রেলের প্যাসেঞ্জার সার্ভিস কমিটির একটি প্রতিনিধি দল সীমান্তের এই রেলস্টেশন পরিদর্শন করে এক্সপোর্ট হাব গড়ে ওঠার সম্ভাবনার কথা বলেছিলেন। এরপরেই এদিন ডিআরএমের সীমান্তের এই স্টেশন পরিদর্শনের বিষয়টি নিয়ে আশার আলো দেখছেন চ্যাংরাবান্ধা সীমান্তের মানুষজন।

হাইলাকান্দিতে মায়ের গলা চেপে খুন ছেলের

হাইলাকান্দি (অসম), ৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : নৃশংস এক হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে হাইলাকান্দিতে। দত্তক পুত্রের হাতে করুণ মৃত্যু হয়েছে মায়ের। মায়ের গলা চেপে শ্বাস রুদ্ধ করে খুন করেছে দত্তক-পুত্র ত্রিদীপ দেবরায়। নৃশংস এই হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হয়েছে আজ বৃহস্পতিবার সকালে হাইলাকান্দি জেলা সদরের টোলরোড এলাকায়। জানা গেছে, টোলরোডের এক ভাড়া বাড়িতে বহু বছর থেকে দত্তক-পুত্র ত্রিদীপকে নিয়ে বসবাস করছিলেন হাইলাকান্দি জেলা কোষাগারের অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী জয়শ্রী দেবরায়। গত ২০২০ সালে অবসর গ্রহণ করেছিলেন জয়শ্রী। তাঁর স্বামী দিলীপ দেবরায় কর্মসূত্রে বসবাস করেন অন্যত্র। নিঃসন্তান দেবরায় দম্পতী মাত্র চারদিনের শিশুকে দত্তক নিয়ে যত্ন সহকারে লালন-পালন করছিলেন। কিন্তু গত কয়েক বছর থেকে এই দত্তকপুত্র নানা কারণে জবরদস্তি মায়ের কাছ থেকে কাড়ি কাড়ি টাকা নিত। ত্রিদীপের এ ধরনের অত্যাচারের কথা মা জয়শ্রী তাঁর আত্মীয়স্বজনকেও অবগত করেছিলেন। অনেকেই বলছেন, বিকম তৃতীয় সেমিস্টারের ছাত্র ত্রিদিপ ড্রাগ ও বিভিন্ন ধরনের জুয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছিল। এদিকে, আজ বৃহস্পতিবার সকালে প্রতিবেশীরা তাদের ঘরে জয়শ্রী দেবরায়ের নিথর দেহ পড়ে রয়েছে দেখে তাঁর আত্মীয়স্বজন এবং সদর থানায় খবর দেন। আটকে রাখেন ছেলে ত্রিদীপকে। খবর পেয়ে দলবল নিয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পুলিশ। পুলিশ প্রথমে ত্রিদীপকে আটক করে জেরার পাশাপাশি তদন্ত শুরু করে। তাঁরা মৃতদেহের কাছে একটি নাইলনের রশি উদ্ধার করেন। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জয়শ্রীদেবীকে গলা চেপে খুন করা হয়েছে বলে ধারণা করছে। অন্যদিকে ছেলে ত্রিদীপ দেবরায়ের শরীরে নখের আঁচড় স্পষ্ট রয়েছে। এতে পুলিশের ধারণা, মায়ের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করেছে ছেলে। ইতিমধ্যে ত্রিদীপ দেবরায়কে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাইলাকান্দির সন্তোষকুমার রায় অসামরিক হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ।

‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থাকতে দিল্লির কাছে বাংলা হাত পাতবে না’, জানালেন অভিষেক

কলকাতা, ৮ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : বছর ঘুরলেই পঞ্চায়েত ভোট। ফলে তৃণমূলের এই অধিবেশন থেকেই পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু হয়ে যাচ্ছে। এদিন সেই মঞ্চ থেকেই সুর চড়ালেন তৃণমূল নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে বলেন, “মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থাকতে দিল্লির কাছে বাংলা হাত পাতবে না।”
এ ছাড়াও অভিষেক এ দিন বলেন-
* বদলা নেব আগামী পঞ্চায়েত ও লোকসভা নির্বাচনে।
* দিল্লির জল্লাদদের কাছে মাথা নত করব না”।
* বিজেপির জল্লাদ হার্মাদরা এক হয়েছে।
* সিপিএমের কুৎসা করে লাভ হবে না।
* গুজরাতে ৩ হাজার কোটির মূর্তি হলে দুর্গাপুজোয় অনুদান নয় কেন?
* ”মুখ্যমন্ত্রী লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পকে অপমান করছে বিজেপি”
* পেট্রোল-ডিজেলের দাম লিটার প্রতি ১০০ টাকা ছাড়িয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটাকা চাপায়নি কারও উপর।
* দেশের মধ্যে সবথেকে সুরক্ষিত শহর কলকাতা। অমিত শাহর দফতরের রিপোর্টই একথা বলছে।
* অমিত শাহ জাতীয়তাবাদের কথা বলেন, তাঁর ছেলে জাতীয় পতাকা ধরতে অস্বীকার করেন।
* অমিত শাহর উচিত ছেলেকে ত্যাজ্যপুত্র করা।
* অমিত শাহ তৃণমূলকে ভয় করে। সেইজন্যই ইডি-সিবিআই দেখিয়ে ধমকে চমকে দমিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন।
* দিলীপ ঘোষরা কেন্দ্রকে বাংলার বরাদ্দ দিতে বারণ করছেন।
* তৃণমূলে ১ নম্বর, ২ নম্বর, ৩ নম্বর বলে কেউ নেই।
পঞ্চায়েত নির্বাচনে বাংলাকে বিরোধীশূন্য করতে হবে। সরাসরি এমন আহ্বান জানিয়েও দলীয় কর্মীদের সতর্ক করে দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে বুথকর্মীদের নিয়ে তৃণমূলের বিশেষ সম্মেলনে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বুঝিয়ে দেন, জোর করে ভোটে জেতা নয়, গণতান্ত্রিক পথেই জয় চাই। শুধু পঞ্চায়েত নয়, পরের লোকসভা ভোটেও সেই পথেই কর্মীদের হাঁটার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।
বৃহস্পতিবার অভিষেক বলেন, “গণতান্ত্রিক ভাবে বিরোধীশূন্য করতে হবে। ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত ও ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটে সেই কাজ আমাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে করতে হবে। নেত্রী (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) আগেই স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন, সুষ্ঠু, অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করতে হবে। তাই আমাদের সেই পথে চলেই বিজেপিকে জবাব দিতে হবে।”নেতাজি ইন্ডোরে তৃণমূলের এই বিশেষ সাংগঠনিক অধিবেশনে পঞ্চায়েত থেকে রাজ্যস্তর পর্যন্ত নেতা ও পদাধিকারীদের আমন্ত্রণ জানানো হয়।

বিশ্ব ফিজিও থেরাপি দিবস রাজ্যেও পালন করা হয়েছে। ছবি নিজস্ব।

বিভিন্ন দাবীতে আগরতলায় সিপিএমের মিছিল। ছবি নিজস্ব।

সর্বকালীন রেকর্ড, চার মাসেই আমেরিকার ভিসা পেলেন ৮২ হাজার ভারতীয় পড়ুয়া

নয়াদিল্লি, ৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : করোনাকাল কাটিয়ে ভারতীয় পড়ুয়াদের আমেরিকার কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যাওয়ার হিড়িক। বিগত চার মাসে সর্বাধিক ভিসা পেলেন ভারতীয় পড়ুয়ারা। নয়াদিল্লির আমেরিকা দূতাবাস সূত্রে জানা গিয়েছে, চলতি বছরে এখনও পর্যন্ত প্রায় ৮২ হাজার ভারতীয় পড়ুয়া সে দেশে পড়তে যাওয়ার ভিসা পেয়েছেন। যা এই সময়সীমার মধ্যে সর্বকালীন রেকর্ড।
আমেরিকান দূতাবাস সূত্রে দাবি, এ বছর মে থেকে অগস্ট পর্যন্ত যে ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রীরা আমেরিকার ভিসা চেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ৮২ হাজার জনের আবেদন মঞ্জুর হয়েছে। নয়াদিল্লির আমেরিকা দূতাবাস এবং কলকাতা, মুম্বই, হায়দরাবাদ ও চেন্নাইয়ে আমেরিকার কনস্যুলেট থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে এ কথা জানিয়েছেন ভারতে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত প্যাট্রিসিয়া ল্যাসিনা।
করোনার কারণে গোটা বিশ্বেই নেতিবাচক প্রভাব পড়েছিল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে। ভারত থেকে প্রতি বছর উচ্চশিক্ষা নিতে আমেরিকায় যান বহু পড়ুয়া। কিন্তু করোনা আবহের কারণে তাতে ছেদ পড়েছিল। এর পর গত বছরের গোড়ায় করোনার দ্বিতীয় ঢেউ আছড়ে পড়ার পর প্রশ্ন উঠেছিল, কত জন ভারতীয় পড়ুয়াকে ভিসা দেবে আমেরিকা। কিন্তু গত শিক্ষাবর্ষে নতুন রেকর্ড গড়ে ১ লক্ষ ৭৭ হাজার ছাত্র-ছাত্রীকে ভিসা দেওয়া হয়েছিল। এর মধ্যে প্রথম চার মাসে ভিসা পেয়েছিলেন প্রায় ৫৫ হাজার। প্যাট্রিসিয়া জানান, প্রাথমিক প্রবণতা বলছে এ বছর সামগ্রিক ভাবেই গত বারের রেকর্ড ভেঙে যাবে। তিনি বলেন, “আমেরিকায় পড়তে যাওয়ার ভিসা পাওয়া বিদেশি পড়ুয়াদের মধ্যে ২০ শতাংশই ভারতীয়।”

কংগ্রেস ছাড়া বিরোধী জোট সম্ভব নয়, আঞ্চলিক দলগুলিকে কটাক্ষ চিদম্বরমের

নয়াদিল্লি, ৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : জেডিইউ নেতা তথা বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার যখন বিজেপি বিরোধী জোট গঠনের জন্য উদ্যোগী হয়েছেন, ঠিক তখনই দেশের আঞ্চলিক দলগুলিকে ঠুকলেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পি চিদম্বরম। চিদম্বরম বলেন, কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে কোনও বিজেপি বিরোধী ফ্রন্ট হতে পারে না। কারণ আঞ্চলিক দলগুলি এক রাজ্য ভিত্তিক।
কংগ্রেস নেতার আরও দাবি, কোনও আঞ্চলিক দল ৪৮ টির বেশি আসনে জিততে পারবে না। চিদম্বরম বলেন, যে কোনও রাজনৈতিক নেতা নিজের মতো করে উদ্যোগ নিতে পারেন। কিন্তু তাঁকে অঙ্কটা মাথায় রাখতে হবে।
নীতিশ কুমার গত তিনদিন ধরে দিল্লিতে একাধিক বিরোধী নেতার সঙ্গে বৈঠক করেন। কংগ্রেস, সিপিএম, সিপিআই, সিপিআই (এমএল), এনসিপি নেতাদের সঙ্গে আলাদা করে কথা বলেন প্রবীণ ওই জেডিইউ নেতা। তাঁর একটাই লক্ষ্য, বিজেপি বিরোধী শক্তিশালী জোট গড়া। তিনি বলেছেন, কোনও তৃতীয় ফ্রন্ট নয়, এটাই হবে প্রধান ফ্রন্ট। নীতিশ কুমার সাফ জানিয়েছেন, তিনি ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটে বিরোধী মুখ হতে চান না। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কোনও বাসনা নেই তাঁর। যদিও রাজনৈতিক মহল মনে করছে, নীতিশ কুমার বিরোধী জোটের মুখ হওয়ার দৌড়ে নাম লিখিয়েছেন।

আবগারি কেলেঙ্কারিতে কেজরিওয়াল ও সিসোদিয়ার বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্তের দাবি বিজেপির

নয়াদিল্লি, ৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়ার বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্তের দাবি তুলল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। তাদের বিরুদ্ধে আবগারি কেলেঙ্কারিতে ঠিকাদারদের কাছ থেকে কমিশন নেওয়ার অভিযোগ করেছে।
বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র সুধাংশু ত্রিবেদী এবং দিল্লি বিধানসভার বিরোধীদল নেতা রামবীর সিং বিধুরি বৃহস্পতিবার একটি যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে অভিযোগ করেন, মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়াল এবং উপমুখ্যমন্ত্রী সিসোদিয়া দিল্লির মদ কেলেঙ্কারিতে জড়িত। এই বিষয়ে সিবিআই তদন্ত হওয়া উচিত। বিধুরী বলেন, দিল্লির বিজেপি বিধায়করা বিষয়টি তদন্ত করার জন্য সিবিআই ডিরেক্টরকে চিঠি লিখেছেন।
বিধুরী আরও বলেন, যখনই নতুন আবগারি নীতি নিয়ে বিধানসভার ভিতরে এবং বাইরে কেজরিওয়াল সরকারকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তারা উত্তর দেয়নি। নতুন আবগারি নীতি প্রথম দিন থেকেই সন্দেহের মুখে পড়েছিল। আমরা বিধানসভায় প্রশ্ন করেছিলাম, মদের দোকানের সংখ্যা ৬৩৯ থেকে ৮৪৯ করা হচ্ছে কীভাবে? রাত ১১ টা থেকে ৩ টা পর্যন্ত মদ বিক্রির সময় কীভাবে করা হচ্ছে? কিভাবে মদের ঠিকাদারদের কমিশন ২ শতাংশ থেকে ১২ শতাংশ করা হচ্ছে ?

ইন্ডিয়া গেটের কাছে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর বিশাল মূর্তি উন্মোচন করলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : বৃহস্পতিবার ইন্ডিয়া গেটের কাছে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর একটি বিশাল মূর্তি উন্মোচন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। জেট ব্ল্যাক গ্রানাইটের এই মূর্তিটি ইন্ডিয়া গেটের কাছে ক্যানোপির নীচে স্থাপন করা হয়েছে।
সংস্কৃতি মন্ত্রক এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, এটি ২৮০ মেট্রিক টন ওজনের গ্রানাইটের একটি ব্লক থেকে খোদাই করা হয়েছে। ২৬,০০০ ঘন্টার শৈল্পিক প্রচেষ্টার পরে গ্রানাইট মনোলিথটি ৬৫ মেট্রিক টন ওজনের একটি মূর্তি তৈরি করা হয়েছে। মূর্তি নির্মাণের জন্য ভাস্করদের দলের নেতৃত্বে ছিলেন অরুণ যোগীরাজ। এই বছরের শুরুর দিকে নেতাজির ১২৫ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী পরাক্রম দিবসে ২৩ জানুয়ারি নেতাজির হলোগ্রাম মূর্তি উন্মোচন করেছিলেন। হিন্দুস্থান সমাচার /সঞ্জয় / কাকলি

নেতাজি ইন্ডোরের অনুষ্ঠান থেকে মহুয়াকে ‘ধমক’মমতার

কলকাতা, ৮ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : এবার খোদ দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ‘ধমক’ দিলেন মহুয়া মৈত্র। কখনও দেবী কালী প্রসঙ্গে আপত্তিকর মন্তব্য, কখনও আবার সংসদে ব্যাগ নিয়ে গিয়ে চর্চায়, কখনও সাংবাদিকদের কটূক্তি করে বিতর্কে জড়িয়েছেন মহুয়া মৈত্র। নিজের আচরণে যেমন দলের বিরাগভাজন হয়েছেন, তেমনই তাঁর জন্য দলকেও বেকায়দায় পড়তে হয়েছে। তবে দলনেত্রী সে বিষয়ে মুখ খোলেননি। কিন্তু সামলে নিয়েছেন।
পঞ্চায়েত ভোটের আগে দলীয় অনুশাসন ও শৃঙ্খলা নিয়ে নেতাজি ইন্ডোরে বৃহস্পতিবার দলের সাংগঠনিক সভার আয়োজন করা হয়েছিল তৃণমূলের তরফে। সেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুব্রত বক্সি-সহ ছিলেন দলের নেতা, বিধায়ক, সাংসদ, মন্ত্রীরা। সেখানে বক্তব্য রাখার সময় মহুয়া মৈত্রকে দেখতে পান দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তখনই কার্যত ধমকের সুরে তিনি বলেন, “করিমপুর আর মহুয়ার জায়গা নেই। ওটা আবু তাহেরের জায়গা। উনি দেখে নেবেন। তুমি তোমার জায়গাটা নিয়ে থাকো।”
দেবী কালী নিয়ে মহুয়া মৈত্রের মন্তব্যের সময়ে পাশে ছিল না তৃণমূল। তবে প্রকাশ্যে তাঁকে কিছু বলেননি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে তিনি যে ক্ষুব্ধ তা দলের বিভিন্ন নেতা স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন। এ বার সাংগঠনিক এলাকা ভাগ নিয়েই মহুয়াকে ধমক দিলেন মমতা। জানিয়ে দিলেন, নিজের লোকসভা এলাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে হবে কৃষ্ণনগরের সাংসদকে।
বৃহস্পতিবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে দলের বুথকর্মী সম্মেলনে মমতার ধমক খেতে হয় সাংসদ মহুয়াকে। বক্তৃতা করার সময়েই মমতার নজর পড়ে মহুয়ার দিকে। প্রসঙ্গত, ২০১৬ সালে প্রথমবার করিমপুর থেকে বিধায়ক হয়েছিলেন মহুয়া। কিন্তু ২০১৯ সালে তাঁকে তাপস পালের বদলে কৃষ্ণনগর লোকসভা আসনে প্রার্থী করে তৃণমূল। ভোটে জিতে নিজের বিধায়কপদ ছেড়েও দেন মহুয়া। ওই আসনে উপনির্বাচনে জেতেন বিমলেন্দু সিংহ।
করিমপুর বিধানসভা কেন্দ্র নদিয়া জেলার মধ্যে হলেও, তা মুর্শিদাবাদ লোকসভা এলাকার অংশ। তাই তৃণমূলের সাংগঠনিক নিয়ম অনুযায়ী, এখন ওই বিধানসভা এলাকার সঙ্গে কোনও ভাবেই যুক্ত থাকার কথা নয় মহুয়ার। তা সত্ত্বেও বর্তমান বিধায়ক বিমলেন্দুকে এড়িয়ে নিজের পুরনো এলাকায় মহুয়া নিজের মর্জিমাফিক রাজনীতি করেন বলে দলের একাংশের অভিযোগ রয়েছে।
বেশ কয়েক বছর ধরেই এই অভিযোগ ওঠায় বেজায় বিরক্ত তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্ব। সেই রাগই বৃহস্পতিবার প্রকাশ্যে এনে দেন মমতা। মহুয়াকে নিজের লোকসভা এলাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে বলেন।এর আগে লোকসভা ভোটের পর মহুয়াকে কৃষ্ণনগর জেলায় তৃণমূলের সভাপতি করেও করিমপুর থেকে তাঁকে সরানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাতেও পরিস্থিতির বদল আসেনি বলেই অভিযোগ। তাই এ বার সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী নিজেই উদ্যোগী হয়ে তাঁকে করিমপুর থেকে সরে যেতে নির্দেশ দিলেন বলে দাবি তৃণমূল নেতাদের। সঙ্গে তাঁর জায়গায় করিমপুর এলাকার সাংসদ আবু তাহের খানকে তাঁর জায়গায় দায়িত্ব নিতে মঞ্চ থেকেই নির্দেশ দেন মমতা।
তৃণমূল নেত্রীর এমন ঘোষণায় খুশি নদিয়া জেলা তৃণমূলের বড় অংশ। যাঁরা এত দিন করিমপুরে মহুয়ার হস্তক্ষেপ নিয়ে বিরক্ত ছিলেন, তাঁরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছেন। তেমনই এক নেতার কথায়, “আমরা দলে দ্বন্দ্ব চাই না। তাই চেয়েছিলাম করিমপুর থেকে কৃষ্ণনগরের সাংসদ দূরে থাকুন। এত দিন যা সম্ভব হচ্ছিল না, এ বার তা নেত্রীর নির্দেশে কার্যকর হবে বলেই আমরা আশা করছি।”প্রসঙ্গত, এর আগে গোয়া তৃণমূলের পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব থেকেও মহুয়াকে সরিয়ে দেওয়া হয়। তাঁর বদলে গোয়া তৃণমূলের পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব পেয়েছেন কীর্তি আজাদ।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

লিভার কীভাবে কাজ করে?

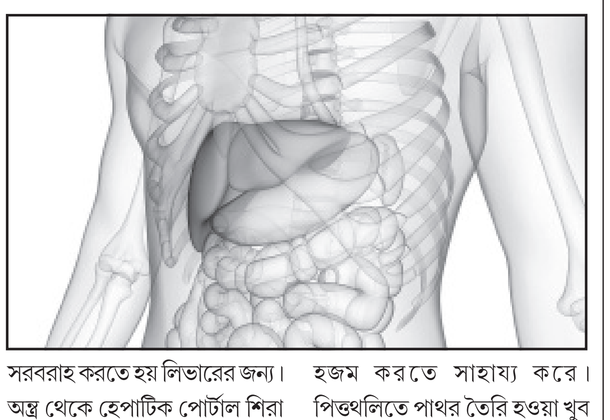

মানুষের শরীরের সবচেয়ে বড় অভ্যন্তরীণ অঙ্গ হলো লিভার বা যকৃৎ। কেবল আকারেই বড় নয়, কাজেও সবার চেয়ে এগিয়ে আছে লিভার। ৫০০ ধরনের বেশি কাজ করে শরীরকে সচল রাখে আমাদের লিভার। এত বেশি দায়িত্ব যে অঙ্গের, তার গঠনশৈলীও যথেষ্ট জটিল। মস্তিস্কের পর দ্বিতীয় জটিল অঙ্গ হিসেবে লিভারকে বিবেচনা করা হয়। গ্লুকোজের মাধ্যমে শক্তি উৎপাদন, জটিল ফ্যাট অণু ভেঙে কোলেস্টেরল আর ট্রাইগ্লিসারল তৈরি এবং ক্ষতিকর পদার্থ অপসারণের কাজ করে লিভার। খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রোটিন তৈরির কাজও করে লিভার। যেমন রক্ত জমাট বাঁধার জন্য ক্লটিং ফ্যাক্টর, যা একপ্রকার প্রোটিন, এরা লিভারেই তৈরি হয়। লিভার পিত্তরস তৈরি করে, যেটা অন্ত্রে ফ্যাট হজমে সাহায্য করে। এ ছাড়া পুরোনো রক্তকোষকে অপসারণ করে লিভার। রোগ প্রতিরোধী অ্যান্টিবডি তৈরি করে, হরমোন যেমন অ্যাড্রেনালিন রিসাইকেল করে লিভার। লিভারই করে অতিপ্রয়োজনীয় ভিটামিন এ, ডি, ই, কে এবং আয়রন ও কপার জমা করে রাখার কাজ।

বড় অরগান, বেশি কাজ, তাই চাহিদাও বেশি। দুই দিক থেকে রক্ত সরবরাহ করতে হয় লিভারের জন্য। অন্ত্র থেকে হেপাটিক পোর্টাল শিরা খাবার থেকে হজমকৃত পুষ্টি নিয়ে লিভারে আসে। লিভার এভাবে ৭৫ শতাংশ রক্ত সরবরাহ পায়। আর পায় শক্তি উৎপাদনের কাঁচামাল। বাকি রক্ত সরবরাহ করে হেপাটিক ধমনি। রক্তের সঙ্গে লিভারের জন্য অক্সিজেন বয়ে নিয়ে আসে এই ধমনি। লিভার কোষ বা হেপাটোসাইটের মধ্য দিয়ে এই রক্ত প্রবাহিত হয় এবং লিভারের কার্যক্রমে সাহায্য করে। কাজ শেষে হেপাটিক শিরা হয়ে ইনফেরিয়র ভ্যানাক্যাভায় (সবচেয়ে বড় শিরা) রক্ত পৌঁছে যায়। পিত্তথলি লিভারের কথা বলতে গেলে পিত্তথলির কথা এসেই পড়ে। লিভারের খুব কাছেই এর অবস্থান। লিভারে তৈরি হওয়া পিত্তরসকে জমা করে রাখাই এর কাজ। পিত্তরস গাঢ় সবুজ বর্ণের একরকম থকথকে তরল, যা ফ্যাট হজম করতে সাহায্য করে। পিত্তথলিতে পাথর তৈরি হওয়া খুব প্রচলিত একটা অসুখ, যদিও খুব মারাত্মক নয়। পিত্তথলির আসলে তেমন কাজ নেই। পিত্তরস তৈরির আসল কাজটা লিভারই করে দেয়। তাই দেখা গেছে, ২০০৯ সালে যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসের আওতায় যে ৬০ হাজার রোগী পিত্তথলি অপসারণ করেছিল, তাদের ৯০ শতাংশ কোনো সমস্যা ছাড়াই জীবনযাপন করতে পারছে। লিভারের মতো এত কাজের একটা অঙ্গ, প্রায়ই আক্রান্ত হয় নানা রকম রোগে। হেপাটাইটিস বা সিরোসিস লিভারের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। মরণব্যাধি ক্যানসারও লিভারকে ছাড়ে না। অন্য কোনো জায়গার ক্যানসার যখন সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে, তখন লিভারই আক্রান্ত হয় বেশি। অতিরিক্ত মদপান লিভার ড্যামেজের জন্য দায়ী।

সারা জীবনে আমাদের কী পরিমাণ কোষ ঝরে পড়ে?

জীবদেহে কোষের জন্ম-মৃত্যু একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। দেহের সুরক্ষা ও বৃদ্ধির জন্য এটা প্রয়োজন। নির্দিষ্ট সময় পরপর সব প্রাণীরই চামড়ার নতুন কোষ তৈরি হয়। আগের কোষগুলো মরে যায় এবং ঝরে যায়। মানুষও এর ব্যতিক্রম নয়। সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীদের মতো মানুষ পুরো শরীরের চামড়া একবারে বদলায় না অবশ্য। তবে, প্রতিনিয়তই খসে পড়ে মানুষের চামড়া।

বাড়ির ধুলো ময়লায় প্রধান কারণ মানুষের ঝরে যাওয়া কোষ, এমন একটা কথা শোনা যায়। আসলেই কি তাই? সারা জীবনে আমাদের ঝরে পড়া কোষের পরিমাণটা কেমন?

২০১১ সালে প্রকাশিত এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি জার্নালে প্রকাশিত এক গবেষণাপত্রে এই প্রশ্নেরই উত্তর জানিয়েছেন একদল গবেষক। যুক্তরাষ্ট্রের রুটজার্স ইউনিভার্সিটির এনভায়রনমেন্টাল অ্যান্ড ওকুপেশনাল হেলথ সায়েন্সেস ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক চার্লস ওয়েশলারের নেতৃত্বে গবেষণাটি পরিচালিত হয়।

গবেষণাপত্রে তাঁরা দেখান, প্রতিঘণ্টায় ঝরে পড়া আমাদের কোষের পরিমাণ প্রায় ০.০২৮ থেকে ০.০৮৫ গ্রাম। ঘণ্টার হিসেবে এটা সামান্য, কিন্তু পূর্ণবয়স্ক মানুষের হিসেব করলে দেখা যায়, এর পরিমাণ প্রায় ৩৫ কেজি। পুরো দেহের প্রায় অর্ধেক ওজন!

তাঁদের গবেষণা অনুযায়ী, মোটামুটি ২-৪ সপ্তাহে একজন মানুষের দেহের সম্পূর্ণ চামড়া ঝরে যায়। দিনে ঝড়ে পড়া কোষের সংখ্যা প্রায় ৫০ কোটি। দেহে উৎপন্ন কোষের তুলনায় ঝরে পড়া কোষের সংখ্যা খুবই সামান্য বলে, আমরা ব্যাপারটি টের পাই না। বরং দেহের আরও বৃদ্ধি হয় সময়ের সঙ্গে সঙ্গে।

চার্লস ওয়েশলার ও তাঁর দল শুধু এই হিসেব বের করেই ক্ষান্ত হননি। পরিবেশের ওপরে এর কেমন প্রভাব তাও দেখিয়েছেন। মানবদেহের এসব ঝরে পড়া কোষে তৈলাক্ত হাইড্রোকার্বন থাকে। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, কোলেস্টেরল এবং স্কোয়ালিন। যা ঘরের ওজন গ্যাসের পরিমাণ কমাতে সাহায্য করে। তাঁদের হিসেবে, এই কমানোর পরিমাণ প্রায় ২-১৫ শতাংশ।

অর্থাৎ ঝরে পড়া কোষও আমাদের জন্য উপকারী। এখন কথা হচ্ছে, ঘরে যে ধুলো ময়লা দেখি তার প্রধান কারণ কী আমাদের কোষ। উত্তর হচ্ছে, না। আমাদের দিনের ঝরে পড়া কোষের পরিমাণ প্রায় ২ গ্রামের কাছাকাছি। বাড়িতে সারাদিনে জমা ময়লার পরিমাণ এর থেকে অনেক বেশি। বাতাসের ধুলো-ময়লা, কাপড়ের তন্তু এসব নানা কারণে ঘরে ময়লা জমে। তাই প্রধান কারণ আমাদের ঝরে পড়া কোষ নয়। কোষ ময়লার কিছু অংশ মাত্র। ৫০০ বেডরুম, ৩-৫ বছর বয়সী শিশুদের ১৫১ ডে-কেয়ার পর্যবেক্ষণ করে তাঁরা ডেটা সংগ্রহ করেন।

আঙুলের ছাপ কি বদলাতে পারে?

আঙুলের ছাপ বা ফিঙ্গারপ্রিন্ট মানুষের জন্মগত পরিচয়পত্র। প্রতিটি মানুষের আঙুলের ছাপ আলাদা। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজে প্রায় ১৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে এটি ব্যবহৃত হচ্ছে। বর্তমানে স্মার্টহোম বা অফিসসহ বিভিন্ন ডিজিটাল প্রযুক্তি পণ্যে ব্যবহারকারীর পরিচয় শনাক্ত করতেও ব্যবহৃত হচ্ছে আঙুলের ছাপ।

কোষ বিভাজনের কারণে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের দেহে আসে নানা পরিবর্তন। মানুষ ছোট থেকে বড় হয়, মস্তিষ্ক বিকাশিত হয়, এমনকি কণ্ঠস্বরেও আসে পরিবর্তন। এই সব পরিবর্তনের মাঝে আঙুলের ছাপও কি পড়ে? আঙুলে ছাপ কি আসলে বদলাতে পারে? আঙুলের ছাপ হলো আমাদের আঙুলের সামনে বা তালুর অংশে থাকা ঢেউয়ের মতো অঁকাবাঁকা সুক্ষ্ম দাগের সমষ্টি। আঙ্গুল ছাড়া হাত ও পায়ের তালুর চামড়ায় দাগগুলো স্পষ্ট দেখা যায়। এগুলোকে ডার্মাল রিজও বলা হয়।

বিজ্ঞানীরা মনে করেন, ডার্মাল রিজ বা ফিঙ্গারপ্রিন্ট গঠনের পিছনে একক কোন কারণ নেই। আমাদের জেনেটিক বৈশিষ্ট্য এবং পরিবেশগত নানা ফ্যাক্টর অনন্য ফিঙ্গারপ্রিন্ট তৈরি করে।

ফিঙ্গারপ্রিন্টের মূল ডিজাইনটা আসে জেনেটিকভাবে। প্রায় সময়ই মা-বাবার আঙ্গুলের ছাপে যে প্যাটার্ন থাকে, কিছুটা সে ধরনের প্যাটার্ন দেখা সন্তানের আঙ্গুলে। মাতৃগর্ভে আসার ছয় মাসের মধ্য মানুষের আঙ্গুলের ছাপ পুরোপুরি তৈরি হয়ে যায়। প্রক্রিয়াটা শুরু হয় মোটামুটি গর্ভধারণের ১০ সপ্তাহের মাথায়।

ঠিক কীভাবে আঙ্গুলের ছাপ তৈরি হয় তার পুরো ব্যাখ্যা বিজ্ঞানীদের জানা নেই। গর্ভে থাকার সময় ত্বকের বাইরের স্তর বা ডার্মিস এবং ভিতরের স্তর বা এপিডার্মিসের মধ্যে ঘর্ষণজনিত কারণে একধরনের চাপ তৈরি হয় বলে মনে করেন তাঁরা। মা-বাবার জেনেটিক সংকেত আর এই চাপের কারণে উভয় ত্বকেই ছোট ছোট ঢেউয়ের সৃষ্টি হয়। এটাই আমরা আঙ্গুলের ছাপ হিসেবে দেখি। মায়ের গর্ভের চারপাশের পরিবেশ সবসময় এক থাকে না। তাই আইডেন্টিক্যাল টুইন বা একই রকম দেখতে জমজের বেলাতেও আঙ্গুলের ছাপ ভিন্ন হয়।

গাছের নাম ঢোলসমুদ্র

কোনো কিছু বড় হয়ে উঠলে আমরা তাকে অনেক সময় ঢোলের সঙ্গে তুলনা করি, বলি ঢোলের মতো ফুলে গেছে অথবা ফুলে ঢোল হয়েছে। আর সমুদ্র তো বিশাল। তেমনি ঢোলসমুদ্রগাছের পাতা এত বড় যে মানকচু-মৌলভিকচু ছাড়া আর খুব কম গাছের পাতাই এত বড় দেখা যায়। মনে হয় বাংলা ঢোলসমুদ্র নামটি এসেছে সংস্কৃত নাম সমুদ্রিকা থেকে। পাতা দেখতেও খানিকটা হাতির কানের মতো। এ জন্য এর আরেক নাম হস্তীকর্ণপলাশ, মারাঠি নাম গজকর্ণী। অন্য নাম হাতিকানা, ইংরেজি নাম ডিনডা। বুনো গাছ হলেও খাদ্য, ওষুধ ও রং উতাদনের জন্য এ গাছের চাষ করা হয়। এ গাছের পাতা সবজির মতো রান্না করে খাওয়া যায়। কাঁচা ফলও খাওয়া যায়। দুর্ভিক্ষের খাদ্য হিসেবে ঢোলসমুদ্রগাছের পরিচিতি রয়েছে। মূল থেকে রং তৈরি হয়, যা আদিবাসীরা কাপড়ে রং করতে ব্যবহার করে। প্রাচীনকালে মিসরে নিদ্রাহীনতার জন্য এ গাছের ব্যবহার ছিল বলে জানা যায়। এ ছাড়া এ গাছের বেশ কিছু ভেষজ ব্যবহার রয়েছে। ভারতীয় প্রাচীন গ্রন্থ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র—তে এ গাছের অর্থনৈতিক গুরুত্বের উল্লেখ রয়েছে। এটিই উপমহাদেশের সর্বপ্রাচীন বলে উল্লেখ। ভেলা সংহিতা ও চরক সংহিতা গ্রন্থেও এ গাছের ভেষজগুণ ও অর্থনৈতিক গুরুত্বের উল্লেখ রয়েছে।

বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ভারত, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, মালয়েশিয়া, চীন, মিয়ানমার, থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া, লাওস, ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশে এ গাছ রয়েছে। শ্রীলঙ্কা ও মালয়েশিয়ায় এ গাছ ঔষধি হিসেবে চাষ করা হয়। সাধারণত বনজঙ্গলে জন্মে। বছর বারো আগে প্রথম এ গাছটিকে দেখেছিলাম নাটোর হর্টিকালচার সেন্টারে। পরে ঘুরতে গিয়ে দেখি নাটোরের খোলাবাড়িয়া ইউনিয়নের লক্ষ্মীখোলা গ্রামে এর চাষ হচ্ছে। ঔষধি গ্রাম নামে খ্যাত সে গ্রামে এখনো এর চাষ হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বোটানিক্যাল গার্ডেনে এবং ঢাকা জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যানেও এ গাছ আছে। এ দেশে এ গাছ খুব কম দেখা যায়। সাধারণত শাল-সেগুনবনে এ গাছ বেশি দেখা যায়। পার্বত্য চট্টগ্রামের বনাঞ্চলে এ গাছ আছে। রাজশাহী, যশোর ও ঢাকার সাভারেও এ গাছ আছে। ঢোলসমুদ্রগাছের দেখা পাওয়া যায় দিনাজপুর ও গাজীপুরের অরণ্যে।

ঢোলসমুদ্র একটি বহুবর্ষজীবী গুল্ম প্রকৃতির গাছ। কন্দজ মূল। এর কাঠ নরম বা কাণ্ড কম কাষ্ঠল। গাছের উচ্চতা ১ থেকে ২ মিটার। এর বেশিও বড় হতে পারে। পাতা যতটা লম্বা, ঠিক ততটাই যেন চওড়া। পরের পাতাগুলো ছোট, নিচের পাতাগুলো বড়। নিচের পাতা ৬০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। একটি পাতায় একটি মানুষ আসন পেতে দিব্যি বসে থাকতে পারে। পাতা বেশ বড়, ডিম্বাকার, বোঁটার কাছে হৃৎপিণ্ডের মতো খাঁজকাটা, পাতার বোঁটা শক্ত ও মোটা, পাতার কিনারা করাতের মতো খাঁজকাটা। পাতার এই আকার-আকৃতির জন্যই এ গাছের নাম ঢোলসমুদ্র ও হস্তীকর্ণপলাশ রাখা হয়েছে। ফুল ধূসর সবুজ, ক্ষুদ্র, খোঁপার মতো একটা থোকায় অনেকগুলো ফুল ফোটে। ফুল ও ফল হয় জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরে। ফল বেরি প্রকৃতির, গ্লোবাকার বা গোল, ফলের ভেতরে ছয়টি বীজ থাকে। এ গাছের উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম ও পরিবার লিয়েসি।

এ গাছের শিকড় দেহের কাটা ক্ষত ও হাড়চটা চিকিতায় ব্যবহৃত হয়। ব্যথা—বেদনারও উপশম করে। এ গাছের সংকোচক ও জীবাণুবিনাশী ধর্ম রয়েছে। বাংলাদেশি গবেষক জোবায়ের আল মাহমুদ, সীতেশ চন্দ্র বাছাড় ও তাঁদের সহযোগী গবেষকেরা প্রথম এ গাছের শিকড়ে অ্যান্টি—অক্সিডেন্ট ও ফেনোলিক যৌগের উপস্থিতির কথা জানিয়েছেন তাঁদের লেখা ২০১৭ সালের ডিসেম্বরে বিএমসিতে প্রকাশিত এক গবেষণাপত্রে। এসব রাসায়নিক উপাদান, বিশেষ করে অ্যান্টি—অক্সিডেন্ট ক্যানসার, ডায়াবেটিস, বুড়িয়ে যাওয়া ও স্নায়ুবৈকল্য প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে। গবেষণায় শিকড়ে পাওয়া গেছে দুটি ট্রাইটারপিনয়েড, ওলিয়ানোলিক অ্যাসিড, ৭, ২৮-ওলিন ও একটি স্টেরল, স্টিগমাস্টেরল।

পাতায় যথেষ্ট পরিমাণে ফেনোলিক যৌগ যেমন ফ্লাভিনয়েডস, লিউকোঅ্যান্থোসায়ানাইডিনস, পি-হাইড্রোক্সিবেনজোইক অ্যাসিড, সিরিঞ্জিক অ্যাসিড ও গ্যালিক অ্যাসিড রয়েছে। এমবি ইসলাম ও তাঁর সহযোগীরা গবেষণা করে এ গাছের ভেতরে বেশ কিছু রাসায়নিক উপাদান পেয়েছেন। সেডুলো মানবস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এমন কিছু ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক জীবাণুকে ধ্বংস করতে পারে। ফেনোলিক যৌগ, স্যাপোনিন, গ্লাইকোসাইড, প্রোটিন ও কার্বোহাইড্রেটের মতো কিছু যৌগ এ ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে। তাঁরা এ গাছের নির্যাসের কার্যকারিতা পরীক্ষার জন্য একটি গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়া, তিনটি গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া ও একটি ছত্রাককে বেছে নেন। গবেষণায় দেখতে পান যে গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে এ গাছের নির্যাস কার্যকর না হলেও অন্য দুটি জীবাণুর বিরুদ্ধে তা কার্যকর। তাঁদের এ গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয় ২০১৩ সালে জার্নাল অব সায়েন্টিফিক রিসার্চ—এ। যেকোনো বাতব্যথায় পাতার রস মালিশ করলে উপকার পাওয়া যায়। ক্ষত সারানোয় মূলচূর্ণ নারকেল তেলের সঙ্গে মাখিয়ে মলমের ওপর ক্ষতে প্রলেপ দিলে তা সেরে যায়। আন্ত্রিক টিউমার, ঘ্যাগ বা গলগণ্ড রোগ ও টিটেনাসের লোকচিকিতায় এ গাছের ব্যবহার রয়েছে বলে জানা যায়।

ডায়াবেটিস, বিশেষ করে ডায়াবেটিস মেলিটাস বর্তমানে বিশ্বব্যাপী এক মহাসমস্যা। আন্তর্জাতিক ডায়াবেটিস ফেডারেশনের তথ্যানুসারে ২০১১ সালে বিশ্বব্যাপী ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তির সংখ্যা ছিল ৩৬ কোটি ৬০ লাখ। ২০৩০ সালে তা দাঁড়াবে ৫৫ কোটি ২০ লাখে। রক্তের শর্করা বা চিনির মাত্রা বেড়ে যাওয়াই এর মূল কারণ। এর কারণে হৃদ্রোগ, যকৃৎ অকার্যকর হওয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তির মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। ঢোলসমুদ্রগাছের অ্যান্টিডায়াবেটিক ধর্ম আছে বলে গবেষণায় জানা গেছে। ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশন জার্নালের ২০১৮ সালে জানুয়ারি সংখ্যায় প্রকাশিত এক গবেষণাপত্রে লেখক মো. আতিউর রহমান ও সহযোগীরা লিখেছেন, মূত্রাশয়ের সমস্যায় বিহারের আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোকেরা ঢোলসমুদ্রগাছ ব্যবহার করে। গলগণ্ড, অন্ত্রের টিউমার, লিপোমা, টিটেনাস, ক্যানসার, ক্ষত ও ঘা ইত্যাদি সারাতে ঢোলসমুদ্রগাছের পাতা ব্যবহার করা হয়। পাতার রস বাতব্যথা সারায়, কাটা স্থানের রক্তক্ষরণ বন্ধ করে।

জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য এ গাছের মূল বেটে তা ১ গ্লাস দুধের সঙ্গে মিশিয়ে এক মাস খেলে জন্মনিয়ন্ত্রণ হয়। মূল বাটা ক্ষতে পুলটিস দিলে তা সারে এবং কাটা স্থান থেকে রক্ত পড়া বন্ধ হয়। গিনিওয়ার্ম ও রিংওয়ার্ম কৃমি দমনে এ গাছের মূল ব্যবহার করা হয়। এ গাছের পাতার গুঁড়া মধুর সঙ্গে মিশিয়ে খেলে তা ক্যানসার প্রতিরোধ করে। কাণ্ডের বাকল

কৈশোরে ব্রণ সমস্যা: কারণ ও সমাধান

কৈশোরে হরমোনের তারতম্য তেল গ্রন্থির ওপর প্রভাব ফেলে। ফলে ব্রণের সমস্যা দেখা দেয়। স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনে ভারতীয় ত্বক বিশেষজ্ঞ ডা. স্তুতি খার সুলেখার দেওয়া পরামর্শ অবলম্বনে কৈশোরে ব্রণ হওয়ার নানান কারণ ও সমাধান সম্পর্কে জানানো হল।

ব্রণের সমস্যায় গুরুত্ব দেওয়া

বাবা-মায়ের উচিত হবে সন্তানকে শুরু থেকেই জানিয়ে দেওয়া যে ব্রণ, র‍্যাশ, দাগছোপ ইত্যাদি নিজে থেকেই ভালো হয়ে যায়। তাই এগুলো নিয়ে যেন খুব বেশি মাথা না ঘামায়। ব্রণ নিজ থেকে ভালো হয়ে গেলেও এর দাগ রয়ে যায় যা দূর করা কঠিন। তাই এই বিষয়ে শুরু থেকেই মনযোগ দেওয়া উচিত। ত্বক বুঝে প্রসাধনী নির্বাচন কৈশোরে ছেলে ও মেয়েদের নানান রকমের প্রসাধনী ব্যবহারের প্রবণতা থাকে যা ত্বকের ক্ষতি করে। ত্বক ঠিক মতো পরিষ্কার করে টোনার ও ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করা উচিত। এতে ত্বক ভালো থাকে। তবে এসব প্রসাধনী অবশ্যই ত্বক উপযোগী হতে হবে। ভাজাপোড়া ও প্রক্রিয়াজাত খাবার থেকে দূরে তৈলাক্ত খাবার, কৈশোরের সময়, হরমোনের প্রভাব, তেল নিঃসরণ ইত্যাদি নানান কারণে 'ব্রেআউট', ব্রণ, 'সিস্ট' বা ফেঁড়া ইত্যাদি দেখা দেয়। এসব সমস্যায় খাদ্যাভ্যাস ভালো ভূমিকা পালন করে।

তৈলাক্ত খাবার 'ব্রেকআউট'য়ের ঝুঁকি বাড়ায়। গবেষণায় দেখা গেছে প্রোটিন, দুধের তৈরি খাবার ইত্যাদি ব্রণের সমস্যাকে আরও মারাত্মক করে তুলতে পারে।

অনেকসময় ব্রণ সমস্যা সমাধান করা বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। হরমোনের কারণে হওয়া ব্রণ গুরুতর রূপ লাভ করে ও এগুলো দূর করাও বেশ ঝামেলার।

কৈশোরে অনেক নারীর হরমোনের সমস্যা দেখা দেয়। ফলে ব্রণ, চুল পড়া, ওজন বাড়া, শরীরে অতিরিক্ত লোম ওঠার সমস্যা দেখা দেয়। তাই এই ধরনের সমস্যা দেখা দিলে অভিভাবকদের অবশ্যই গুরুত্ব সহকারে দেখা উচিত। ত্বক পরিষ্কার করা আবশ্যক (এতে ত্বকের বাড়তি তেল ও মৃত কোষ দূর হয়ে লোমকূপ উন্মুক্ত রাখতে সাহায্য করে) শরীরচর্চা বা শারীরিক কর্মকাণ্ডের পর অবশ্যই ত্বক ভালো মতো পরিষ্কার করতে হবে। কারণ ঘাম ত্বকের লোমকূপ আবদ্ধ করে ফেলে ও ব্রণ সৃষ্টি হয়। গরমের কারণে ঘাম সৃষ্টি হলে বা তেল চিটচিটে খাবার খাওয়া ও কঠিন পরিশ্রম করার পরে অবশ্যই দ্রুত ত্বক পরিষ্কার করতে হবে। অন্যথায় ব্রণের সমস্যা দেখা দেবে। ব্রণের সমস্যায় আরও যা মনে রাখা প্রয়োজন ত্বকের প্রসাধনী যেমন- লোশন বা মেইকআপ ইত্যাদি নির্বাচনের ক্ষেত্রে 'নন-কমেডোজেনিক' বা 'একনিজেনিক' নয় এমন প্রসাধনী বেছে নিতে হবে। এগুলো লোমকূপকে আবদ্ধ করে না। ফলে ত্বকে সমস্যা দেখা দেয় না। চুলে 'স্টাইলিং জেল' বা চুলের স্প্রে ব্যবহার করলে তা যেন মুখের ত্বক থেকে দূরে থাকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। চুলের প্রসাধনী তেল যুক্ত তা ত্বকের ব্রণের সমস্যাকে আরও গুরুতর করে তোলে। তাই পানি নির্ভর প্রসাধনী ব্যবহার করতে হবে। পিঠ বা বুকে ব্রণের সমস্যা দেখা দিলে আঁটসাঁট পোশাক পরা বাদ দেওয়া উচিত, এতে আক্রান্ত স্থানে জ্বলুনির সৃষ্টি হয়। ব্রণ খোঁচানো বা চাপলে আক্রান্ত জায়গায় গর্তের সৃষ্টি হয়। এছাড়া ফোলা ও লালচে ভাব বাড়ে। এছাড়াও ব্রণ খোঁচানোর কারণে ত্বকে স্থায়ী দাগও তৈরি হতে পারে।

রক্তের বিকল্প শুধু এতেই রয়েছে

মানবদেহের একটি অপরিহার্য উপাদান হচ্ছে রক্ত। রক্তের বিকল্প শুধু রক্তই। চিকিতসা বিজ্ঞানে আজ পর্যন্ত রক্তের কোন বিকল্প আবিস্কার হয়নি। রক্তের অভাবে যখন কোন মানুষ মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ায় তখন অন্য একজন মানুষের দান করা রক্তই তার জীবন বাঁচাতে পারে। কিন্তু ১৬ কোটি মানুষের এদেশে স্বেচ্ছা রক্তদাতার সংখ্যা খুবই কম। দেশে প্রতিবছর প্রায় সাড়ে ৯ লাখ ব্যাগ নিরাপদ ও সুস্থ রক্তের চাহিদা রয়েছে। এর বিপরীতে কেবল ৩০ শতাংশ আসে স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে। বাকি ৭০ শতাংশ আসে রক্তগ্রহীতার স্বজন, বন্ধু-বান্ধবসহ পরিচিতজনদের কাছে। সেখানেও ব্যর্থ হলে তারা পেশাদার রক্ত বিক্রেতার স্মরণাপন্ন হয়। এদের রক্ত নিরাপদ নয়। কারণ আত্মীয় ও পরিচিতজনের রক্ত অনেকে প্রয়োজনীয় স্ক্রিনিং ছাড়াই রোগীর শরীরে দিতে চায় যা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। এদিকে পেশাদার রক্ত বিক্রেতাদের রক্ত আরো বিপজ্জনক। তাদের রক্ত ব্যবহারের ফলে রোগীর দেহে ঘাতকব্যাধির জীবাণু সংক্রমিত হতে পারে। এজন্য স্বেচ্ছা রক্তদাতার রক্তই সবচেয়ে নিরাপদ। রক্তদানের উপকারিতা স্বেচ্ছায় নিজের রক্ত অন্য কারো প্রয়োজনে দান করাই রক্তদান। ১৮ থেকে ৬০ বছর বয়সী যেকোনো শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ ও সক্ষম ব্যক্তি রক্ত দিতে পারবেন। প্রতি চার মাস পর পর প্রত্যেক সুস্থ ও প্রাপ্তবয়স্ক নর-নারী নিশ্চিন্তে ও নিরাপদে রক্তদান করতে পারবেন। এতে স্বাস্থ্যে কোনো ধরনের ক্ষতিকর প্রভাব পড়বে না। বরং রক্তদানের মাধ্যমে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমাতা বৃদ্ধি পায়।

রক্তদানের বহুবিধ উপকারিতা রয়েছে। রক্তদান করার সাথে সাথে আমাদের শরীরের মধ্যে অবস্থিত "বোন ম্যারো" নতুন কণিকা তৈরির জন্য উদ্দীপ্ত হয় এবং দান করার দুই সপ্তাহের মধ্যে নতুন রক্ত কণিকা জন্ম হয়ে এ ঘাটতি পূরণ করে। বছরে তিনবার রক্তদান রক্তদাতার লোহিত কণিকাগুলোর প্রাণবন্ততা বাড়িয়ে দেয় এবং শরীরে আয়রণের ভারসাম্য বজায় থাকে।

ইংল্যান্ডের মেডিকেল পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, নিয়মিত স্বেচ্ছা রক্তদানকারী দুরারোগ্য রোগব্যাধি যেমন, ক্যান্সার, হৃদরোগ ও হার্ট অ্যাটাকের মতো রোগের ঝুঁকি থেকে প্রায়ই মুক্ত থাকেন। রক্তের কোলেস্টরেল-এর উপস্থিতি কমিয়ে দেহের স্থূলতা কমাতে সাহায্য করে। শরীরের বিপাকক্রিয়ায় অক্সিজেন ফ্রি রেডিকেল তৈরী হয়। এর জন্য আমরা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বুড়িয়ে যাই। রক্তদানে এ কেমিক্যাল শরীর থেকে বেরিয়ে গিয়ে শরীরকে বিষ মুক্ত করে। ফলে বয়সের চাপ দেরীতে পড়ে। মুমূর্ষু মানুষকে রক্তদান করে মানসিক পরিতৃপ্তি ও প্রশান্তি লাভ করা যায়। সর্বোপরি রক্তদান মানে নিজের ও পরিবারের দুঃসময়ের জন্য রক্ত সঞ্চয় করা। প্রতিবার রক্তদানের পর রক্তদাতার অস্থিমজ্জা নতুন রক্তকণিকা তৈরির জন্যে উদ্দীপ্ত হয়। ফলে রক্তদানের দুই সপ্তাহের মধ্যে সে ঘাটতি পূরণ হয়ে যায়। শরীরের রক্ত কণিকাগুলোর মধ্যে লোহিত রক্তকণিকার আয়ুষ্কাল সর্বোচ্চ ১২০ দিন। তাই চার মাস অর্থাত ১২০ দিন পর পর রক্তদানে শরীরের কোনো ক্ষতি নেই। রক্তদাতার রক্তে এর উপস্থিতি পরীক্ষা করা হয়। রক্তদাতা রক্তদানের ফলে এ টেস্টগুলো বিনামূল্যে করার সুযোগ পাচ্ছেন। রক্তদানের ফলে রক্তে এর পরিমাণ কমে, ফলে হৃদরোগের সম্ভাবনা ৩৩ ভাগ কমে যায়।

উকাপাস্ব পরিষদের সিইএম দেবোলালের বিরুদ্ধে ফেসবুকে আপত্তিজনক পোস্ট, গ্রেফতার যুবক

হাফলং (অসম), ৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য দেবোলাল গারলোসার বিরুদ্ধে আপত্তিজনক মন্তব্য করে গ্রেফতার হয়েছে এক যুবক। হাফলং সরকারি হাসপাতালের কর্মী উত্তম পালের ছেলে অনন্ত পাল ডুঙ্গেল নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে একটি ভিডিও বানিয়ে উত্তর কাছাড় পার্বত্য পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য দেবোলাল গারলোসার বিরুদ্ধে কিছু আপত্তিজনক মন্তব্য করেছিল। আজ বৃহস্পতিবার অনন্ত পাল ডুঙ্গেল নামের ওই যুবককে গুয়াহাটিতে তার নিজের ফ্ল্যাট থেকে গ্রেফতার করে হাফলঙে নিয়ে এসেছে ডিমা হাসাও পুলিশ।

বৃহস্পতিবারই অনন্ত পাল ডুঙ্গেলকে আদালতে হাজির করা হলে আদালত তাকে পুলিশের হেফাজতে পাঠিয়ে দিয়েছে। হাফলং থানার ওসি রঞ্জিত শইকিয়া জানিয়েছেন, অনন্ত পাল ডুঙ্গেল নামের যুবক গত ৬ সেপ্টেম্বর তার নিজের ফেসবুক প্যাজে একটি ভিডিও তৈরি করে উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য দেবোলাল গারলোসার বিরুদ্ধে আপত্তিজনক মন্তব্য করে। তার পর এই ফেসবুক পোস্ট দেখে হাফলং পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করে আজ ডিমা হাসাও জেলার পুলিশ সুপার ময়ঙ্ক কুমার এবং ডিএসপি সদরের সহযোগিতায় হাফলং পুলিশ অনন্ত পাল ডুঙ্গেলকে গুয়াহাটিতে তার নিজের ফ্ল্যাট থেকে গ্রেফতার করে হাফলং নিয়ে এসেছে, জানিয়েছেন ওসি রঞ্জিত শইকিয়া।

এমবিবি কলেজের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে রক্তদান শিবির ঘুরে দেখেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। ছবি নিজস্ব।

কর্ণাটকে হিজাব মামলার পরবর্তী শুনানি ১২ সেপ্টেম্বর সুপ্রিম কোর্টে

নয়াদিল্লি, ৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : কর্ণাটক হিজাব মামলার পরবর্তী শুনানি ১২ সেপ্টেম্বর হবে সুপ্রিম কোর্টে। বিচারপতি হেমন্ত গুপ্তার নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ আজকের শুনানি শেষ করেছে। শুনানির সময় আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত অ্যাডভোকেট দেবদত্ত কামাত বলেন, মৌলিক অধিকারগুলি তখনই নিষিদ্ধ করা যেতে পারে, যখন সেগুলি আইনশৃঙ্খলা, নৈতিকতা, স্বাস্থ্যের বিরুদ্ধে, তবে হিজাবের ক্ষেত্রে তা নয়। শুনানিতে গতকাল ধাওয়ান পাগড়ির কথা উল্লেখ করলে বিচারপতি বলেন, পাগড়িও কোনও ধর্মীয় পোশাক নয়। বিচারপতি হেমন্ত গুপ্তা বলেন, রাস্তায় হিজাব পরলে কারও কোনও সমস্যা নাও হতে পারে, কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে স্কুলে হিজাব পরা নিয়ে। প্রশ্ন হল, স্কুল প্রশাসন কী ধরনের ব্যবস্থা বজায় রাখতে চায়। কামাত যুক্তি দিয়েছিলেন, কিছু লোক হিজাব নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন এবং স্লোগান দিচ্ছেন এই ভিত্তিতে স্কুলগুলি শৃঙ্খলা বজায় রাখার কথা উল্লেখ করতে পারে না। এমন পরিবেশ তৈরি করা স্কুলের দায়িত্ব যেখানে আমি স্বাধীনভাবে আমার মৌলিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারি।

রাম লালার মূর্তির নকশার জন্য প্রস্তাব আমন্ত্রণ জানিয়েছে আইজিএনসিএ

নয়াদিল্লি, ৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল সেন্টার ফর আর্টস বিভিন্ন রামায়ণ শাস্ত্রে বর্ণিত পুরুষোত্তম শ্রী রামের শৈশব (রামলালা) চিত্রিত মূর্তিটির শৈল্পিক সৃষ্টির জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছে। নির্বাচিত দুটি সেরা কাজকে ৭৫,০০০ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। শেষ তারিখ ৪ অক্টোবর (বিজয়াদশমী)। কলা কেন্দ্রের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য অনুসারে, রামলালার সঙ্গে যুক্ত আন্তর্জাতিক নকশা ধারণা অংশীদারিত্বের লক্ষ্য হল ভগবান রামের শৈশবের শৈল্পিক চিত্রের একটি সংগ্রহের জন্য কাজ শুরু করা, যা বিশ্বাস এবং উপাসনার অনুভূতি জাগিয়ে তোলে। শিল্পী একটি অলঙ্কৃত পাদদেশে দাঁড়িয়ে বা বসার ভঙ্গিতে মূর্তিটির নকশা কল্পনা করতে পারেন, যেমন বিষয়টির বিশদে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রস্তাবের বর্ণনায় নকশাটি খোদাই করার জন্য পাথরের রঙ এবং প্রকার বা অন্য কোনও উপাদানের পরামর্শ দেওয়া যেতে পারে। পিডিএফ সংযুক্তি সহ ইমেলের মাধ্যমে কালো-সাদা বা রঙিন আকারে এ-ফোর শীটে নকশা জমা দেওয়ার আমন্ত্রণ জানানো হয়। প্রস্তাবের সঙ্গে আবেদনকারীর স্বাক্ষর, মোবাইল নম্বর, ল্যান্ডলাইন নম্বর এবং প্রেরকের ঠিকানা দিতে হবে।

বিএসএফের সঙ্গে সংঘর্ষে দক্ষিণ দিনাজপুরে নিহত ১ বাংলাদেশি পাচারকারী

দক্ষিণ দিনাজপুর, ৮ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : বুধবার বেশি রাতে হরিহরপুরে বিএসএফের সঙ্গে সংঘর্ষে মৃত্যু হল এক বাংলাদেশি নাগরিকের। বৃহস্পতিবার দুপুরে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ মৃতদেহ তুলে বালুরঘাটে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। বিএসএফ সূত্রে খবর, আনুমানিক রাত ১২ট নাগাদ ১০-১২ জন পাচারকারির একটি দল বাংলাদেশ থেকে হরিহরপুর ফাঁড়ির দিকে আসছিল। তখনই তাদের তাড়া করে বিএসএফ। দলের অধিকাংশ লোকজন বাংলাদেশের দিকে চলে গেলেও একজন বিএসএফ জওয়ানদের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। বিএসএফ জওয়ানের হাতিয়ার নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে ওই বাংলাদেশি। সেইসময় সংঘর্ষে নিহত হয় ওই বাংলাদেশি ।পাচারকারী যুবকের মৃত্যুর পর মৃতদেহের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ১০০ বোতল নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ, আনুমানিক ১০ থেকে ১২ কেজি কচ্ছপের চামড়া, একটি তারকাটার যন্ত্র, হাঁসুয়া সহ ৩টি লাঠি ।পাচারকারীর মৃতদেহের পাশ থেকে উদ্ধার হওয়া সামগ্রী পুলিসকে হস্তান্তর করা হয়।

”মন কি বাত’ ’মন কি ব্যথা’ হয়ে যাবে, কটাক্ষ মমতার

কলকাতা, ৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : পঞ্চায়েত ভোটের আগে নেতাজি ইন্ডোরে দলীয় কর্মসূচিতে দলকে চাঙ্গা করার জন্য ”ভোকাল টনিক” দিলেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি বিরোধী দলগুলিকেও এদিন জোরদার কটাক্ষ করেন মুখ্যমন্ত্রী।কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে সরাসরি পশ্চিমবঙ্গকে অপমান করার অভিযোগ তুলেছেন তিনি। প্রতি সপ্তাহে নিজের মনের কথা দেশবাসীর সঙ্গে ভাগ করার জন্য নরেন্দ্র মোদীর ”মন কি বাত” অনুষ্ঠানের নাম টেনে এনে কটাক্ষ করেন মমতা।এদিন সভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে গর্জে ওঠেন তৃণমূলনেত্রী। ”মন কি বাত”-কে কটাক্ষ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বলেন, ”মন কি বাত মনের ব্যথায় পরিণত হবে”। নাম না করে মোদীর বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশ্ন, ”মনে ব্যথা হয় না”? মমতার কটাক্ষ, ”বিজেপি আমাদের ভয় দেখানোর চেষ্টা করবেন না। যতই সিবিআই, ইডি কাঁচির চেষ্টা করো। কিছু হবে না। যত কাটবে, আমরা ততই বাড়ব। আমরা শক্তিশালী হব।” কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে বিজেপি নিজেদের কথায় চালনা করছে বলেও এদিন ইঙ্গিত করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতার কটাক্ষ, ”কাল মলয়, পরশু ববি, তারপর চন্দ্রিমা। অভিষেকের বাচ্চাও দু”বার ঘুরে এসেছে সিবিআই অফিস থেকে।রাজনীতিতে লড়াই করো, আমরা আছি। ২০২১ কি করতে বাকি রেখেছো। জগাই মাধাই গদাই, এবার হবে বাই বাই। ভেবেছে স্ট্রং নেতাদের গ্রেফতার করালে, বাকি কর্মীরা ভয় পেয়ে যাবে। কিন্তু জেনে রাখো নিহত সিংহের চেয়ে, আহত সিংহ অনেক ভয়ংকর।”

PNIeT No. e-PT-XVIII/EE/RD/STB/2022-23, Dated-06/09/2022
Tender for various works is hereby floated vide PNIET No. e-PT-XVIII/EE/RD/STB/2022-23, Dated 06/09/2022 under RD Santirbazar Division, South Tripura. For details please visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at M-8787480265 / 7005841976.

ICA/C-2145/2022-23

Executive Engineer
RD Santirbazar Division
Santirbazar, South Tripura

সন্ধান চাই

Ref- Chaampaliawar PS case No. 17-2022 Dated-12/08/2022 U/S-376(2)(i)(3) IPC & 04 of POCSO Act.

পাশের ছবিটি হল পলাতক আসামী শ্রী মানস সবর, পিতা- মৃত জগদিশ সবর, সাং- কন্ডাবস্তী গোপালনগর, থানা- চাম্পাহাওড়, জিলা- খোয়াই ত্রিপুরা। বিগত ১২/০৮/২০২২ ইং তারিখে উপরোক্ত মোকদ্দমাটি তার বিরুদ্ধে লিপিবদ্ধ করা হয়। অপরাধ সংগঠিত করার পর উক্ত ব্যক্তি এলাকা হইতে পালিয়ে যায়।

উক্ত পলাতক আসামি সম্পর্কে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে বা তাহার বর্তমান ঠিকানা জানা থাকিলে নিম্নে লিখিত টেলিফোন নাম্বারে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে। (প্রয়োজনে তথ্য দাতার পরিচিতি গোপন রাখা হইবে)

যোগাযোগ ঠিকানা
(১) খোয়াই ডি-আই-বি কন্ট্রোল
(০৩৮২৫-২২২০৮১)

ICA/D-938/2022-23

ইতি —
স্বাক্ষর -
খোয়াই জেলা পুলিশ আধিকারিক
খোয়াই, ত্রিপুরা

আজ সন্ধ্যায় সেন্ট্রাল ভিস্তার উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টায় রাজধানী দিল্লিতে নতুন সংসদ ভবন সেন্ট্রাল ভিস্তার উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ঔপনিবেশিক ভারতের ব্রিটিশ রাজশক্তির বৈভবের ছায়া কাটিয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। তারই অঙ্গ হিসেবে রাজপথের নাম বদল করে কর্তব্যপথ করা হয়েছে। ভারত-শাসনের ভরকেন্দ্র এই জায়গায় একইসঙ্গে সংসদ ভবন, সব মন্ত্রকের কেন্দ্রীয় সচিবালয় ও রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে ইন্ডিয়া গেট পর্যন্ত আসার ৩ কিমি দীর্ঘ কর্তব্যপথ তৈরির কাজ শুরু হয় ২০২০ সালে।

২০২০ সালে নতুন সংসদ ভবনে টাটা প্রজেক্টসকে নির্মাণ কাজের ভার দেওয়া হয়। কাজ শুরু হয় ২০২১ সালের জানুয়ারি মাসে। সরকারের পরিকল্পনা আছে এবছরের শীতকালীন অধিবেশন এই নয়া সংসদ ভবনে করার। ভবনের ৭০ শতাংশ কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। নভেম্বরের মধ্যে কাজ শেষ করার সময়সীমা ধরা হয়েছে। থাকবে উপ রাষ্ট্রপতির বাসভবনও। নর্থ ব্লক ও রাষ্ট্রপতি ভবনের গা ঘেঁষে ১৫ একর জমির উপর গড়ে উঠছে। এ বছরের জানুয়ারিতে কাজ শুরু হয়েছে। আগামী বছরের গোড়াতেই কাজ শেষ হবে। বর্তমানে উপ রাষ্ট্রপতির বাসভবনের কাজ ২৪ শতাংশ হয়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার /সঞ্জয়

কুমারগঞ্জে স্কুল থেকে উদ্ধার ৬ ফুটের গোখরো

কুমারগঞ্জ, ৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : দক্ষিণ দিনাজপুরে স্কুল থেকে উদ্ধার হল ৬ ফুটের গোখরো। জেলার কুমারগঞ্জ ব্লকের ধাদলপাড়া বেসিক প্রাইমারি স্কুলের ঘটনা।

জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকালে রাঁধুনিরা মিড-ডে মিলের মালপত্র রাখার ঘরে ঢুকলে সাপটিকে দেখতে পান। চালের বস্তার পাশে ঘাপটি মেরে বসেছিল সেটি। বিষয়টি জানাজানি হতেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে খুদে পড়ুয়াদের মধ্যে। শেষমেশ বালুরঘাটের দুই সর্প বিশারদ এসে গোখরোটিকে কৌটোবন্দি করার পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। সাপটি বন দফতরের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

বানারহাটে চা বাগানের নালায় দেখা গেল ৩ চিতাবাঘের শাবক, নজর রাখছেন বনকর্মীরা

বানারহাট, ৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : জলপাইগুড়ি জেলার চা বাগানে দেখা মিলল তিনটি চিতাবাঘের শাবকের। বৃহস্পতিবার বানারহাট ব্লকের গ্র্যান্ড্রাপাড়া চা বাগানের নর্থ ডিভিশনের একটি নালায় শাবকগুলিকে দেখতে পান কর্মরত শ্রমিকরা। বন দফতরে খবর দেওয়া হলে বিন্নাগুড়ি বন্যপ্রাণ দফতরের কর্মীরা সেখানে পৌঁছান। শাবকগুলিকে পর্যবেক্ষণে রেখেছেন বনকর্মীরা। বন দফতরের বক্তব্য, মা চিতাটি তার শাবককে ওই জায়গায় না পেয়ে আরও বেশি হিংস্র হয়ে উঠতে পারে। তাতে বাগানের শ্রমিকদের উপর হানা দেবার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে। এদিকে চিতার শাবকের খোঁজ মিলতেই ওই সেকশনে কয়েকদিনের জন্য কাজ বন্ধ করে দেন বাগান কর্তৃপক্ষ। বিন্নাগুড়ি বন্যপ্রাণ শাখার রেঞ্জার শুভাশিস রায় জানান, চা বাগানে তিনটি শাবক দেখা গেছে। তারা যাতে সুরক্ষিত থাকে এবং তাদের কেউ বিরক্ত না করে সেই বিষয়টি নজরে রাখা হচ্ছে। তিনদিন পরেও শাবকগুলি সেখানেই থাকলে তাদের উদ্ধার করে নিয়ে আসা হবে।-হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

মহারাষ্ট্র : চার থেকে পাঁচ দিন ভারী বৃষ্টির সতর্কতা দিল আবহাওয়া দফতর

মুম্বই, ৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : মহারাষ্ট্রে আরও ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। সতর্কতা হিসেবে সব নিরাপত্তা সংস্থাকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছে সরকার। মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্দে রাজ্যের সমস্ত জেলা প্রশাসনকে ত্রাণ ও উদ্ধার কাজে পুরোপুরি প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।

রাজ্যে আবহাওয়া দফতর পশ্চিম কোঙ্কন, উত্তর মহারাষ্ট্র এবং বিদর্ভ-এ আগামী চার থেকে পাঁচ দিন বৃষ্টিপাত বাড়তে পারে বলে সতর্ক করেছে। কোথাও কোথাও মুষলধারে বৃষ্টিও হতে পারে। এই সতর্কতার পরে মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্দে নির্দেশ দিয়েছেন যে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনগুলিকে তাদের ব্যবস্থা প্রস্তুত রাখতে হবে এবং যেকোনও দুর্যোগের ক্ষেত্রে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, আমাদের এনডিআরএফ এবং অন্যান্য উদ্ধারকারী দলগুলিকেও প্রস্তুত রাখা উচিত এবং ব্যবস্থাগুলি একে অপরের সাথে সুসংগতভাবে কাজ করা উচিত। হিন্দুস্থান সমাচার /সঞ্জয় / কাকলি

NIT NO: e-PT-40/W/EE/RDAD/2022-23 Dt. 07/09/2022
The Executive Engineer, R D Agartala Division, RD Department, Agartala, West Tripura invites e-tender (two bid) in PWD Form No. 8 from eligible bidders up to 3.00 P.M. of 16/09/2022 for Construction of Bamboo barricade & watch towers in connection with "Successful Organization of Mayer Gomon & Sharad Somman". For details, visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at 0381 2325988. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C-2146/2022-23

Executive Engineer
RD Agartala Division
Gurkhabasti, Agartala

CORRIGENDUM
Please read "extended up to 12.09.2022" in stead of "extended up to 05.09.2022" in 6th Line of Memorandum for the work "Construction of approach road for RCC bridge at Joypur towards Hairmara and improvement of road from Hairmara to Camperbazar road under Ramnagar Constituency Assembly (0.80 km)". issued on 2nd Sept, 2022 circulated vide memo no. F.TECH-4/Pt-X/EE-V/2022-23/3573-3637 Dated. Agt the 2nd Sept ,2022.
All other terms & condition etc. will remain unchanged.
" FOR AND ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF TRIPURA".'
(Er. S. K.Nath)
Executive Engineer
Agartala Division No.V, PWD (R&B)
ICA/C-2151/2022-23 Agartala, West Tripura.

ডিমা হাসাও জেলাকে দুটি জেলা গঠনের দাবি, আগামী ১১ সেপ্টেম্বর দিশপুরে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক

হাফলং (অসম), ৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলাকে দ্বিখণ্ডিত করে পৃথক দুটি জেলা গঠনের ইস্যু সহ ডিমা হাসাও জেলায় পিআরসি ভেরিফিকেশন সম্পর্কে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কয়েকজন মন্ত্রীকে নিয়ে গঠিত কমিটির সঙ্গে আগামী ১১ সেপ্টেম্বর এনসি হিলস ইন্ডিজেনাস পিপলস ফোরাম, ইন্ডিজেনাস স্টুডেন্টস ফোরাম এবং ইন্ডিজেনাস উইমেন ফোরামের সঙ্গে দিশপুরে বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।

উল্লেখ্য এই বৈঠক গত ৭ সেপ্টেম্বর হাফলঙে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কোকরাঝাড়ে ক্যাবিনেট বৈঠক থাকায় ৭ সেপ্টেম্বর হাফলঙের এই বৈঠক বাতিল করা হয়। অবশেষে ১১ সেপ্টেম্বর দিশপুরে প্রস্তাবিত বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে বলে ডিমা হাসাওয়ের জেলাশাসক নাজরিন আহমেদ এক পত্রযোগে ইন্ডিজেনাস পিপলস ফোরামের সাধারণ সম্পাদক এল লিমা কেভমকে অবগত করেছেন।

গত ৩ সেপ্টেম্বর একই ইস্যু নিয়ে রাজ্যের গৃহ বিভাগের সঙ্গে ইন্ডিজেনাস পিপলস ফোরাম, ইন্ডিজেনাস স্টুডেন্টস ফোরাম এবং ইন্ডিজেনাস উইমেন ফোরামের সঙ্গে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ২০১০ সালের ৩০ মার্চ রাজ্য সরকার উত্তর কাছাড় জেলার নাম বদল করে ডিমা হাসাও জেলা করার পর থেকে এর বিরোধিতা করে ডিমা হাসাও জেলাকে দ্বিখণ্ডিত করে দুটি পৃথক জেলা গঠনের দাবিতে তীব্র আন্দোলন করে আসছে এই তিনটি সংগঠন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য সরকার ডিমা হাসাও জেলাকে দুটি জেলা গঠনের দাবির ভিত্তিতে কয়েকজন মন্ত্রীকে নিয়ে কমিটি গঠন করে দেয়।

কিংবদন্তি সংগীতশিল্পী ভূপেন হাজরিকাকে তাঁর ৯৬-তম জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি গুগল ডুডল-এর

গুয়াহাটি, ৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : কিংবদন্তি সংগীতশিল্পী, গীতিকার, সুরকার, অভিনেতা, চলচ্চিত্র নির্মাতা ‘সুধাকণ্ঠ’, ‘ভারতরত্ন’ ড় ভূপেন হাজরিকাকে তাঁর ৯৬-তম জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়েছে গুগল ডুডল।

৮ সেপ্টেম্বর, অসমের ভারতীয় নেপথ্য সংগীতশিল্পী, গীতিকার, কবি, অভিনেতা, চলচ্চিত্র নির্মাতাকে শ্রদ্ধা জানিয়েছে গুগল। ২০১১ সালের ৫ নভেম্বর প্রয়াত এই গায়কের জন্মবার্ষিকী স্মরণে টেক জায়ান্ট তার হোমপেজে একটি ডুডল তৈরি করেছে। গুগল ডুডল শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে তা সামাজিক মাধ্যমে শেয়ার করেছে। টুইট করে গুগল বলেছে, ‘আপনারা কি জানেন, ভূপেন হাজরিকা একজন অসমীয়া-ভারতীয় শিশু প্রডিজি ছিলেন যিনি মাত্র ১২ বছর বয়সে ফিল্ম স্টুডিওগুলির জন্য গান গাওয়া এবং রচনা শুরু করেছিলেন!?’

নেতাজির ২৮ ফুট মূর্তি উন্মোচন করবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ইন্ডিয়া গেটের কাছে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর একটি বিশাল ২৮ ফুটের মূর্তি উন্মোচন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সঙ্গে বাজবে আজাদ হিন্দ ফৌজের আইকনিক গান ’কদম কদম বাড়ায়ে যা’। জেট ব্ল্যাক গ্রানাইট মূর্তিটি ইন্ডিয়া গেটের কাছে ক্যানোপির নীচে স্থাপন করা হবে।নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর মূর্তি সেই জায়গায় স্থাপন করা হবে যেখানে এই বছরের শুরুর দিকে নেতাজির হলোগ্রাম মূর্তি উন্মোচন করা হয়েছিল। সংস্কৃতি মন্ত্রক এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, নেতাজির মূর্তিটি ২৮০ মেট্রিক টন ওজনের গ্রানাইটের ব্লক থেকে খোদাই করা হয়েছে। মূর্তিটি তৈরি করতে সময় লেগেছে ২৬ হাজার ঘণ্টা। গ্রানাইটের এই মূর্তিটির ওজন ৬৫ মেট্রিক টন। ঐতিহ্যবাহী কৌশল এবং আধুনিক সরঞ্জাম ব্যবহার করে মূর্তিটি সম্পূর্ণ হাতে তৈরি করা হয়েছে। মূর্তি নির্মাণে জড়িত দলটির নেতৃত্বে ছিলেন অরুণ যোগীরাজ। ২৮০ মেট্রিক টন ওজনের গ্রানাইট পাথরটি তেলেঙ্গানার খাম্মাম থেকে নতুন দিল্লি নিয়ে আসা হয়। ১ হাজার ৬৬৫ কিলোমিটার রাস্তা পাড়ি দেওয়ার জন্য ১৪০ চাকার ১০০ ফুট লম্বা ট্রাক বিশেষভাবে ডিজাইন করা হয়েছিল। এই বছরের শুরুর দিকে নেতাজির ১২৫ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী পরাক্রম দিবসে ২৩ জানুয়ারি নেতাজির হলোগ্রাম মূর্তি উন্মোচন করেছিলেন।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: EE-IED/UDP/16/2022-23 Dated : 03/09/2022

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR RECEIPT OF APPLICATION FOR ISSUE OF TENDER FORM	TIME AND DATE OF OPENING OF TENDER	PLACE OF SALE OF TENDER DOCUMENTS	CLASS OF TENDERER
1	EE-IED/UDP/19/2022-23	₹ 3,70,389.00	₹ 7,408.00	20 Days	Up to 15.00 Hrs. on 12/09/2022	At 15.30 Hrs. on 13/09/2022	O/O- The Executive Engineer, IE Division Udaipur, Gomati District, Tripura.	Appropriate Class
2	EE-IED/UDP/20/2022-23	₹ 2,06,991.00	₹ 4,140.00	30 Days				

For and on behalf of the Governor of Tripura

(ER. AMIT DABRALA)
Executive Engineer
Internal Electrification Division, PWD
Udaipur, Gomati Tripura.
Mobile: 9402162303

ICA/C-2133/2022-23

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO: 20 /EE-JRN/PWD/2022-23 Dated: 06/09/2022
The Executive Engineer, Jirania Division, PWD(R&B) on behalf of the 'Governor of Tripura', invites item rate tender from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Firms/Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Govt Organization of other State& Central/owner of vehicle for the following works :

SL NO.	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TENDER FEE	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR RECEIPT OF APPLICATION FOR ISSUE OF TENDER FORM	TIME AND DATE OF OPENING OF TENDER	PLACE OF SALE OF TENDER DOCUMENTS	CLASS OF TENDERER
1	Mtc. Of different roads under Mandwi Sub-Division during the year 2022-23/SH:--Hiring of commercial vehicle (Maruti Van/Maruti Eco/Wagon-R) of 2016 Model or onwards for the use of the PWD(R&B), Sub-Division Mandwi, Tripura West during the year 2022-23.(2nd Call) DNIT No. 27/DNIT/VEH/EE-JRN/PWD (R&B)/ 2022-23	Rs. 2,07,750.00	Rs.4,155.00	Rs. 1,000.00	190(One hundred ninety) days	Upto 3.00P.M on 21-09-2022	At 3.30 P.M on 21-09-2022	O/O the Executive Engineer, PWD (R&B) JiraniaDivision	Appropriate .

Time for receipt of application for issue of Tender form. W.e.f 07-09-2022 to 20/09/2022 at 4:00pm and issue of tender forms will be stopped on 20/09/2022and last date of submission of Tender is 21-09-2022upto 3.00 pm.
For and on behalf of the Governor of Tripura

Executive Engineer
Jirania Division, PWD(R&B)

ICA/C-2137/2022-23

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 21/NIT/EE/PWD/AMP/2022-23 Dated: 03-09-2022
Memo No. F.TC-I(P-I)/EE/PWD/AMP/ 6730-798 Dated, 03-09-2022.
Cost of Tender form: Rs.4000/- (Rupees Four thousand) only
Last date and time for document downloading and bidding: 19-09-2022 upto 15.00 hrs. Time and date for opening of bid: - 19-09-2022 at 16:00 hrs. if possible.

Sl No	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for completion	Class of Bidder
1	DNIeT No:-79 /SE-III/R/2022-23.	Rs. 59,18,676.00	Rs.1,18,374.00	180 Days	Appropriate Class
2	DNIeT No:- 80/SE-III/R/2022-23	Rs.72, 80,074.00	Rs.1,45,601.00	180 Days	
3	DNIeT No:- 82 /SE-III/R/2022-23.	Rs.92,20,112.00	Rs.1,84,402.00	180 Days	
4	DNIeT No:- 83 /SE-III/R/2022-23.	Rs. 1, 40,76,911.00	Rs.2,81,538.00	180 Days	

Tender can also be seen in the website https://tripuratenders.gov.in
All other necessary information can be seen in the Amarpur Division PWD(R&B) office in office hours.

For and on behalf of Governor of Tripura
Sd/-Illegible
Executive Engineer
Amarpur Division, PWD(R&B)
Amarpur, Gomati Tripura

ICA/C/2140/22

বড়জলাস্থিত টিআরটিসি মাঠ পরিদর্শন করেন শ্রমিক উন্নয়ন মঞ্চের কর্মকর্তারা। ছবি নিজস্ব।

গল্ফগ্রিন থানার লকআপে পিটিয়ে মারার অভিযোগে সিসিটিভি ফুটেজ জমার নির্দেশ হাইকোর্টের

কলকাতা, ৮ সেপ্টেম্বর (হি. স.): দক্ষিণ কলকাতার গল্ফগ্রিন থানার লকআপে একজনকে পিটিয়ে মারার অভিযোগে পরিবার দাবি মেনে এবার থানার সিসিটিভি ফুটেজ এবং ময়নাতদন্তের ভিডিয়ো রেকর্ডিং জমা দেওয়ার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট'। বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা এই নির্দেশ দিয়েছেন।

গল্ফগ্রিন থানার লকআপে পিটিয়ে মারার ঘটনায় পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হয়েছিল। মৃত বিজেপি কর্মী দীপঙ্কর সাহার পরিবার দাবি করেছিল, সেদিনের থানার সিসিটিভি ফুটেজ জমা দেওয়া হোক। এই দাবি নিয়ে মামলা করা হয় কলকাতা হাইকোর্টে। বৃহস্পতিবার গল্ফগ্রিন কাণ্ডের মামলার শুনানি ছিল রাজশেখর মান্থার বেঞ্চে। তিনি শুনানি শেষে সরাসরি নির্দেশ দেন, ঘটনার দিনের সিসিটিভি ফুটেজ জমা দিতে হবে গল্ফগ্রিন থানাকে। আবার দীপঙ্কর সাহার ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এবং ভিডিয়ো রেকর্ডিংও জমা করতে হবে। এইসব জিনিস জমা দিতে হবে আগামী ২১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। উল্লেখ্য, গত ৫ অগস্ট থানার লকআপে এক যুবককে পিটিয়ে মারার অভিযোগ ওঠে। দীপঙ্কর সাহা নামে ওই যুবক এলাকায় বিজেপি কর্মী বলে পরিচিত। তাঁকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায় পুলিশ। তার পর রাত ৯টা নাগাদ আহত অবস্থায় রাস্তার পাশে তাঁকে ফেলে দিয়ে যায় বাড়ির সামনে। কিন্তু তাঁকে এম আর বাঙ্গুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই ঘটনা নিয়েই পুলিশের অতি সক্রিয়তার অভিযোগ তোলেন দীপঙ্করের পরিবার। সেই অভিযোগ আদালতে গড়াতেই বড় নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। পরিবারের অভিযোগ ছিল, লকআপে মারধর করা হয়েছিল বলেই অসুস্থ হয়ে মৃত্যু হয় দীপঙ্করের। তাঁর ভাই কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করে জানান, গল্ফগ্রিন থানার সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ্যে আনার জন্য। আজ সেই আর্জিই মেনে নিল কলকাতা হাইকোর্ট।

গাছের সঙ্গে মোটরসাইকেলের ধাক্কা, মৃত ২ আরোহী

সুলতানপুর (উত্তরপ্রদেশ), ৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : বুধবার রাতে চান্দার রামপুর কারবালার কাছে একটি গাছের সঙ্গে মোটরসাইকেল ধাক্কা লেগে দুজন মারা গিয়েছে বলে বৃহস্পতিবার পুলিশ জানিয়েছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতদের নাম চন্দ্র প্রকাশ (২২) এবং মৌসম তিওয়ারি (২৩)।বুধবার রাতে একটি জন্মদিনের পার্টি থেকে ফিরছিলেন তারা। চান্দা থানার রামপুর কারবালার কাছে মোটর সাইকেলটি আচমকা একটি গাছে ধাক্কা মারলে এই দুর্ঘটনা ঘটে। স্থানীয় বাসিন্দারা দুজনকে গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে গেলে দুজন মারা যায় বলে পুলিশ জানিয়েছে।

প্রয়াত হলেন ভোজপুরি লোকনৃত্যের প্রাণপুরুষ রামচন্দ্র মাঞ্জি

পাটনা, ৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : দীর্ঘ অসুস্থতার পরে স্থানীয় একটি হাসপাতালে মারা গেলেন ভোজপুরি লোকনৃত্যের প্রাণপুরুষ রামচন্দ্র মাঞ্জি। বৃহস্পতিবার পারিবারিক সূত্রে এ খবর জানা গিয়েছে। পদ্মশ্রী পুরস্কারপ্রাপ্ত রামচন্দ্র মাঞ্জি, আট দশক ধরে ভোজপুরি লোকনৃত্য নাচ"-এ অভিনয় নিজের দক্ষতার নজির সৃষ্টি করেছেন। ৯৭ বছর বয়সী মাঞ্জি চার ছেলে ও দুই মেয়েকে রেখে গেলেন।

হৃদরোগ এবং অন্যান্য অসুস্থতা নিয়ে গত ২ সেপ্টেম্বর ইন্দিরা গান্ধী ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সে ভর্তি করা হয়েছিল তাঁকে। বুধবার রাতে তিনি মারা যান। ১৯২৫ সালে বিহারের সারান জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি। তিনি ছিলেন কিংবদন্তি ভিখারি ঠাকুরের নাচ ফর্মের লোকনৃত্যের শেষ বংশধর। তিনি ভোজপুরি ভাষার শেক্সপিয়র নামে পরিচিত ভিখারি ঠাকুরের আদি দলের অন্যতম সদস্য।

বর্তমানে সরণ-ভিত্তিক ভিখারি ঠাকুর রেপার্টরি ট্রেনিং অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। মাঞ্জি ছিলেন লাউন্ডা নাচের একজন বিখ্যাত অভিনয়শিল্পী। বৃদ্ধ বয়সেও নৃত্যের প্রতি তার আবেগ তাকে সঙ্গীত নাটক অকাদেমি পুরস্কার (২০১৭) এবং পদ্মশ্রী (২০২১) সহ বিভিন্ন সম্মানে সম্মানিত হয়েছেন।

রঙিয়ায় উদ্ধার বহু বুনো জীবজন্তু, ধৃত সেনাবাহিনীর স্টিকার সাঁটা বিলাসী দুই গাড়ি সহ দুই পাচারকারী

রঙিয়া (অসম), ৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : অসম-মিজোরাম সীমান্ত থেকে বহিঃরাজ্যে নিয়ে যাওয়ার পথে রঙিয়া পুলিশ আজ বৃহস্পতিবার ভোরের দিকে ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে অভিযান চালিয়ে ১৯টি বানর, ২-টি কাঙ্গারু, তিনটি বড় কচ্ছপ, ১৫টি ছোট কচ্ছপ এবং দুটি বুনো পাখি বাজেয়াপ্ত করেছে। বন্য জীবজন্তু, পাখি ও কচ্ছপ পরিবাহী ডিএল ৮ সিএকিউ ৯৮৭৬ এবং ডিএল ১০ সিএইচ ৭৯২৪ নম্বরের বিলাসী গাড়ি দুটির সঙ্গে আটক করা হয়েছে দুই ব্যক্তিকে। প্রাণীসম্পদ পাচারে ব্যবহৃত টয়োটা কোম্পানির একটি ফরচুনার এবং একটি ইনোভা গাড়িতে সেনাবাহিনীর স্টিকার সাঁটা ছিল।

রঙিয়া থানার ওসি জানান, বাজেয়াপ্তকৃত জীবজন্তুতে মিনি চিড়িয়াখানায় পরিণত হয়েছে থানা। কামরূপ গ্রামীণ জেলার অন্তর্গত রঙিয়া পুলিশ প্রাণীসম্পদ চোরাকারবারিদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে ইতিমধ্যে সাফল্য লাভ করেছে।

তিনি জানান, বাজেয়াপ্তকৃত বানর, কাঙ্গারু, শিম্পাঞ্জি, লাজুক বানর, কচ্ছপগুলিকে নিরাপদে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে এগুলিকে বন দফতরে সমঝে দেওয়া হবে। এছাড়া ধৃত বনজ সম্পদ চোরাকাবারি দুজনকে জেরা করা হচ্ছে বলে জানান থানার ওসি।

‘অপরাধীদের’ হোমগার্ডে চাকরির প্রতিবাদে মাও-পোস্টার পুরুলিয়ায়

কলকাতা, ৮ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : ফের মাও পোস্টার ঘিরে চাঞ্চল্য। সিপিআই মাওবাদীর নামে পোস্টার পড়ল পুরুলিয়ার বড়বাজার থানা এলাকায়। বাংলা ও হিন্দি ভাষায় লেখা এই পোস্টার গুলিতে লেখা, স্পেশাল হোমগার্ড ও হোমগার্ডে কেন ক্রিমিনালদের চাকরি দেওয়া হয়েছে? তা স্থানীয় নেতাদের কাছ থেকে জানতে চাই। পোস্টারে যেসব ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে। যদিও জেলা পুলিশ সুপার জানান এই পোস্টার গুলি মাওবাদীদের সাথে কোন যোগ নেই। বড়বাজার থানা এলাকায় বাংলা ও হিন্দি ভাষায় লেখা এই পোস্টার গুলি এদিন সকালে দেখতে পায় স্থানীয় মানুষজন। রাস্তার ধারে ইলেকট্রিক পোস্টে এবং স্থানীয় বাড়ির দেওয়ালে এই পোস্টার গুলি লাগানো থাকতে দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা। সেখানে আগামী ১১ তারিখ বন্ধের ডাক দেওয়া হয়েছে। পোস্টারে স্থানীয় তৃণমূল নেতাদের হুমকি দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারি কর্মচারীদের হুমকি দেওয়া হয়েছে। গরিব মানুষের টাকা লুট করে যারা বড়লোক হয়েছেন সেই সব নেতাদের উদ্দেশে এই পোস্টারে হুমকি দেওয়া হয়। ক্রিমিনালদের স্পেশাল হোমগার্ড ও হোমগার্ড এ কেন চাকরি দেওয়া হয়েছে? তা জানতে স্থানীয় নেতাদের কাছ থেকে তার কৈফত চাওয়া হয়েছে। পোস্টারগুলি কে বা কারা এই স্থানে লাগিয়ে গেছে তা নিয়ে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

বৃহস্পতিবারও অপরিবর্তিত জ্বালানির দাম

নয়াদিল্লি, ৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : বৃহস্পতিবারও দেশে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল রয়েছে। ফলে টানা তিনমাসেরও বেশি সময় ধরে অপরিবর্তিত থাকল জ্বালানির দাম। বৃহস্পতিবার ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন এক বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, দিল্লিতে পেট্রোল প্রতি লিটার ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

মুম্বইতে এক লিটার পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে ১০৬.৩১ টাকায় এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৭ টাকায়। চেন্নাইতে এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেলের ৯৪.২৪ টাকা।

কলকাতায় এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০৬.০৩ টাকা আর ডিজেলের দাম ৯২.৭৬ টাকা। ভ্যাট এবং মালবাহী চার্জের উপর নির্ভর করে দেশে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম রাজ্যে আলাদা। কেন্দ্রীয় সরকারও মোটর জ্বালানির উপর আবগারি শুল্ক নিয়ে থাকে। প্রসঙ্গত, গত ২১ মে থেকে সারা ভারতে জ্বালানির দাম স্থিতিশীল রয়েছে।হিন্দুস্থান সমাচার /সঞ্জয়

রাজ্যে ফের চোখরাঙাচ্ছে নিম্নচাপ, সপ্তাহান্তে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস

কলকাতা, ৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : ভ্যাপসা গরমে কাহিল কলকাতা। এই অসহনীয় পরিস্থিতিতে কিছুটা আশার বাণী শোনাল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। বৃহস্পতি ও শুক্রবারের মধ্যে বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ তৈরি হতে পারে। যার প্রভাবে বৃষ্টিতে ভিজতে পারে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গ। হাওয়া অফিস সূত্রে খবর, ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয়েছে। তা পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে।

নিম্নচাপের জেরে শুক্রবার দুপুরের পর থেকেই রাজ্যের উপকূল এবং ওডিশা সংলগ্ন জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। নিম্নচাপের জেরে বৃষ্টিপাত হতে পারে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায়। শুক্রবার, শনিবার, রবিবার বাড়বে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ। শনিবার মূলত বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে উপকূলবর্তী দুই জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুরে। পাশাপাশি ঘণ্টায় ৩৫ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে বইতে পারে ঝোড়ো হাওয়া।

এদিন কলকাতার আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে। বেলার দিকে হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। বিকেলের পর বাড়বে বৃষ্টির পরিমাণ। শনিবার থেকে বৃষ্টি বাড়বে কলকাতাতেও। এদিকে বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গের পাঁচ জেলা দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং জলপাইগুড়িতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। শনিবার উত্তরবঙ্গেও বাড়বে বৃষ্টির পরিমাণ।

প্রসঙ্গত, চলতি বছরে বর্ষায় বৃষ্টি কার্যত ব্রাত্য দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে। সে ভাবে ভারী বৃষ্টি হয়নি কলকাতাতেও। কয়েক দিন আগে বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের দরুন কিছুটা বৃষ্টি পেয়েছিল দক্ষিণের জেলাগুলি। কিন্তু নিম্নচাপ কাটতে আবারও গরমে পুড়ছে দক্ষিণবঙ্গ। এই পরিস্থিতিতে নতুন করে নিম্নচাপ তৈরি হলে, গরম থেকে খানিকটা স্বস্তি মিলতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে।-হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

সিআইডি-র বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়ে সিবিআইকে চিঠি দেবযানীর মা শর্বরী মুখোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ৮ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : সারদাকাণ্ডে সিআইডি-র বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়ে সিবিআইকে চিঠি দিলেন দেবযানী মুখোপাধ্যায়ের মা শর্বরী মুখোপাধ্যায়। দেবযানীকে চাপ দিয়েছে সিআইডি", বিস্ফোরক অভিযোগ দেবযানীর মায়ের।

সিআইডি-র বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়ে সেই চিঠিতে তিনি জানিয়েছেন, ‘মেয়েকে মানসিক চাপ দিচ্ছে সিআইডি।’ ‘শুভেন্দু অধিকারী ও সুজন চক্রবর্তীর নামে অভিযোগ করার জন্য চাপ’ দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। "মূলত জেল বন্দি দেবযানী এমনটাই অভিযোগ জানিয়েছেন তাঁর মাকে। শর্বরী মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, ‘সারদার থেকে টাকা নিয়েছেন শুভেন্দু ও সুজন দুজনেই নিয়েছেন ৬ কোটি টাকা করে। তাঁর সামনেই টাকা দেওয়া হয়েছে বলে বয়ান দিতে দেবযানীকে চাপ দেওয়া হচ্ছে। অভিযোগ না করলে আরও ৯টি মামলায় ফাঁসানো হবে" বলে চাপ দেওয়া হয়েছে। ২৩ অগাস্ট দমদম জেলে গিয়ে চাপ দেওয়ার অভিযোগ সিআইডির বিরুদ্ধে। সিবিআইকে দেওয়া দেবযানী মুখোপাধ্যায়ের মায়ের চিঠিতে এমনটাই উল্লেখ করা হয়েছে।

দক্ষিণ কামরূপে শিশুখাদ্য আত্মসাৎ করে জনতার হাতে ধৃত অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী

কামরূপ (অসম), ৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : কামরূপ গ্রামীণ জেলার দক্ষিণ কামরূপের গরৈমারিতে শিশুখাদ্য আত্মসাৎ করে স্থানীয় জনতার হাতে ধরা পড়েছেন জনৈক অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী। ঘটনাকে কেন্দ্র করে গতরাতে হুলস্থুল পরিবেশের সৃষ্টি হয় গরৈমারির মহিমারি এলাকায়।

অভিযোগ, দীর্ঘ দিন ধরে শিশুখাদ্য চুরি করে আত্মসাৎ করে আসছিলেন ১৩২ নম্বর দক্ষিণ টুক্রাপাড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মী বাসিরুন্নেসা। গতকাল রাতে সমাজকল্যাণ বিভাগের আবণ্টিত চাল বিক্রির জন্য নিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। সে সময় হাতেনাতে স্থানীয় জনতা তাকে ধরে ফেলেন। খবর দেওয়া হয় স্থানীয় থানায়। থানা থেকে পুলিশের দল এসে ছয় বস্তা চাল-বোঝাই ই-রিকশা আটক করে। এর সঙ্গে আটক করা হয় ই-রিকশার চালক সমেশ আলিকেও। এর পর পুলিশের পদক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘ দিন থেকে ছয়গাঁও সুসংহত শিশু উন্নয়ন প্রকল্পের অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী বাসিরুন্নেসা শিশুখাদ্য আত্মসাৎ করে গ্রামের কচিকাঁচা শিশুদের পুষ্টিকর খাদ্য থেকে বঞ্চিত করে আসছিলেন। দুর্নীতিগ্রস্ত অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী বাসিরুন্নেসাকে শিগগির গ্রেফতার করার পাশাপাশি বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের কাছে তার বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

চাকরিচ্যুত

● প্রথম পাতার পর

এনিয়ে রাজ্যজুড়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। চাঁদনি চন্দ্রন এদিনের নোটিশে বিভিন্ন সময়ে আদালতের রায় এর বিষয়গুলি উল্লেখ করেছেন।

ছাত্র

● প্রথম পাতার পর

পরে ছাত্রটি অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় বামুটিয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে।

পরে এলাকাবাসী ফটিক ছড়া জে বি স্কুলে বিক্ষোভ দেখায়। এলাকাবাসী শিক্ষক সঞ্জীব দাসের বরখাস্তের দাবি করে। এলকাবাসীর অভিযোগ শিক্ষক সঞ্জীব দাস বিদ্যালয়ের সঠিক সময়ে আসেন না, অধিকাংশ সময় মোবাইল ফোনে ব্যস্ত থাকেন। তার মোবাইল ফোনে ব্যস্ত থাকার সময়, ছাত্ররা দুষ্টামি করাতে ব্যাঘাত ঘটায় এই কান্ড ঘটেছে বলে এলাকাবাসীর অভিযোগ।

চালক

● প্রথম পাতার পর

কাছে খবর আসে এ গাড়িটি প্রচুর পরিমাণে হিরোইন নিয়ে আগরতলা থেকে তেলিয়ামুড়ার দিকে আসছে। সেই গোপন খবরের ভিত্তিতে তেলিয়ামুড়া ট্রাফিক পুলিশ এবং তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ ট্রাফিক ডিএসপি বিক্রম জিৎ শুক্লদাসের নেতৃত্বে তেলিয়ামুড়া থানাধীন হাওয়াই বাড়ি স্থিত নাকা চেকিং পয়েন্টে উৎ পেতে বসে। এই গাড়িটিকে প্রত্যক্ষ করে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ এবং ট্রাফিক ইউনিটের পুলিশ আটক করে গাড়িসহ চালককে। পরে গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ৫৭ কৌটা হিরোইন এবং প্রচুর পরিমাণে খালি কৌটা উদ্ধার করে। আটক করা হয় গাড়ির চালক গণি মিয়াকে। উল্লেখ্য গনি মিয়া নাবালিকা ধর্ষণ মামলায় খোয়াই আদালতের বিচারাধীন।

খোয়াইয়ে বিভিন্ন দাবীতে সিপিএমের পদযাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর।। সামনে বিধানসভা নির্বাচন হাতেগোনা আর মাত্র কয়েক মাস বাকি। নির্বাচনকে সামনে রেখে সব কটি রাজনৈতিক দল ইতিমধ্যেই ময়দানে নামতে শুরু করেছে। এর অঙ্গ হিসেবে কাজের প্রধান বিরোধী দল সিপিআইএমও ঘরে বসে নেই। তারা বিভিন্ন দাবিতে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে নানা আন্দোলন কর্মসূচি পালন করে চলেছে। এর অঙ্গ হিসেবে পাঁচ দফা দাবির আন্দোলনে খোয়াইয়ের শহরতলীর বারবিল গ্রামের তিনটি বুথে পদযাত্রা সংগঠিত করা হয়। বিস্তীর্ণ এলাকা পরিক্রমা করে উদ্দীপ্ত পদযাত্রা। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, পানীয় জল, যোগাযোগ ও বিদ্যুৎ পরিষেবার মানোন্নয়ন সহ রাজ্যজুড়ে রাজনৈতিক সন্ত্রাস বন্ধ করার দাবিতে খোয়াই বিধানসভা কেন্দ্রের বাহান্নটি বুথ এলাকায় চলছে সি পি আই এমের মিছিল পদযাত্রা। খোয়াই এর বারবিলে এইকর্মসূচী ছিল পঞ্চম দিনের মতো। এর আগে শহর উত্তরাঞ্চল, খোয়াই পশ্চিমাঞ্চল, পূর্বাঞ্চল ও জাম্বুরা গ্রামের পদযাত্রা সংশ্লিষ্ট এলাকায় সাড়া ফেলেছিল। সি পি আই এমর রাজ্য কমিটির সদস্য বিধায়ক নির্মল বিশ্বাস সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন।

ধর্মনগরে

● প্রথম পাতার পর

যে সিমেন্ট মিশ্রনে তৈরি বোর্ড ব্যবহার হত সেই বোর্ড নির্মান করতেও পর্যন্ত দূর্নীতি হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছিল। গত ৩০ শে আগস্ট দূর্নীতি এবং স্বজন পোষণের অভিযোগ এনে পূর্ব হুরুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য সদ্যসারা পঞ্চায়েত প্রধান বেলা রানি ঘোষের বিরুদ্ধে অনাস্থা এনেছিলেন বলেও জানা গেছে। যেহেতু নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্য সদস্যারা পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে দূর্নীতি এবং স্বজন পোষণের অভিযোগ আনেন তা থেকে সাধারণ মানুষের বোঝতে আর বাকি নেই কি সব ভূতুরে কান্ড। পাহাড় সমান দূর্নীতি হয়েছে পঞ্চায়েতে। কিন্তু এর বিরুদ্ধে দপ্তরের কোন তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এমন কোন খবর নেই এখনও।

সিপিএমের

● প্রথম পাতার পর

দেবনাথ, পুলস্ত চক্রবর্তী, প্রণব দাস, প্রদীপ দেবনাথ, পার্থ প্রতিম মজুমদার, সিদ্দিকুর রহমান, গোপাল ভদ্র, বিপ্লব সাহা, প্রদীপ বিশ্বাস, চন্দন বিশ্বাস, দীপক পাল, বিল্লাল হোসেন, গোপাল দেব সহ নাম না জানা আরো কয়েকজন। বিজেপির বিশালগড় মন্ডল সাধারণ সম্পাদক তপন দাস জানান সিপিএমের মহকুমা দপ্তর থেকে মহকুমা শাসকের অফিসে ডেপুটেশন দেওয়ার কথা। কিন্তু ১০০ মিটার পেছনে মহকুমা হাসপাতালের সামনে কেন এলো তারা। ক্যাডারবাহিনী সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে হামলা চালায় বিজেপির তিন কার্যকর্তার ওপর। তারা বাড়িতে যাচ্ছিলেন।

প্রাণে মারার উদ্দেশ্যে নিরীহ কার্যকতাদের উপর হামলা চালিয়েছে। বিশালগড়বাসী বৃহস্পতিবার প্রত্যক্ষ করেছে কারা বাইক বাহিনী, আর কারা হেলমেট বাহিনী। প্রত্যেকের হাতে ছিল লাঠি শাবল লোহার রড। দোষীদের অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবি জানান বিশালগর মন্ডল কমিটি। উল্লেখ্য পুলিশের অনুমতি ছাড়াই এদিন মিছিল সংঘটিত করে সিপিএম। পুলিশ বাধা দান করলে পুলিশের সঙ্গে আঙ্গুল উঁচিয়ে তর্কযুদ্ধ করেন সিপিএম রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী। এমনকি মিছিলে থাকা সিপিএমের ক্যাডাররা পুলিশকে হুমকি দিতে থাকেন। পরবর্তী সময়ে ক্যাডারদের গুন্ডামি নিয়ন্ত্রণ করতে গেলেও পুলিশের উপর লাঠি তুলে আক্রমণের চেষ্টা করে সিপিএমের ক্যাডার বাহিনী। ঘটনার জেরে গোটা বিশালগড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এই বিশালগড়ের অফিসটিলা সুপরিচিত সন্ত্রাসের আঁতুড়ঘড়।

২০১৭ সালে যুব মোর্চার তৎকালীন জেলা সভাপতি সহ যুব মোর্চার কার্যকর্তাদের হাসপাতালে ঘেরাও করে খুনের চেষ্টা করেছিলেন। এই অফিসটিলাতেই প্রকাশ্যে দিবালোকে বিধায়ক পরিমল সাহাকে হত্যা করেছিলেন সিপিএমের ক্যাডার বাহিনী। স্থানীয় বিধায়ক ভানুলাল সাহা নিরামিষ অস্ত্রের নিদান দিয়ে অশান্তি পাকানোর চেষ্টা করেছিলেন। তার নিদান মতোই আজ রড সাবল নিয়ে উনার ক্যাডাররা সন্ত্রাস কায়েম করে গোটা বিশালগড়ে।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

১৯৪ জন ছাত্রছাত্রীকে বোর্ডিং হাউজ স্টাইপেণ্ড প্রদান করা হয়েছে। তাতে ব্যয় হয়েছে ১৮৮৯.৪৮ লক্ষ টাকা। এছাড়া ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে ২৯ হাজার ৫০০ জন ছাত্রছাত্রীকে বোর্ডিং হাউজ স্টাইপেণ্ড প্রদান করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে দপ্তর। ২০২১-২২ অর্থবর্ষে রাজ্যের নিজস্ব প্রকল্প থেকে ৩৩ হাজার ৬৫৪ জন জনজাতি সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীকে প্রিমেট্রিক (ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী) স্কলারশিপ প্রদান করা হয়েছে। ব্যয় হয়েছে ১৩৪.৫৫ লক্ষ টাকা। চলতি অর্থবর্ষে ৩৪ হাজার এসটি ছাত্রছাত্রীকে প্রিমেট্রিক (ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী) স্কলারশিপ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে দপ্তর কাজ করছে। এছাড়াও দপ্তরের উদ্যোগে ২০২১-২২ অর্থবর্ষে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফলতা পেয়েছে এমন ৩৩ হাজার ১২৫ জন জনজাতি অংশের ছাত্রছাত্রীকে মেরিট অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়েছে।

জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের প্রধান সচিব জানান, ২০২১-২২ অর্থবর্ষে ৩২১ জন জনজাতি সম্প্রদায়ের সুবিধাভোগীকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এককালীন আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। তাতে ব্যয় হয়েছে ৩ কোটি ৫ লক্ষ টাকা। জনজাতি অংশের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণ করা হয়েছে ২৮ হাজার ৬৭১টি। এছাড়াও অংক, বি'ান, ইংরেজি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে জনজাতি অংশের ৮,৯৫০ জন ছাত্রছাত্রীকে বিশেষ কোচিং করানো হয়েছে।

প্রধান সচিব জানান, কেন্দ্রীয় প্রকল্পে ২০২১-২২ অর্থবর্ষে ৩০ হাজার ৪৩৫ জন ছাত্রছাত্রীকে পোস্টমেট্রিক স্কলারশিপ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও চলতি অর্থবর্ষে ৩৯ হাজার ৫১৩ জন ছাত্রছাত্রীকে পোস্টমেট্রিক স্কলারশিপ প্রদানের প্রক্রিয়া চলছে। তিনি জানান, রাজ্যের জনজাতি অংশের ছাত্রছাত্রীদের জন্য বর্তমানে ৪টি ছাত্রাবাসের নির্মাণ কাজ চলছে। সেগুলি হলো- মহিলা কলেজে ১০০ শয্যাবিশিষ্ট গার্লস হোস্টেল, ঊনকোটি জেলার আম্বেদকর মহাবিদ্যালয়ে ৫০ শয্যাবিশিষ্ট গার্লস হোস্টেল, ধলাই জেলার গণ্ডাতুইসা সরকারি ডিগ্রি কলেজে ৫০ শয্যাবিশিষ্ট বয়েজ হোস্টেল এবং উদয়পুর বালিকা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৫০ শয্যাবিশিষ্ট গার্লস হোস্টেল। এই হোস্টেলগুলি আগামী নভেম্বর মাসের মধ্যে চালু করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।

পর্যালোচনা সভায় প্রধান সচিব জানান, প্রধানমন্ত্রী আদি আদর্শ গ্রাম যোজনায় প্রথম পর্যায়ে ধলাই জেলায় ৬২টি গ্রামকে সার্বিক উন্নয়ন করার জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে। তাতে প্রতিটি গ্রামের জন্য ২০ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা করে ব্যয় করা হবে। তিনি জানান, রাজ্যের বনজ সম্পদকে ভিত্তি করে শিল্প স্থাপনে উৎসাহিত করতে এবং কারিগরদের উৎসাহিত করতে জনজাতি কল্যাণ দপ্তর রাজ্যে ৯২টি বনধন বিকাশ কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে। এরমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই ৩২টি বনধন বিকাশ কেন্দ্র স্থাপনের ম'রি দিয়েছে। এছাড়াও জনজাতি অধ্যষিত এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়নে একটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পে ১,৩০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। সভায় এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী রাবার মিশন, বনাধিকার আইন এবং ট্রাইবেল রিসার্চ অ্যাণ্ড কালচারাল ইনস্টিটিউট নিয়ে আলোচনা করেন দপ্তরের প্রধান সচিব।

পর্যালোচনা সভায় জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী রামপদ জমাতিয়া, মুখ্যসচিব জে কে সিনহা এবং জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের অন্যান্য পদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

াঙ্গন

ব্যর্থতা কাটাতে শ্রীরামেই আস্থা রাখছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড

ঢাকা, ৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : গত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর থেকে একের পর এক ব্যর্থতায় বিরক্ত বাংলাদেশের ক্রিকেটপ্রেমীরা। ক্ষুব্ধ ক্রিকেট কর্তারাও। তবে দলের ব্যর্থতা কাটাতে অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন সহকারী কোচ শ্রীধরন শ্রীরামেই আস্থা রাখছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড।

শুধু এশিয়া কাপ নয়, টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটেই বাংলাদেশের পারফরম্যান্স সন্তোষজনক নয়। গত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর ১৫টি ২০ ওভারের ম্যাচ খেলে মাত্র দু'টিতে জয় পেয়েছেন শাকিব আল হাসানরা। ক্রিকেটের সব থেকে ছোট সংস্করণে জাতীয় দলের ব্যর্থতার উত্তর খুঁজছেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) কর্তারা। প্রয়োজনে কড়া সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা ভেবেছেন তাঁরা। ২০ ওভারের ক্রিকেটে শাকিবদের ছন্দে ফেরাতে বাংলাদেশের ভরসা এখন অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন সহকারী কোচ শ্রীধরন শ্রীরাম। ভারতীয় কোচ বেশ কয়েক বছর কাটিয়েছেন অ্যারন ফিঞ্চদের সাজঘরে। অত্যাধুনিক প্রশিক্ষণ এবং অনুশীলনের সঙ্গে পরিচিত শ্রীরাম। তাঁর পরামর্শ মতোই চলতে চাইছেন বিসিবি কর্তারা। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দলে আগেই একাধিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন বিসিবির ক্রিকেট ম্যানেজমেন্ট বিভাগের চেয়ারম্যান জালাল ইউনুস।

শ্রীরামকে টি-টোয়েন্টি দলের পরামর্শদাতা হিসাবে নিয়োগ করেছে বিসিবি। কোচ রাসেল ডোমিঙ্গোর পারফরম্যান্সে খুশি নন বাংলাদেশের কর্তারা। তাই দলের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে শ্রীরামকে। এশিয়া কাপের আগে শাকিবদের সঙ্গে যোগ দিলেও শ্রীরাম দায়িত্ব নিয়েছেন প্রতিযোগিতার পর থেকে। দুবাইয়ে শাকিবদের খেলা দেখে তিনি কিছু পরামর্শ দিয়েছেন বিসিবি কর্তাদের।

বাংলাদেশ দলের ডিরেক্টর খালেদ মাহমুদ বলেছেন, "বিভিন্ন মানুষের ক্রিকেট দর্শন বিভিন্ন রকম। ডোমিঙ্গো এবং শ্রীরামের ক্রিকেট দর্শন সম্পূর্ণ আলাদা। মন্তব্য করার মত পরিস্থিতি এখনও হয়নি। যদিও এশিয়া কাপে শ্রীরামের কাজের পদ্ধতি দেখে আমি অন্তত খুশি। ওঁর ক্রিকেট দর্শন বেশ ভাল। ক্রিকেটারদের নিয়ে যে ভাবে কাজ করছেন, সেটাও আকর্ষণীয়।" শ্রীরামকে মূলত টি-টোয়েন্টি দলের দায়িত্বই দেওয়া হয়েছে। ডোমিঙ্গকে বলা হয়েছে টেস্ট এবং এক দিনের ক্রিকেট নিয়ে ভাবতে। মাহমুদ জানিয়েছেন, তাঁরা শ্রীরামকে যথেষ্ট সময় দিতে চান। ক্রিকেটারদের মধ্যে শ্রীরাম অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই যে প্রভাব তৈরি করেছেন, তাতে সাফল্য নিয়ে আশাবাদী তিনি। মাহমুদ বলেছেন, "নিজের পর্যবেক্ষণ থেকে বলতে পারি, শ্রীরামের কাজটা সহজ নয়। বেশ কঠিনই হবে। কারণ টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে দল হিসাবে আমাদের পারফরম্যান্স খুবই খারাপ। সত্যি বলতে এক দম তলানিতে ঠেকেছে। আর নীচে নামা সম্ভব নয়।"

বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখে এখন থেকেই প্রস্তুতি শুরু করতে চাইছেন বাংলাদেশের ক্রিকেট কর্তারা। শ্রীরামের পরিকল্পনা মতোই সব ব্যবস্থা হবে। ক্রিকেটাররা কে কোন পরিস্থিতিতে আছেন, তা জানতে ১২ সেপ্টেম্বর থেকে তিন দিনের শিবির হবে। মাহমুদ বলেছেন, "আমরা নির্দিষ্ট কয়েকটি বিষয়ে গুরুত্ব দিতে চাইছি শিবিরে। কয়েক জন নতুন ক্রিকেটারকে ডাকার কথা ভাবা হয়েছে। ওপেনিং ব্যাটার এবং জোরে বোলারদের নিয়ে আলাদা করে কাজ করতে চাই আমরা। ৩০-৩২ জন ক্রিকেটারকে ডাকা হবে শিবিরে। দেশের হয়ে এখনও খেলেনি এমন কয়েক জনও থাকবে। বেশ কয়েক জন জোরে বোলারকে ডাকা হবে। এমন ভাবার কারণ নেই, যারা দলে ছিল সকলেই সুযোগ পাবে।"

বাংলাদেশ দলের ডিরেক্টর বলেছেন, "শ্রীরাম নতুন এসেছেন। অধিকাংশ ক্রিকেটারকেই দেখেননি। যারা জাতীয় দলে খেলতে পারে, তাদের সকলের সম্পর্কে ওঁর জানা উচিত। নতুন খেলোয়াড়দের দেখে নেওয়া ওঁর জন্য গুরুত্বপূর্ণ। সে জন্যই এই শিবিরের আয়োজন করা হচ্ছে। আমরা চাই ক্রিকেটাররা আগ্রাসী ক্রিকেট খেলুক।" উল্লেখ্য, ১১ সেপ্টেম্বর ঢাকায় পৌঁছবেন শ্রীরাম।

বিসিবির আশা, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে নুরুল হাসান, লিটন দাস, ইয়াসির আলি এবং হাসান মেহমুদ চোট সারিয়ে সুস্থ হয়ে যাবেন। এই চার জন বাদে সব ক্রিকেটারকে সেপ্টেম্বরের তিন দিনের শিবিরে বাধ্যতামূলক ভাবে উপস্থিত থাকতে হবে।

এক ম্যাচ বাকি থাকতেই নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে একদিনের সিরিজ জিতল অস্ট্রেলিয়া

সিডনি, ৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : প্রথম একদিনের ম্যাচের পর দ্বিতীয় ম্যাচেও নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে দিল অস্ট্রেলিয়া। টানা দ্বিতীয় ম্যাচ জিতে এক ম্যাচ বাকি থাকতেই নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ২-০ ব্যবধানে তিন ম্যাচের একদিনের সিরিজ জিতে নিল অস্ট্রেলিয়া। কেয়ার্নসের লো স্কোরিং ম্যাচে নিউজিল্যান্ডকে ১১৩ রানের বড় ব্যবধানে হারায় আয়োজক দল। অস্ট্রেলিয়ার করা ৯ উইকেটে ১৯৫ রানের জবাবে ব্যাট করতে নেমে ৮২ রানে গুটিয়ে যায় সফরকারীরা। অজি লেগস্পিনার অ্যাডাম জ্যাম্পা ৩৫ রানে ৫ উইকেট নেন। তবে, ব্যাট হাতে লোয়ার অর্ডারে বিপর্যয়ের সময় ৪৫ বলে অপরাজিত ৩৮ ও বল হাতে ১২ রানে ২ উইকেট নিয়ে ম্যাচ সেরা হন অস্ট্রেলিয়ার ফাস্ট বোলার মিচেল স্টার্ক। সিরিজে সমতা ফেরানোর লক্ষ্যে কেয়ানর্সে টস জিতে প্রথমে বোলিং করার সিদ্ধান্ত নেয় নিউজিল্যান্ড। স্কোরবোর্ডে রান যোগ হবার আগে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক অ্যারন ফিঞ্চকে খালি হাতে ফেরান ম্যাট হেনরি। নিজের দ্বিতীয় ওভারে ডেভিড ওয়ার্নারকে ৫ রানে আউট করেন তিনি। এরপর অজি শিবিরে আঘাত হানেন ট্রেন্ট বোল্ট। অভিজ্ঞ এ বাঁহাতি পেসার ৪ রানের ব্যবধানে মার্নাস ল্যাবুশেইন ও মার্কাস স্টয়নিসকে আউট করেন। নবম ওভারে ২৬ রানে ৪ উইকেট হারায় অস্ট্রেলিয়া। উইকেটকিপার অ্যালেক্স ক্যারি ও গ্লেন ম্যাক্সওয়েলকে নিয়ে ইনিংস মেরামতের চেষ্টা করেন অভিজ্ঞ স্টিভেন স্মিথ। স্মিথ হাফ সেঞ্চুরি করলেও ক্যারি ও ম্যাক্সওয়েল স্বল্প রানে বিদায় নেন। ক্যারি ১২ আর ম্যাক্সওয়েল ২৫ রান করেন। এক প্রান্ত আগলে ওয়ানডে ক্যারিয়ারের ২৭তম হাফসেঞ্চুরি তুলে নেন স্মিথ। ৯৪ বলে ৫টি চার ও ১টি ছক্কায় ৬১ রান করে আউট হন তিনি। শেষ উইকেটে ৩৬ বলে অবিচ্ছিন্ন ৪৭ রান যোগ করে অস্ট্রেলিয়াকে সম্মানজনক স্কোর এনে দেন মিচেল স্টার্ক ও জশ হেইজলউড। ৫০ ওভারে ৯ উইকেট ১৯৫ রান সঙ্গহ করে অস্ট্রেলিয়া। ৪৫ বলে অপরাজিত ৩৮ রান করেন স্টার্ক। ১৬ বলে ২৩ রানে অপরাজিত থাকেন হেইজলউড। নিউজিল্যান্ডের বোল্ট ৩৮ রানে ৪টি ও হেনরি ৩৩ রানে ৩টি উইকেট নেন। ১৯৬ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে শুরু থেকে উইকেট হারাতে থাকে ব্ল্যাকক্যাপ। ৩৮ রানের মধ্যে তারা হারায় টপঅর্ডারের ৫ জনকে। ২ উইকেট নেন জ্যাম্পা। জ্যাম্পার লেগস্পিন সামলাতে না পেরে, ৩৩ ওভারে ৮২ রানে অলআউট হয় নিউজিল্যান্ড। ওয়ানডে ক্রিকেটে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে এটিই দ্বিতীয় সর্বনিম্ন রান নিউজিল্যান্ডের। ইনিংসে ৯ ওভারে ৩৫ রানে ৫ উইকেট নেন জ্যাম্পা। ৭২ ম্যাচের ক্যারিয়ারে প্রথমবারের মত ইনিংসে ৫ উইকেট নিলেন তিনি। এটি তার ক্যারিয়ার সেরা বোলিং। এছাড়াও স্টার্ক ও শন অ্যাবট ২টি করে উইকেট নেন। নিউজিল্যান্ডের ইনিংসে মাত্র চার ব্যাটার দুই অংকের কোটা স্পর্শ করতে পারেন। দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ১৭ রান করেন অধিনায়ক উইলিয়ামসন। ১৬ রানে অপরাজিত থাকেন মিচেল স্যান্টনার। এছাড়া মাইকেল ব্রেসওয়েল ১২ ও ড্যারিল মিচেল ১০ রান করেন।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

বরপাথালিতে সুকোমল স্মৃতি ফুটবলে যশমুড়া রিয়াং পাড়া সেমিফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর।। সেমিফাইনালে যশমুড়া। দুর্দান্ত ৪-২ গোলের ব্যবধানে যশমুড়া রিয়াং পাড়া দল সেমিফাইনালে প্রবেশ করেছে। হেরে বিদায় নিতে হয়েছে তপ্রধাম সানফ্লাওয়ার ক্লাবকে। বিলোনিয়ার বরপাখারিতে বিশেষ করে সোনাপুরে আয়োজিত সুকোমল চক্রবর্তী স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টে এখন মূল পর্বের লড়াই চলছে। দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে আজ, বৃহস্পতিবার যশমুড়া রিয়াং পাড়া দল ৪-২ গোলের ব্যবধানে তপ্রধাম সানফ্লাওয়ার ক্লাবকে পরাজিত করে সেমিফাইনালে প্রবেশ করেছে। খেলার চার মিনিটের মাথায় অনন্ত জমাতিয়ার প্রথম গোল। পাঁচ মিনিট বাদে আছই জমাতিয়া আরও একটি গোল করে দলকে ২-০ তে লিড এনে দেয়। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে ৪ মিনিটের মাথায় আছই জমাতিয়া আরও একটি গোল করলে ব্যবধান বেড়ে ৩-০ হয়। তবে ৮ মিনিট বাদে দুই মিনিট অন্তর সানফ্লাওয়ার ক্লাবের জন জমাতিয়া পরপর দুটি গোল করে একদিকে যেমন গোল ব্যবধান কমিয়ে ২-৩ করে নেয়। অপরদিকে ঘুরে দাঁড়ানোর প্রয়াস নেয়।

তবে সানফ্লাওয়ারের ছেলেরা ছক কষে আরও গোলের উপায় বের করার ফাঁকে খেলার দ্বিতীয়ার্ধের ২৭ মিনিটের মাথায় যশমুড়া রিয়াং পাড়ার আছই জমাতিয়া আরও একটি গোল করে একদিকে যেমন তার হ্যাটট্রিক সেরে নেয়, অপরদিকে দলের পক্ষে গোল ব্যবধান ৪-২এ এগিয়ে দেয়। অতঃপর আর কেউ গোলের সন্ধান পায়নি। ৪-২ গোলের ব্যবধানেই যশমুড়া রিয়াং পাড়া জয় ছিনিয়ে শেষ চারে খেলার ছাড়পত্র পায়। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি রাজু দাস ও টিংকু দে, সুনীল ভট্ট।

প্রশান্তের হ্যাট্রিক, জয়ী সাই-স্যাগ স্কাইলার্ক, আনন্দ ভবনের ম্যাচ শুক্রবার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর।। দারুন হ্যাট্রিক, দুর্দান্ত জয়। এককথায়, জয় দিয়ে লীগ সূচনা সাই-স্যাগের। হারিয়েছে ভারতরত্ন সংঘকে। তাও ৩-১ গোলের ব্যবধানে। গোল তিনটির ক্রেডিট একজনের দখলেই। সাই-স্যাগের প্রশান্ত রিয়াং। লীগে নিজেদের প্রথম ম্যাচে নেমে হ্যাটট্রিক পাওয়ার আনন্দটাই আলাদা। প্রথমার্ধে বিজয়ী দল ২-১ গোলে এগিয়েছিল। টিএফএ আয়োজিত ঘরোয়া তৃতীয় ডিভিশন ক্লাব লীগ ফুটবলের দ্বিতীয় ম্যাচে সাই-স্যাগ ৩-১ গোলের ব্যবধানে ভারতরত্ন সংঘকে পরাজিত করেছে। এই জয়ের সুবাদে সাই-স্যাগ ৩ পয়েন্ট অর্জন করে করে নিয়েছে। পাঁচদলীয় গ্রুপ বি-তে সাই-স্যাগই এখন পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে। খেলার ১৫ মিনিটের মাথায় প্রথম গোল প্রশান্ত রিয়াংয়ের পা থেকে। ১৩ মিনিট বাদে প্রশান্ত আরও একটি গোল করে দলকে এগিয়ে দেয়। দ্বিতীয়ার্ধে ভারতরত্ন সংঘের মঙ্গল সিং দেববর্মা একটি গোল করে ব্যবধান কমিয়ে আনে। খেলার শেষ সময়ে ৭৮ মিনিটের মাথায় স্ট্রাইকার প্রশান্ত আরও একটি গোল করে নিজের হ্যাটট্রিক যেমন করে নেয়, তেমনি দলকে ৩-১এ এগিয়ে দেয়। ভারতরত্ন সংঘের খেলোয়াড়রা তেমন প্রতিরোধ গড়তে পারেনি। এমনকি গোল পরিশোধ করে খেলায় সমতাও ফেরাতে পারে নি। ৩-১ গোলের ব্যবধানে জয়ী হয়েছে সাঁই স্যাগ। তবে খেলায় অসদাচরনের দায়ে রেফারি বিজয়ী দল সাই-স্যাগের তিন জনকে হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি বিশ্বজিৎ দাস, হরি শর্মা, প্রতাপ দাস ও তপন দেবনাথ। দিনের খেলা: স্কাইলার্ক ক্লাব বনাম আনন্দ ভবন। বিকেল তিনটায়, পুলিশ মাঠে।

পানিসাগরে ফুটবল সাইথা বানহলই জয়ী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর।। টাই ভেঙে সাইথা বানহলই ক্লাবের দুর্দান্ত জয়। হেরে বিদায় ভুমথাতসান্না ক্লাব। উল্লেখ্য, গত বছরের রানার্স-আপ ভুমথাতসান্না ক্লাব এবার টাইব্রেকারে হেরে পিছু হাঁটতে হয়েছে। পানিসাগরে আয়োজিত ফুটবল টুর্নামেন্টের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে আজ সাইথা বানহলই ক্লাব টাই ব্রেকারে ৪-২ গোলের ব্যবধানে ভুমথাতসান্না ক্লাবকে হারিয়ে দুর্দান্ত জয় পেয়েছে সাইদা বানহলই ক্লাব। প্রথমার্ধে এক গোলে পিছিয়ে থাকলেও দ্বিতীয়ার্ধে গোলটি শোধ করে খেলায় সমতা ফিরিয়ে এনে অতঃপর পেনাল্টি শুট আউটে ৪-২ গোলে ম্যাচে জয় ছিনিয়ে সাইথা বানহলই ক্লাবের ছেলেরা যথেষ্ট খুশি। খেলার প্রথমার্ধে ভুমথাতসান্না ক্লাবের জাকারিয়া রাংলং প্রথম গোলটি করে দলকে এক- শূন্যতে লিড এনে দেয়। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে সাইদা বানহলই ক্লাবের গোবিন্দ রিয়াং গোলটি শোধ করে খেলায় সমতা ফিরিয়ে আনে। পরবর্তী সময়ে আর কেউ গোলের সন্ধান পায়নি। নির্ধারিত সময়ের খেলা ১-১ গোলে ড্র তে অমীমাংসিত থাকায় ম্যাচ টাইব্রেকারে গড়ায়। পেনাল্টি শুট আউটে সাইথা বানহলই ক্লাব চার- দুই গোলের ব্যবধানে জয় ছিনিয়ে নেয়। খেলা পরিচালনা করেন রেফারি বিধান দাস।

দলিপ ট্রফি ক্রিকেটে পৃথ্বী, যশস্বীর ব্যাটিং

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর।। দুর্দান্ত খেলছে পৃথ্বী শাহ এবং যশস্বী জয়সওয়াল। দুজনেরই অর্ধশত রান পূর্ণ হয়েছে। নাইট ওয়াচম্যানের ভূমিকায়ও রয়েছেন। দুজনেরই লক্ষ্য রয়েছে প্রাথমিকভাবে শতরান করার। তবে প্রথম দিনের খেলা আজ বৃষ্টি বিঘ্নিত না হলে হয়তো তারা সে লক্ষ্যে পৌঁছে যেতে পারতো। বিসিসিআই আয়োজিত কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে ওয়েস্ট জোন এবং নর্থ-ইস্ট জোন পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলছে। খেলা হচ্ছে চেন্নাইয়ের চিপকে এম.এ চিদাম্বরম স্টেডিয়ামে। ম্যাচ শুরুতে টস জিতে নর্থ-ইস্ট জোন প্রথমে বোলিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ পেয়ে ওয়েস্ট জোন দিনের খেলা যতটুকু হয়েছে অর্থাৎ ২৫ ওভারে বিনা উইকেটে ১১৬ রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। ওপেনিং জুটির পৃথ্বী শাহ ৬১ রানে এবং যশস্বী জয়সওয়াল ৫৫ রানে উইকেটে রয়েছেন। পৃথ্বী ৬৬ বল খেলে পাঁচটি বাউন্ডারি ও চারটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৬১ রান পায়।

এবং যশস্বী ৮৪ বল খেলে নটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি মেরে ৫৫ রান সংগ্রহ করে।

দলীপ ট্রফি ১ম একাদশে মনিশংকর, বৃষ্টিবিঘ্নিত প্রথম দিনে পূর্বাঞ্চলের ১৭৯/৩

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর।। বিসিসিআই আয়োজিত দলীপ ট্রফি খেলা শুরু হয়েছে। কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে ইস্ট জোন খেলছে নর্থ জোনের বিরুদ্ধে। বৃষ্টি বিঘ্নিত প্রথম দিনের খেলায় ৫৪ ওভার খেলা হয়েছে। পুদুচেরিতে ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন পুদুচেরি সিয়াচেম গ্রাউন্ডে সকাল সাড়ে নটায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে নর্থ জোন প্রথমে বোলিং এর সিদ্ধান্ত নেয়।

ইস্ট জোন ব্যাটিং এর আমন্ত্রণ পেয়ে বৃষ্টি বিঘ্নিত প্রথম দিনে যতটুকু খেলা হয়েছে অর্থাৎ ৫৪ ওভারে ৩ উইকেট হারিয়ে ১৭৯ রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে ওপেনার সুদীপ কুমার ঘারামির ৬৮ রান উল্লেখযোগ্য। এছাড়া, অনুষ্টুপ মজুমদার ৪৭ রান পায়। তবে বিরাট সিং ৪৩ রানে এবং অধিনায়ক মনোজ তেওয়ারি ৯ রানে উইকেটে রয়েছেন। নর্থ জোনের বোলার সিদ্ধার্থ কৌল, নবদ্বীপ সাইনি ও হিমাংশু রানা প্রত্যেকে একটি করে উইকেট পেয়েছে। উল্লেখ্য, ইস্ট জোনের হয়ে খেলার জন্য প্রথম একাদশে স্থান পেয়েছে ত্রিপুরার মনিশঙ্কর মুরাসিং। বৃষ্টি বিঘ্নিত প্রথম দিনে তাকে আজ মাঠে নামার প্রয়োজন হয়নি। তবে অপেক্ষায় আগামীকাল ম্যাচের দ্বিতীয় দিনে মাঠে নামার জন্য।

পূর্বোত্তর ব্যাডমিন্টন শুরু মনিপুর, মিজোরাম এগিয়ে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর।। বেশ উৎসাহ ও উদ্দীপনায় উত্তর-পূর্ব ইন্টার স্টেট জোনাল ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপ বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয়েছে। এন.এস.আর.আর.সি-র ইন্ডোর হলে অস্থায়ীভাবে ব্যাডমিন্টন কোর্টের ব্যবস্থা করে পূর্বোত্তরের ৮ রাজ্যের খেলোয়াড়দের সমারোহে দুর্দান্ত টুর্নামেন্ট চলছে। সিকিম সহ ৮ রাজ্যের শতাধিক ছেলে ও মেয়ে শাটলার এ আসরে অংশ নিয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ের খেলা গুলো আজ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বেলা ১১টায় এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হলেও, সকাল থেকে প্রাথমিক পর্যায়ের দলগত ও ব্যক্তিগত বিভাগের ম্যাচ শুরু হয়েছে। দলগত বিভাগে মনিপুর এবং মিজোরাম যথাক্রমে মেঘালয় এবং সিকিমকে হারিয়ে সেমিফাইনালে প্রবেশ করেছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেব বর্মন, আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, বিধানসভার চিফ হুইপ কল্যাণী রায়, ব্যাডমিন্টন এসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার যুগ্ম সচিব অমর রশিদ, ত্রিপুরা জিমন্যাস্টিক্স এসোসিয়েশনের সভাপতি রাজিব ভট্টাচার্য, টি বোর্ডের চেয়ারম্যান সন্তোষ সাহা, সর্বভারতীয় ব্যাডমিন্টন এসোসিয়েশনের প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট মানিক সাহা ও কর্পোরেটের রত্না দত্ত প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এস.এম কাপ ফুটবলে ঝাড়খন্ডের কাছে হেরে পিছিয়ে ত্রিপুরার এস.ডি.এম

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর।। ছিটকে গেলো ত্রিপুরার সেরা জম্পুইজলার সুধন্য দেববর্মা স্কুল। ঝাড়খন্ডের বিরুদ্ধে পরাজিত হয়ে। দিল্লিতে অনুষ্ঠিত অনূর্ধ-১৪ সুব্রত মুখার্জি কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায়। দেশের রাজধানীর ড: বি আর আম্বেদকর স্টেডিয়ামে বৃহস্পতিবার সুধন্য দেববর্মা স্কুল ০-৫ গোলে বিধ্বস্ত হয় ঝাড়খন্ডের বিরুদ্ধে। মূলত পর পর দুদিন ম্যাচ খেলার ধকল নিতে পারলো না জম্পুইজলার ফুটবলাররা। এদিন যেনও শরীরই চলছিলো না কিষান দেববর্মাদের। প্রথমার্ধেই ত্রিপুরা পিছিয়ে যায় ০-৩ গোলে। দ্বিতীয়ার্ধে হজম করে আরও দুটি গোল। আসরের প্রথম ম্যাচে আর্মি বয়েজ দলের বিরুদ্ধে বড় ব্যবধানে জয় পেয়ে যে প্রত্যাশা জাগিয়েছিলো, এদিন তার ছিটেফোটাও খেলতে পারেনি। খেলা শেষে হতাশ সুধন্যর কোচ সুবোধ দেববর্মা দিল্লি থেকে টেলিফোনে বলেন,"সিং ভেঙ্গে বাছুর বানিয়ে' আমাদের বিরুদ্ধে খেলিয়েছে বিপক্ষ দল। এখানেই পিছিয়ে পড়েছি আমরা। বিপক্ষ দলের ফুটবলারদের গতি আমাদের থেকে বেশী না হলেও শক্তিতে আমাদের থেকে এগিয়ে ছিলো।

এখানেই পিছিয়ে পড়েছি আমরা'। এদিন পরাজিত হওয়ায় আসর থেকে ছিটকে গেলো জম্পুইজলার সুধন্য দেববর্মা স্কুল।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

এমবিবি কলেজের প্রথম বর্ষের প্রথম ছাত্র ত্রিপুরেন্দ্র মোহন গাঙ্গুলিকে সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর।। আজ সন্ধ্যায় রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ ত্রিপুরার ঐতিহ্যশালী মহারাজা বীর বিক্রম কলেজের প্রথম বর্ষের প্রথম ছাত্র ত্রিপুরেন্দ্র মোহন গাঙ্গুলির বাসভবনে গিয়ে কলেজের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে সংবর্ধনা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। ১৯৪৭ সালের ৯ সেপ্টেম্বর মহারাজা বীর বিক্রম কলেজের প্রতিষ্ঠা দিবসে প্রথম ছাত্র হিসাবে ভর্তি হন ত্রিপুরেন্দ্র মোহন গাঙ্গুলি। বর্তমানে তাঁর বয়স ৯২।

তিনি রাজ্যে প্রথম টেক্সটাইল টেকনোলজি পাশ করে রাজ্য সরকারের অধীনে কর্মরত ছিলেন। তিনি শিল্প দপ্তরের অতিরিক্ত অধিকর্তা পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। স্মৃতি চারণ করতে গিয়ে শ্রী গাঙ্গুলি বলেন, সেবছর মোট ছাত্রছাত্রী ছিলেন ৪২৭ জন। এদের মধ্যে ২৪ জন ছাত্রী। তাঁর পুত্রের নাম রাহুল গাঙ্গুলি, বর্তমানে তিনি প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরে কর্মরত আছেন।

রহিমপুর সীমান্তে বাংলাদেশী যুবকের মৃত্যুতে দিনভর উত্তেজনা

বিএসএফ-বিজিবির ফ্ল্যাগ মিটিং

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ৮ সেপ্টেম্বর।। রহিমপুর সীমান্তে এক বাংলাদেশী যুবকের মৃত্যুতে দিনভর টানটান উত্তেজনা বিরাজ করেছে। বিএসএফ এবং বিজেপির মধ্যে ফ্ল্যাগ মিটিংও হয়েছে।

সোনামুড়া মহকুমার বক্সনগর ব্লকের অন্তর্গত রহিমপুর একটি সীমান্তবর্তি গ্রাম। গোটা সীমান্ত এলাকার এপার ওপারে চলছে বিভিন্ন রকমের অসামাজিক কার্যকলাপ। তার মাঝেই বৃহস্পতিবার ভোর পাঁচ টায় রহিমপুর এলাকার সীমান্তবাসী যা ভারত এবং বাংলাদেশ পিলার নম্বর ২০৫৮ নং ও ১৬৬ নং গেইট সংলগ্ন। এলাকার জনগণ দেখতে পায় অর্ধমৃত অবস্থা এক যুবক পড়ে আছে। রহিমপুর এবং বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী গ্রাম নয়নপুর শশীদলের দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ সংলগ্ন দুই দেশের মাঝখানে।

এই অজ্ঞাত পরিচয়ের ব্যক্তিকে দেখে দুদেশের সীমান্ত এলাকার সাধারণ জনগণ প্রথমে বি এস এফ এবং বি জি বি প্রশাসনের গোচরে সংবাদ পাঠান। যুবকের পরিচয় শনাক্ত করার জন্য বি এস এফ ও বাংলাদেশের বর্ডার গার্ড এর আধিকারিকরা ফ্লেগ মিটিংয়ের আয়োজন করেন। আনুমানিক ৩৫ বছরের যুবক টি কোন দেশের তা জানার জন্য নয়নপুর এবং রহিমপুর সীমান্তবর্তী এলাকার মানুষ জনের কাছ থেকে তাকে শনাক্ত করার চেষ্টা করেন বিএসএফ এবং বিজিবি। এদিকে পরিচয় শনাক্ত করার জন্য সকাল থেকে দুপুর বারোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করেন দু দেশের প্রশাসন। এই ঘটনার খবর মুহূর্তের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়ে বাংলাদেশের শসিদল এবং বক্সনগর এলাকায়।

অবশেষে জানাযায় বাংলাদেশের রাজশাহী থেকে একমহিলা কুমিল্লায় আসেন চিকিৎসা করানোর জন্য। তিনি বলেন দুদিন ধরে আমার ভাইপোকে খুঁজে পাচ্ছিনা। বৃহস্পতিবার সকালে ফেসবুকে আমার ভাইপোর খবর দেখতে পাই।এই খবর শুনে চলে আসেন নয়নপুর এবং রহিমপুরের সীমান্তবর্তী এলাকায়।জানা যায় মহিলার নাম আসমা বেগম তিনিই সর্বপ্রথম অজ্ঞাত যুবককে চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়। ছেলেটির নাম তুষার মিঞা, বাবার নাম মুসলেম মিঞা ,গ্রাম নোয়াগা ,থানা নোয়াগা, জেলা রাজশাহী, বাংলাদেশ। পরে সঠিক পরিচয়ের মাধ্যমে জানা যায় ছেলেটির বাড়ি বাংলাদেশে। তুষারকে প্রচন্ড ভাবে মারধর করে এখানে এনে ফেলে যায়। কে বা কারা তাকে মারধর করে এখানে এনে ফেলে যায় তা এখনো বের করা যায়নি। তবে তার অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখতে পেয়ে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী ঔষধ এবং চিকিৎসক নিয়ে আসেন। তাকে চিকিৎসা করানোর জন্য। কিন্তু তাতে বাধা দেয় বিজিবি'র নায়েক সুবেদার আব্দুল খালেক সহ অন্যান্য জওয়ানরা। আগে পরিচয় তার পর চিকিৎসা। সে বাংলাদেশের না ভারতের। এদিকে বেলা গড়াতে থাকায় তুষার মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।তারপর বিএসএফ তুষার মিঞাকে বিজিবির হাতে তুলে দেয়।

বিজিবি তুষারকে পিসির নিকট হস্থান্তর করে। পরবর্তী সময় জানা যায় নেশায় আসক্তির কারণে এবং অতিরিক্ত শারীরিক নির্যাতনের ফলে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন তুষার মিঞা। তবে এই ফ্লেগ মিটিংয়ে উপস্থিত বাংলাদেশ শশীদল কেম্পের বিজিবির নায়ক সুবেদার আব্দুল খালেক এবং অন্যান্য জওয়ানরা। অন্যদিকে উপস্থিত ছিলেন বিএসএফ ১৫০ নং ব্যাটেলিয়ানের কমান্ড্যান্ট অখিলেশ কুমার ও ইন্সপেক্টর সহ অন্যান্য বিএসএফ জওয়ানরা। তাছাড়াও উপস্থিত ছিলেন নয়নপুরের চেয়ারম্যান সুমন মিঞা। এদিকে উভয় দেশের সীমান্ত এলাকায় আরো কঠোর নজরদারী বাড়ানোর জন্য আবেদন রাখেন এলাকাবাসী।

বিধানসভার দ্বাদশ অধিবেশন : নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর।। দ্বাদশ রাজ্য বিধানসভার দ্বাদশ অধিবেশন আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২২ থেকে শুরু হবে। বিধানসভার অধিবেশন সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে রাজ্য বিধানসভার পক্ষ থেকে কিছু নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে রয়েছে মনুষ্য চালিত রি'া ছাড়া কোন যানবাহণ বা কোন ব্যক্তি বিধানসভা সচিবালয়ের জারি করা বৈধ অনুমতিপত্র ব্যতীত বিধানসভা চত্বরে প্রবেশ করতে পারবেননা।

রাজ্য বিধানসভার সদস্য, সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধি এবং বিধানসভার কর্মচারিগণ বিধানসভার চত্বরে প্রবেশের সময় নিরাপত্তারক্ষীগণ চাইলে বিধানসভা সচিবালয়ের জারিকরা বৈধ অনুমতিপত্র দেখাবেন। রাজ্য বিধানসভার সদস্যগণ, সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিগণ এবং বিধানসভার কর্মচারিগণ বিধানসভার চত্বরে পাসযুক্ত মোটরকার বা অন্য যানবাহণে প্রবেশ করতে পারবেন। তবে এই যানবাহণে অন্য কেউ থাকতে পারবেননা। কোন দর্শক, সরকারি আধিকারিক, সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধি এবং বিধানসভার কর্মচারিগণ ব্যাগ, অন্যকোন আপত্তিকর জিনিসপত্র নিয়ে প্রবেশ করতে পারবেননা। বিধানসভা সচিবালয়ের পক্ষ থেকে এক বি'প্তিতে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

এমবিবি কলেজের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর।। মহারাজা বীর বিক্রম কলেজের ৭৫ তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ৫ সেপ্টেম্বর থেকে ৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৫ দিন ব্যাপী একাধিক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। এরই অঙ্গ হিসাবে বৃহস্পতিবার এমবিবি কলেজে অনুষ্ঠিত হয় মেগা রক্তদান শিবির। শিবিরের উদ্বোধন করেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। এদিন তিনি বলেন, রক্তদানকে কর্তব্য মনে করতে হবে। তবেই এর সফলতা আসবে। প্রত্যেকটি কলেজকে একটি ক্যালেন্ডার তৈরী করে বছরে তিনটি বা দুটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করার আহবান জানান মন্ত্রী। পাশাপাশি রক্তদান নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের উদ্বুদ্ধ করতে স্কুল পর্যায়ে কোন বিষয় রাখা যায় কিনা সে ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করার জন্য তিনি শিক্ষা দপ্তরকে চিঠি দেবেন বলে জানান। রক্তদান শিবিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আলোচনা করতে গিয়ে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেন রক্তদানের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই রক্তদানের গুরুত্বের বিষয়ে স্কুল কলেজে শিখানো যায় কিনা তার চিন্তা ভাবনা চলছে। তিনি আরও বলেন একসাথে শতশত মানুষ রক্তদান করলে রক্ত নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাই সকলকে রুটিন করে রক্তদান করতে হবে। প্রতিটি কলেজে বছরে দুইবার করে রক্তদান করতে হবে রুটিন করে। তার জন্য বছরের দুইটি তারিখ নির্দিষ্ট করার জন্য কলেজের অধ্যক্ষদের আহ্বান জানান তিনি।

ডিওয়াইএফআই এর উদ্যোগে যুব সংগ্রাম প্রতিবেদন প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর।। ৮ সেপ্টেম্বর আগরতলাবাসীর জন্য ভয়ংকর দিন। ২০২১ সালে ৮ সেপ্টেম্বর অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছিল আগরতলা শহর। বিরোধী দলের অফিস থেকে শুরু করে মানুষের বাড়ি ঘর ভাঙচুর এবং অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার সাক্ষী ছিল আগরতলা শহর বাসী। সেই চিত্র নিয়ে ডি ওয়াই এফ আই পক্ষ থেকে তুলে ধরে যুব সংগ্রাম প্রতিবেদনের প্রকাশ করলেন আইনজীবী রাজশ্রী পুরকায়স্থ।

পুলিশের সদর কার্যালয়ের সামনে দাঁড়িয়ে এই প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয়। এই প্রতিবেদনে সেদিনের ভয়াবহ ছবি জনগণের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। এবং সেই প্রতিবেদন থেকে মানুষকে জাগ্রত হওয়ার জন্য আহ্বান জানায় ডিওয়াইএফআই বলে জানান আইনজীবী রাজশ্রী পূরকায়স। তিনি আরো বলেন, রাজ্যের মানুষ এখনো নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। প্রতিদিন মানুষের বাড়ি ঘর সম্পত্তি এবং রক্তাক্তের ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে।

তবে এক বছর আগে ৮ সেপ্টেম্বর শহরবাসীর জন্য দিনটি ছিল কালো দিন। এই অভিশাপের চিত্র শুরু হয়েছিল ৬ সেপ্টেম্বর থেকে, চলে নয় সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি ৪৩ টি অফিসে অগ্নিকাণ্ড ও ভেঙে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। প্রায় ৬৪ টি বাড়ি ও দোকান পুড়িয়ে দেওয়া হয়।

২৪ জন মানুষ আহত হয়। এমনকি একজনের মৃত্যুও হয়। শুধু তাই নয় চার থেকে পাঁচজন আইনজীবীও আক্রান্ত হয়েছিলেন। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো পুলিশ তারপরও নিষ্ক্রিয় ছিল। শেষ পর্যন্ত উচ্চ আদালতে যখন জনস্বার্থ মামলা হয় তখন পুলিশ রঘুনাথ লোধ নামে এক দুর্বৃত্তকে গ্রেপ্তার করেছে। কিন্তু পরের দিনই জামিন দিয়ে বের করে নেওয়া হয় সেই দুর্বৃত্তকে। তাই এই প্রতিবেদনটি পড়ে মানুষ যাতে সজাগ হতে পারে তার জন্য এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানান আইনজীবী।

আয়োজিত প্রতিবেদন প্রকাশ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ডি ওয়াই এফ আই রাজ্য সভাপতি পলাশ ভৌমিক, সম্পাদক নবারুণ দেব সহ অন্যান্যরা।

বগাফায় কৃষকদের নিয়ে দপ্তরের আলোচনাসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৮ সেপ্টেম্বর।। বর্তমান সময়ে বিজ্ঞান উন্নত হবার ফলে কৃষকদের কৃষিকাজে উন্নয়নে বিজ্ঞানীরা ইউরিয়া সারের বিকল্প ঔষধ তৈরি করেছে। এই ঔষধ হলো নেনো ইউরিয়া। এই ঔষধ বাজারে নতুন আসার পর বগাফা কৃষি দপ্তরের তত্বাবধায়ক সুজিত কুমার দাসের উদ্দ্যোগে কৃষকদের নিয়ে নেনো ইউরিয়া সম্পর্কে কিছু তথ্য তুলে ধরা হয়। এই ঔষধ কিভাবে জমিতে প্রয়োগ করাহবে তানিয়ে বিস্তারিত ভাবে কৃষকদের সামনে তথ্যতুলেধরাহয়। আলোচনা শেষে এলাকার ধান চাষী, ফুল চাষী ও সব্জী চাষীদের বাছাইকরে ১০ জনের মধ্যে কৃষিদপ্তরের উদ্দ্যোগে নেনো ইউরিয়া বিতর করাহয়। পরবর্তী সময় কৃষকদের মাঠেগিয়ে এই ঔষধ পরিক্ষামূলকভাবে প্রয়োগ করা হয়। কৃষি দপ্তরের তত্বাবধায়ক সুজিত কুমার দাস জানান নেনো ইউরিয়া বাজারজাত হবারপর বেতাগা এলাকায় আজ প্রথমবারেরমতো কৃষকদের জমিতে পরিক্ষামূলক প্রয়োগ করা হচ্ছে। যেসকল কৃষকদের জমিতে এই ঔষধ প্রয়োগ করা হচ্ছে তাদের জমির প্রতি সর্বদা নজর রাখবেন কৃষিদপ্তর। কৃষি দপ্তরের আধিকারিকরা আশাবাদী এই ঔষধ প্রয়োগে ভালো ফলাফল অর্জন করবে কৃষকরা। আজকের এই সমগ্র অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বগাফা কৃষিদপ্তরের তত্বাবধায়ক সুজিত কুমার দাস, বগাফা কৃষি দপ্তরের সেক্টর অফিসার শুভেন্দু মজুমদার, বাইখোড়া কৃষি দপ্তরের সেক্টর অফিসার দীপক দাস, পূর্ব চড়কবাই গ্রামপঞ্চায়েত প্রধান গনরাজ পাল সহ অন্যান্যরা। কৃষি দপ্তর কতৃক আয়োজিত আজকের এই আলোচনা সভায় উপস্থিত কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ করা যায়।

এবছর জুমের ফলম ভাল হয়েছে, দাবী জুমিয়া মহিলার

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৮ সেপ্টেম্বর।। পাহাড়ি জনপদ গুলিতে অন্ন বস্ত্র বাসস্থানের জন্য জুম চাষের উপর নির্ভর করতে হয় বিশেষ করে। আর জুম চাষ ভালো হলে জুমিয়া পরিবারগুলি ভালোভাবে পরিবার চালাতে সক্ষম হয়। শরৎকাল হলেও প্রত্যন্ত এলাকার জুমিয়াদের কাছে ব্যস্ততম মাস হিসেবে ধরা হয় ভাদ্র আশ্বিন মাসকে। এই দুটি মাসে জুমিয়া পরিবারগুলি জুমের বিভিন্ন ফসল ঘরে তোলার জন্য ব্যস্ত থাকে। এই দুটি মাস পরে অবসর সময়ে জুমিয়ারা জাতীয় সড়কের দু''পাশে বসে সেই সব জুমের ফসলগুলো বিক্রি করে কিছুটা আয় উপার্জন করে। বিগত ২৫ বছরের বাম সরকার জুমিয়াদের জন্য মুঙ্গিয়াকামীর ৩৫, ৩৬,৪১,৪৩,৪৫ এবং ৪৮ মাইল এলাকায় একটি জুমিয়া বাজার সৃষ্টি করে দেওয়ার কথা থাকলেও তা করেনি। কেবল জুমিয়াদের সাথে ঠকবাজি করেছিল তৎকালীন বাম সরকার। যার ফলে জুমিয়ারা তাদের জুমের উৎপাদিত বিভিন্ন কৃষিজ ফসল গুলি বিক্রি করার জন্য জাতীয় সড়কের দুপাশে বসে বিক্রি করতে হয় নিজেদের জীবন বাজি রেখে। কথা প্রসঙ্গে ৩৫ মাইল এলাকার জুমিয়া লক্ষ্মী দেববর্মা জানান, গত বছরের তুলনায় এবছর জুমের ফলন ভালো হয়েছে। বিশেষ করে জুমের খারকল, শসা, ধান, বেগুন সহ রকমারির সবজির ফলন ভালো হয়েছে এবছর। এর সুবাদে তারা জুমের ফসল ধীরে ধীরে বাজার মুখে করে তুলছেন, আয় উপার্জনের আশা বুকে বেঁধে। জুম চাষের উপর নির্ভর করে ছেলে মেয়ের লেখাপড়া সহ সংসারের যাবতীয় ভরণপোষণ।

ধর্মনগরেও কংগ্রেসের ভারত জুড়ো পদযাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর।। ধর্মনগরে জেলাভিত্তিক ভারত জুড়ো পদযাত্রা করলো ধর্মনগর জেলা কংগ্রেস। ধর্মনগর জেলা কংগ্রেস ভবন থেকে পদযাত্রা বের হয়ে গোটা ধর্মনগর শহর পরিক্রমা করে পুনরায় ধর্মনগর জেলা কংগ্রেস ভবনে এসে সমাপ্তি হয় ।এই পদযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস নেতা পরিমল চক্রবর্তী, স্বপন তালুকদার, কোহিনুর রায় প্রমূখ। পদযাত্রা শেষে কংগ্রেস নেতা পরিমল চক্রবর্তী সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বলেন, গোটা ভারতবর্ষে আট বছরে বিজেপি শাসনে দেশে হিংসা-বিদ্বেশ এবং জাতপাতের যে খেলা শুরু হয়েছে তা থেকে রাজ্যবাসীকে এবং দেশবাসীকে বাঁচাতে এই ভারত জুড়ো পদযাত্রা। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে শাসক দল বিজেপির বিরুদ্ধে একটা গণ প্রতিরোধ গড়ে তুলবে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস বলে জানান কংগ্রেস নেতৃত্ব। উল্লেখ্য কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে সারা দেশ জুড়েই এই আন্দোলন কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে।

এমবিবি কলেজ-জার্নি থ্রু দ্য ডেকেড্ শীর্ষক আলোচনাচক্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর।। মহারাজা বীর বিক্রম মহাবিদ্যালয়ের প্লাটিনাম জবিলি উপলক্ষে আজ বিকালে রবীন্দ্র হলে অনুষ্ঠিত হয় আলোচনাচক্র এবং পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ আশিস মিত্র। উপস্থিত ছিলেন এই মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ অধ্যাপক মহির দেব, প্রাক্তন অধ্যক্ষ ড. দিপান্বীতা চক্রবর্তী প্রমুখ। এমবিবি কলেজের মরণিকা 'প্রাচী' এর আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন কলেজের এলামনির তুষার কান্তি সাহা। আজ আলোচনাচক্রের বিষয় ছিল 'এমবিবি কলেজ-জার্নি থ্রু দ্য ডেকেড্।' অতিথিগণ এমবিবি কলেজে তাদের অধ্যাপনা নিয়ে মনো' আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য রাখেন ড. আই ভি চৌধুরী। বীর বিক্রম কলেজে প্ল্যাটিনাম জবলি উপলক্ষে আয়োজিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের আজ এই অনুষ্ঠানে পুরস্কৃত করা হয়। অতিথিগণ বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

বিশ্ব ফিডিও থেরাপি দিবস রাজ্যেও পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর।। ৮ সেপ্টেম্বর বিশ্ব ফিজিও থেরাপি দিবস। সমগ্র বিশ্বের সাথে রাজ্যেও পালন করা হয় দিনটি। বিশ্ব ফিজিওথেরাপি দিবস উপলক্ষ্যে এদিন অন্যান্য বছরের ন্যায় এই বছরও দ্য ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন অফ ফিজিওথেরাপি ত্রিপুরা শাখার উদ্যোগে নানান কর্মসূচী পালন করা হয়। এইদিন সকালে রাজধানীর রবীন্দ্র ভবন প্রাঙ্গণ থেকে একটি সচেতনতা মূলক মিছিল সংগঠিত করা হয়। মিছিলের সুচনা করেন স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব দেবাশিষ বসু। এইদিনের মিছিলটি রাজধানীর বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে। স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব দেবাশিষ বসু জানান মানুষের দৈনন্দিন অভ্যাসের কারণে বর্তমানে মানুষ বিভিন্ন শারীরিক সমস্যায় ভুগছে। বিশেষ করে পেরালাইসিস-এর জন্য ফিজিও থেরাপি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আদালতের নির্দেশ উপেক্ষিত পুলিশের বিরুদ্ধে রিপোর্ট দাখিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরা হাইকোর্টের নির্দেশ ছিল রায়ের আদেশ কার্যকর করার। সেই মোতাবেক দেওয়ানি আদালত (জুনিয়র ডিভিশন) মামলাকারী মিলন কুমার পাল ও অন্যান্যদের লিখিত আবেদনে সাড়া দিয়ে পুনরায় ১৯৯৫ ইং সনের রায় কার্যকর করার উপর আজ্ঞা দেয়। এ ব্যাপারে আদালত নিযুক্ত কর্মীরা রায় মোতাবেক এয়ারপোর্ট থানার অর্নগত প্রায় সাড়ে ছয় গন্ডা জায়গার দখল শ্রীমতী পাল ও অন্যান্যদের হস্তক্ষেপ করতে গিয়ে গত সোমবার স্থানীয় কিছু স্বঘোষিত নেতা ও লোকজনদের প্রবল বাধাদানে ও সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশ কর্তাদের চূড়ান্ত অসহযোগিতার ফলে আদালতের রায় কার্যকর করা গেল না। আজ এই গোটা ঘটনার বিস্তারিত তথ্য ছবি সহ আদালতে জমা দেন আদালত নিযুক্ত কর্মীরা। ওই তথ্যে এয়ারপোর্ট থানার পুলিশের ন্যাক্কারজনক ভূমিকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। পুলিশ স্থানীয় স্বঘোষিত কিছু নেতা ও লোকজনদের সাথে একপ্রকার ষড়যন্ত্র করে আদালতের কাজে অসহযোগিতা ও বাধা দিয়েছে বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে আগামী বুধবার সদর দেওয়ানী আদালতে (জুনিয়র ডিভিশন) শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে। সেই সাথে আদালতের কাজে বাধা দিতে গিয়ে যে সকল স্বঘোষিত নেতা ও লোকজন রাজনৈতিক ও ধর্মীয় উস্কানিমূলক স্লোগান দিয়ে পরিস্থিতি উত্তপ্ত করে তুলেছিল তাদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিতে পারে আদালত।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে , ১৯৮৫ ইং সনে মিলন রাণী পাল ও অন্যান্য ওয়ারিশানগণ এয়ারপোর্ট থানার লাগোয়া প্রায় চৌদ্দ গন্ডা জায়গার মালিকানা ও দখল স্বত্ব পাবার নিমিত্তে আদালতে মামলা করেন। সেই মামলার রায় শ্রীমতী পাল ও অন্যান্যদের পক্ষে যায়। পরবর্তী সময়ে রায়ের আদেশ কার্যকর করতে গিয়ে বিগত ২০০৫ ইং সনে এয়ারপোর্ট থানার তৎকালীন ওসির প্রবল হুমকি ও ভয়ভীতির দরুণ প্রায় সোয়া ছয় গন্ডার জায়গার দখল প্রকৃত মালিক শ্রীমতী পাল ও অন্যান্যদের দেওয়া যায়নি। এয়ারপোর্ট থানা প্রায় সোয়া ছয় গন্ডা জায়গা ছাড়তে নারাজ। পরে এ নিয়ে দীর্ঘ আইনী লড়াইয়ের পর ত্রিপুরা হাইকোর্টের এক কড়া নির্দেশে সদর দেওয়ানী আদালত (জুনিয়র ডিভিশন) ফের রায়ের আদেশ কার্যকর করার উপর আজ্ঞা দেয়। গত সোমবার আদালতের রায়ের আদেশ কার্যকর করতে গেলে পর আদালত নিযুক্ত কর্মীরা স্থানীয় কিছু স্বঘোষিত নেতা ও লোকজনের প্রবল বাধাদানের মুখে পড়ে। থানার ওসি রাণা চ্যাটার্জী ও ডিএসপি কমল মজুমদার এবং অন্যান্য পুলিশ কর্মীদের উপস্থিতিতে চলতে থাকে রাজনৈতিক ও উস্কানিমূলক স্লোগান। এতে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে পর আদালত নিযুক্ত কর্মীরা থানার অফিসারদের অবগত করান কিন্তু থানার অফিসাররা এতে কোন কর্ণপাতই করেননি।

ডিওয়াইএফআই এর তরফ থেকে পুলিশ হেডকোয়ার্টারের সামনে যুব সংগ্রাম নামে একটি প্রতিবেদন পত্রের উদ্বোধন করা হয়। ছবি নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।